# মক্কা ও মদীনার মুসাফির

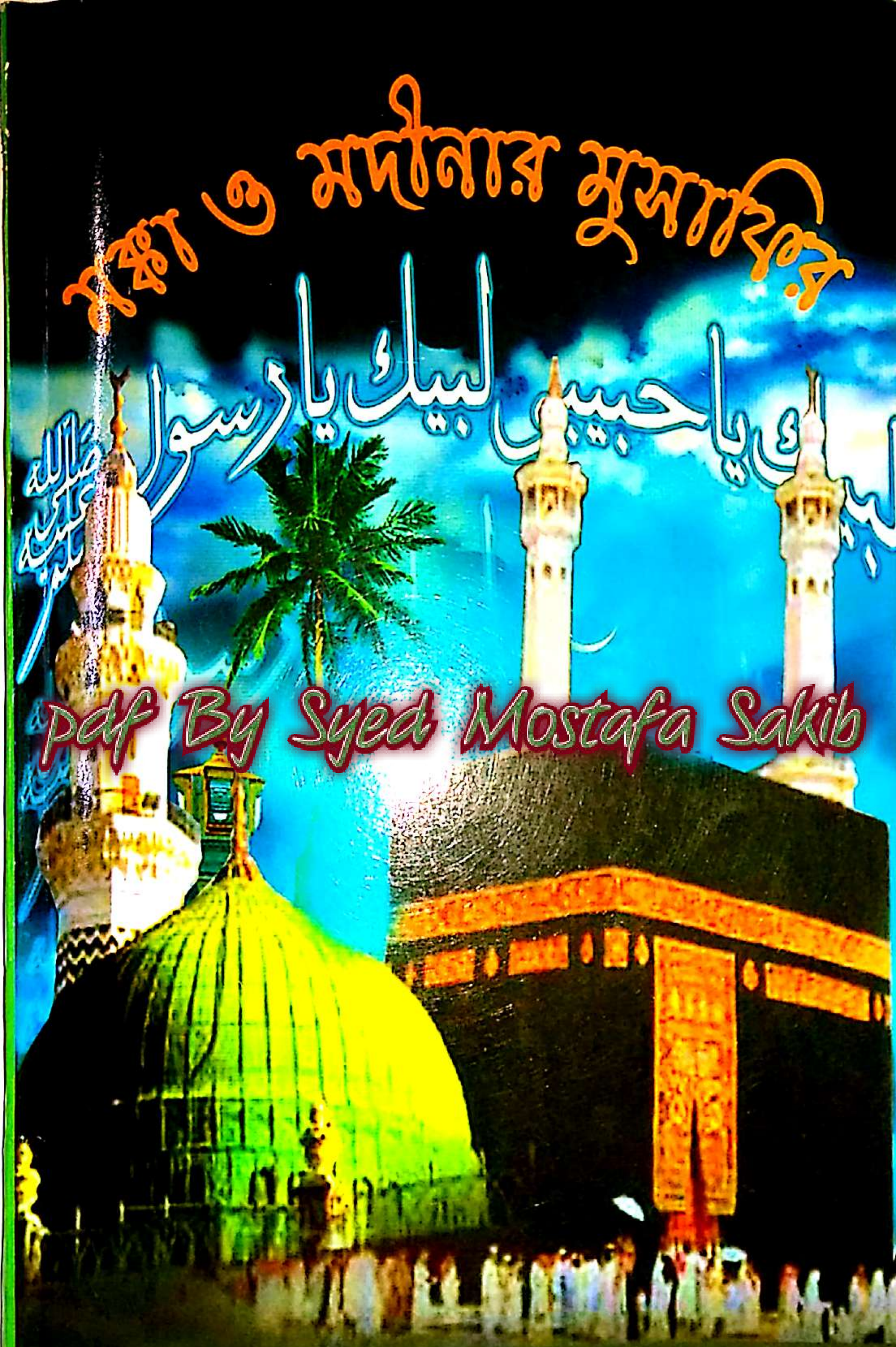


Pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফ্তী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬
৯২

# মক্কা ও মদীনার

# মুসাফির

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
মোবাইল ঃ- ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

প্রথম সংস্করণ - ২০১৩, জানুয়ারী

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

## -ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

| | |
|---|---|
| গওসিয়া লাইব্রেরী - | মেছুয়া বাজার, কলিকাতা |
| ইম্প্রিয়াল বুক হাউস - | ৫৬, কলেজস্ট্রীট |
| কালিমিয়া বুক ডিপো - | কালিয়াচক, মালদা |
| নূরী এ্যাকাডেমি - | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ |
| মুফতী বুক হাউস - | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ |
| রেজা লাইব্রেরী - | নলহাটি, বীরভূম |

## -ঃ প্রকাশনায় ঃ-

**রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি**

ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

# সূচীপত্র


| | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১। | হঠাৎ এ কলম কেন! | ১ |
| ২। | কাবা শরীফের ইতিহাস | ৩ |
| ৩। | কাবা শরীফের বৈশিষ্ট | ৮ |
| ৪। | কাবা ও কাবার সংলগ্ন | ৯ |
| ৫। | মক্কা শরীফ | ১২ |
| ৬। | কয়েকটি যিয়ারত্‌গাহ | ১৪ |
| ৭। | কয়েকটি ঐতিহাসিক কূঁয়া | ২৯ |
| ৮। | মক্কা ও মদীনা শরীফের ফজীলাত | ৩২ |
| ৯। | ইবরাহিমী আজান | ৩৫ |
| ১০। | হজ ও উমরাহ সম্পর্কে হাদীস | ৩৮ |
| ১১। | আরো কিছু জানিবার বিষয় | ৪০ |
| ১২। | আরবী বাংলা নিয়াত | ৪৩ |
| ১৩। | কতিপয় দুয়া | ৪৬ |
| ১৪। | ইসলামের এক বিশেষ অধ্যায় | ৫০ |
| ১৫। | হজ ফরজ হইবার শর্তাবলী | ৫১ |
| ১৬। | বিশেষ বিজ্ঞপ্তি | ৫২ |
| ১৭। | হজের ফরজগুলির বিবরন | ৫৩ |
| ১৮। | হজের অয়াজিব সমূহ | ৫৪ |
| ১৯। | বিশেষ বিজ্ঞপ্তি | ৫৬ |
| ২০। | হজের সুন্নাতগুলির বিবরন | ৫৭ |
| ২১। | হজে বাহির হইবার বিবরন | ৫৮ |
| ২২। | মীকাত ও ইহ্‌রামের বিবরন | ৬১ |
| ২৩। | ইহ্‌রামের বিবরন | ৬৩ |
| ২৪। | মহিলাদিগের ইহ্‌রাম | ৬৭ |
| ২৫। | কাবা শরীফ তওয়াফ | ৭২ |
| ২৬। | তওয়াফ সম্পর্কে মসলা | ৭৫ |




pdf By Syed Mostafa Sakib

| | | |
|---|---|---|
| ২৭। | সাফা ও মারওয়ার সায়ী | ৭৮ |
| ২৮। | মস্তক মুণ্ডন ও কেশ কর্তন | ৮০ |
| ২৯। | মিনা শরীফে অবস্থান | ৮২ |
| ৩০। | আরফায় জোহর ও আসর | ৮৪ |
| ৩১। | আরফা থেকে মুজদালফা | ৮৫ |
| ৩২। | মিনা শরীফে রওয়ানা | ৮৭ |
| ৩৩। | জামরাতুল আকাবার রামী | ৮৮ |
| ৩৪। | হজের কুরবানী | ৮৯ |
| ৩৫। | মাথা নেড়া ও কেশ কাটা | ৮৯ |
| ৩৬। | তওয়াফে যিয়ারত | ৯০ |
| ৩৭। | তওয়াফে রোখসাত | ৯৪ |
| ৩৮। | কিরান হজের বিবরন | ৯৫ |
| ৩৯। | তামাত্তু হজের বিবরন | ৯৬ |
| ৪০। | অপরাধ ও কাফ্ফারার বিবরন | ৯৭ |
| ৪১। | ইহ্সারের বিবরন | ১০৫ |
| ৪২। | হজ না পাইবার বিবরন | ১০৬ |
| ৪৩। | বদলা হজের বিবরন | ১০৭ |
| ৪৪। | 'হাদি' এর বিবরন | ১১০ |
| ৪৫। | প্রিয় পয়গম্বরের দরবারে উপস্থিতি | ১১২ |
| ৪৬। | এই সেই পবিত্র দরবার | ১১৬ |
| ৪৭। | আরো কিছু কথা স্মরন রাখিবেন | ১১৮ |
| ৪৮। | আমার জরুরী আবেদন | ১২০ |
| ৪৯। | আরো কিছু প্রশ্নোত্তর | ১৪০ |
| ৫০। | হজের পাঁচটি দিন | ১৫৬ |
| ৫১। | শেষে আমার কিছু কথা | ১৬১ |
| ৫২। | হজ বিক্রয় করিবেন? | ১৬৫ |






# হঠাৎ এ কলম কেন!

আজ থেকে মাত্র ছয়দিন পূর্বে শুক্রবার সকালে জেলা মালদার কালিয়াচক এলাকায় আলীপুর মাদ্রাসা 'মাযহারুল উলুম' এর মুদারিস মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেব কিবলা যখন আমার বাড়ী থেকে বিদায় লইয়া বাস ধরিবার জন্য স্ট্যাণ্ডের দিকে যাইতে ছিলেন তখন আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি হঠাৎ বলিলেন - বাংলা ভাষায় হজের ব্যাপারে আমাদের সুন্নীদের কোন কিতাব নাই। বহু মানুষ আমাদের কাছে হজ সম্পর্কে সুন্নীদের লেখা বই চাহিয়া থাকেন। যদি আপনি মুফতী জালাল উদ্দিন আহমাদ আমজাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহির 'হজ ও যিয়ারত' নামক কিতাবটি অনুবাদ করিয়া দিতেন তাহা হইলে খুবই ভাল হইত। আমি অগ্র পশ্চাত চিন্তা না করিয়া মাওলানার কথায় সাড়া দিয়া বলিলাম যে, আপনি দুয়া করিয়া দিন, ইনশাল্লাহ! আমি ইহা ছয় মাসের মধ্যে করিয়া দিব। ইহা শুনিয়া তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আমি বিপদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। কারণ, এই ধরণের আরো কয়েকটি কাজ আমার হাতে রহিয়াছে। যাইহোক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাওয়া ক্কুল করতঃ আজ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৬ - ২৭শে অগ্রহায়ান, ১৪১৩ - ২২শে জিলকাদ, ১৪২৭ হিজরী বৃহস্পতিবার সকালে শুরু করিয়া রাখিলাম। তবে কবে কিভাবে সমাপ্ত করিব তাহা সেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ জ্ঞাত রহিয়াছেন।

হজ সম্পর্কে বাজারে বহু বই পুস্তক বাহির হইয়া গিয়াছে। এমনকি অনেক মাষ্টার ও ডাক্তার সাহেব পর্যন্ত হজ সম্পর্কে বই বাহির করিয়া দিয়াছেন। এইগুলির মাধ্যে অধিকাংশই সুন্নী হানাফী মাযহাবের বই নয়। এমন দুই একখানা বই আমার হাতে পড়িয়াছিল যেগুলি ওহাবীদের লেখা। সেই বইগুলিতে সুন্নীদের বহু বিশুদ্ধ ধারণাগুলিকে শির্ক ও গোনাহের কাজ বলিয়া গন্য করা হইয়াছে। যেমন সুন্নীগন কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওয়া পাক যিয়ারত করিতে যাওয়া ও সাহাবায় কিরামদিগের মাযারগুলি যিয়ারত এবং পবিত্র স্থানগুলির দর্শন করিবার জন্য জান্নাতুল বাকী, জান্নাতুল মুয়াল্লা, উহুদ প্রান্তে, হিরা ও সুর ইত্যাদি পবিত্র পাহাড়গুলির কাছে যাওয়াকে সওয়াবের কাজ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বই পুস্তক পড়িয়া বহু সাধারণ সুন্নী হানিফী গোমরাহীর শিকার হইয়াছেন। তাই নিছকই সুন্নী হানিফীদের জন্য হানাফী মাযহাবের উপর কিতাবখানা লেখা হইতেছে। যদি আল্লাহ তায়ালা কৃপা করতঃ কলমের কাজ সমাপ্ত করিয়া কিতাবখানা



pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নীদের হাতে পৌছাইয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে অধমের এই জাহিরী শ্রম সার্থক হইবে।

## জরুরী বিজ্ঞাপন

(ক) আমার এই পুস্তকখানা একমাত্র সুন্নী হানাফীদের জন্য লেখা হইয়াছে। তাই সুন্নীগনকে অনুরোধ করিবো, তাহারা যেন কোন বাতিল ফিরকার মানুষের লেখা 'হজ গাইড' হাতে নিয়া না থাকেন।

(খ) পুস্তকখানা হজে যাইবার কমপক্ষে এক বৎসর পূর্বে হাতে নেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

(গ) যাহারা হাজীগনকে বিদায় দেওয়ার জন্য সঙ্গে যাইবেন তাহাদের তাকবীর হইল -

নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার
নারায়ে রিসালাত - ইয়া রসূলাল্লাহ
মাসলাকে আ'লা হজরত - জিন্দাবাদ
মক্কা - মদীনার মুসাফির - জিন্দাবাদ
হিজায মুকাদ্দাস - পায়েন্দাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib





## تَلْبِيَه

"لَبَّيْکَ☆اَللّٰهُمَّ لَبَّيْکَ ☆لَبَّيْکَ لَا شَرِيْکَ لَکَ لَبَّيْکَ ☆اِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَا شَرِيْکَ لَکَ"☆

## তালবীহ

লাব্বাইক্, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্
লাব্বাইক্ লা শারীকা লাকা
লাব্বাইক্ ইন্নাল্ হামদা অন্
নি'মাতা লাকা অল্ মুলকা
লা শারীকা লাক্।

## কাবা শরীফের ইতিহাস

পৃথিবীর প্রথম উপসনালয় কাবা শরীফ। ইহা মক্কা শরীফে অবস্থিত। কাবা শরীফের চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরী হইয়াছে। ইহা শাম দেশে অবস্থিত। এখন কাবা শরীফের আদি কথা সম্পর্কে তাফসীরে 'রূহুল বা ইয়ান' থেকে পরাপর কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইতেছে। প্রথম বর্ণনায় বলা হইয়াছে -

"اَنَّهٗ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَوَّلِ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ فَقَالَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ بَيْتُ الْمُقَدَّسُ وَسُئِلَ کَمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً"☆

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল - মানুষের ইবাদতের জন্য সর্ব প্রথম কোন্ ঘরটি নির্মান করা হইয়াছে? তিনি বলিয়াছেন - মসজিদুল হারাম। অতঃপর বায়তুল মাকাদ্দাস। তাঁহাকে পুনঃরায় প্রশ্ন করা হইয়াছে - এই দুইটির মধ্যে কতদিনের ব্যবধান ছিল ? তিনি বলিয়াছেন - চল্লিশ বৎসর।

দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হইয়াছে -

"انَّ اللّٰهَ وَضَعَ تَحْتَ الْعَرْشِ بَيْتًا وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرِ وَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ اَنْ يَّطُوْفُوْابِهِ ثُمَّ اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ سُكَّانُ الْاَرْضِ اَنْ يَبْنُوْا فِى الْاَرْضِ بَيْتًا عَلٰى مِثَالِهِ فَبَنَوْا وَ اَمَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ اَنْ يَّطُوْفُوْابِهِ كَمَا يَطُوْفُ اَهْلُ السَّمَاءِ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ" ☆

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আর্শের নিচে একটি ঘর নির্মান করিয়াছেন। সেই ঘরটি হইল বায়তুল মা'মূর। অতঃপর তিনি ফিরিশতাদিগকে তওয়াফ করিবার আদেশ দিয়াছেন। তারপর তিনি এই বায়তুল মা'মূর এর ন্যায় জমীনের বুকে একটি ঘর বানাইবার জন্য জমীন বাসী ফিরিশতাগনকে আদেশ দিয়াছেন। সূতরাং তাহারা একটি ঘর বানাইয়াছেন। অতঃপর জমীনের ফিরিশতাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই ঘরকে তওয়াফ করিবে যেমন আসমানবাসীরা রায়তুল মা'মূর কে তওয়াফ করিয়া থাকে।

তৃতীয় বর্ণনায় বলা হইয়াছে -

"انَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَوْهُ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِاَلْفَىْ عَامٍ فَلَمَّااُهْبِطَ آدَمُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ طُفْ حَوْلَ هٰذَا الْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا حَوْلَهُ قَبْلَكَ بِاَلْفَىْ عَامٍ فَطَافَ بِهِ آدَمُ وَ مِنْ بَعْدِهِ اِلَى زَمَنِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ الطُّوْ فَانَ حَمَلَ اِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ يَطُوْفُ بِهِ مَلَائِكَةُ السَّمٰوٰتِ" ☆

হজরত আদম আলাইহিস সালামের পয়দা হইবার দুই হাজার বৎসর পূর্বে ফিরিশতাগন কাবা শরীফ নির্মান করিয়াছেন। যখন হজরত আদমকে জমীনে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাকে ফিরিশতাগন বলিয়াছেন - তুমি এই ঘরকে তওয়াফ কর। আমরা তোমার পয়দা হইবার হাজার বৎসর পূর্বে এই ঘরের চারিদিকে তওয়াফ করিয়াছি। সুতরাং হজরত আদম কাবা শরীফ তওয়াফ করিয়াছেন। তাহার পরে হজরত নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত তওয়াফ হইয়াছে। যখন আল্লাহ তায়ালা তুফানের ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি উহাকে চতুর্থ আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন। ইহাই হইল বায়তুল মা'মূর। যাহা কাবা শরীফের সোজাসুজি রহিয়াছে এবং আসমানের ফিরিশতাগন তওয়াফ করিয়া থাকেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib



তাফসীরে নাঈমীর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে - হজরত আদম আলাইহিস সালাম পয়দা হইবার দুই হাজার বৎসর পূর্বে ফিরিশতাগন বায়তুল মা'মূর এর সোজাসুজি কাবা শরীফ নির্মান করিয়াছেন। ইহার মাপ ছিল বায়তুল মা'মূর এর সমান। আসমানের ফিরিশতাগণ বায়তুল মা'মূরের তওয়াফ করিবে এবং জমীনে ফিরিশতাগণ তওয়াফ করিবে কাবা শরীফের। এই সময়ে একমাত্র জমীনের ফিরিশতাগন কাবা শরীফকে তওয়াফ করিত। কিন্তু জমীন ও আসমান উভয়ের ফিরিশতাগন কাবা শরীফকে হজ করিত।

কাবা শরীফে ব্যবহার হইয়াছিল আসমানের লাল ইয়াকুত পাথর। পৃথিবীর পাথর ইত্যাদি কিছু ব্যবহার হইয়াছিল না। হজরত আদম আলাইহিস সালাম কাবা শরীফকে কিছু বাড়াইয়া ছিলেন। তিনি উহাকে তওয়াফ করিতেন এবং উহার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। হজরত শীস আলাইহিস সালাম কাবা শরীফকে মেরামত করিয়া ছিলেন। হজরত নূহ আলাইহিস সালামের যুগে তুফানের পূর্ব পর্যন্ত কাবা শরীফ এই অবস্থায় ছিল। তুফানের সময় এই আসমানী ঘরকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। কাবা শরীফের কেবল একটি মাত্র ইয়াকূত বাকী রাখা হইয়াছিল। এই ইয়াকূত পাথরটিকে হাজরে আসওয়াদ বলা হইয়া থাকে। কাবা শরীফের জমীনী ইমারতটি ভাঙ্গিয়া একটি সাদা টিলার মত হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে এবং হজরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের প্রদর্শনে এই স্থলে একটি ঘর নির্মান করিয়া ছিলেন। ইহাকে কাবা শরীফ বলা হইয়া থাকে। ইহা লম্বায়, চওড়ায় ও উচ্চতায় সমান ছিল। তারপর আমালিক সম্প্রদায়, তারপর জারহাম, তারপর কাস্‌সী, তারপর কুরাইশরা কাবা শরীফকে নির্মান ও সংস্কার করিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পূর্ব পর্যন্ত কাবা শরীফ প্রায় পাঁচ ছয় বার নির্মান হইয়াছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো জোবাইর এবং ইহার পরে হাজ্জাজ ইবনো ইউসুফ কাবা শরীফকে শহীদ করিয়া নির্মান করিয়াছেন। এ পর্যন্ত হাজ্জাজের নির্মিত কাবা মৌজুদ রহিয়াছে। (নাঈমী চতুর্থ খণ্ড)

তাফসীরে নাঈমীর প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে - হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হজরত ইসমাঈলকে লইয়া কাবা শরীফের ইমারত বানাইয়াছেন। উহার নির্দশন এই প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে যে, এক টুকরা মেঘ প্রেরন করা হইয়াছে যে, মেঘের ছায়া থেকে কাবা শরীফের সীমানা নির্ধারিত

pdf By Syed Mostafa Sakib



করিয়া নেওয়া হইবে। হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ছায়ার পরিমান দাগ টানিয়া দিয়াছেন এবং হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই দাগে খুঁড়িয়া হজরত আদম আলাইহিস সালামের বুনিয়াদ বাহির করিয়াছেন। অতঃপর সেই বুনিয়াদের উপর ইমারত বানাইয়াছেন। এই ইমারতের পরিমান এইরূপ - উচ্চতায় নয় হাত। রুকনে আসাওয়াদ থেকে রুকনে শামী পর্যন্ত দেওয়াল তেত্রিশ হাত। রুকনে শামী থেকে রুকনে গারবী পর্যন্ত দেওয়াল বাইশ হাত। রুকনে গারবী থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত একত্রিশ হাত। রুকনে ইয়ামানী থেকে আবার রুকনে আসওয়াদ পর্যন্ত কুড়ি হাত। সুতরাং এই সময় কাবা শরীফ সমান ভাবে চারকোণা ছিল না।

হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাবা শরীফের ভিতরে একটি তাক বানাইয়া ছিলেন যে, কাবা শরীফের জন্য কিছু উপঢৌকন আসিলে সেখানে রাখা হইবে। কাবা শরীফে দুইটি দরওয়াজা ছিল। একটি প্রবেশ করিবার ও একটি বাহির হইবার। নির্মানের কাজ করিয়াছিলেন হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং পাথর উঠাইয়া দিয়াছিলেন হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। এই ইমারতে তিনটি পাহাড়ের পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে। যথাক্রমে - আবু কুবাইস, হিরা ও আরকান। কিন্তু হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নিজের পর মারিয়া সপ্ত জমীন পর্যন্ত কাবার জন্য যে বুনিয়াদ করিয়া ছিলেন সেই বুনিয়াদকে ফিরিশতাগন পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দিয়া ভরিয়া ছিলেন। যথাক্রমে - লিবনান, তুর, জূদী, হিরা ও যাইতা। (নাঈমী)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল সেই সময় কুরাইশদের কাবা শরীফ নির্মান করিবার প্রয়োজন হইয়া ছিল। কারণ, একজন মহিলা কাবা শরীফে খোশবু জ্বালাইত। একবার হঠাৎ সেই আগুনে কাবার ছাদ জ্বলিয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে বন্যায় কাবা শরীফের দেওয়ালগুলি ফাটিয়া গিয়াছিল। তাই কুরাইশ সর্দারেরা একত্রিত হইয়া অলীদ ইবনো মুগীরাহকে দায়িত্ব দিয়া কাবা শরীফকে শহীদ করিয়া দ্বিতীয় বার নির্মান করিয়াছিল। কিন্তু এই নির্মানে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, ইহাতে হালাল পয়সা খরচ করা হইবে। যেহেতু এই সময়ে অধিকাংশ ধনীরা ছিল সুদখোর। এইজন্য হালাল মাল ছিল খুবই কম। এই কারণে তাহারা ইমারত ছোট করিয়া দিয়াছিল এবং কিছু পরিবর্তনও করিয়াছিল। প্রথমতঃ হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বানানো ইমারতের কয়েক গজ জমীন ছাড়িয়া দিয়া কাবা





শরীফের আয়তন ছোট করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ দুই দরওয়াজার পরিবর্তে একটি দরওয়াজা করা হইয়াছিল। আবার এই দরওয়াজা করা হইয়াছিল খুবই উঁচু। উদ্দেশ্য হইল যাহাকে ইচ্ছা ঢুকিতে দিবে এবং যাহাকে ইচ্ছা ঢুকিতে দিবেনা। তৃতীয়তঃ কাবা শরীফের ভিতরে কাঠের খাম্বাগুলির দুইটি লাইন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক লাইনে তিনটি করিয়া খাম্বা ছিল। চতুর্থতঃ উচ্চতায় দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ নয় হাতের জায়গায় আঠারো হাত। পঞ্চমতঃ কাবার ভিতরে রুকনে শামীর নিকটে একটি সিড়ি বসানো হইয়াছিল যাহাতে ছাদের উপর উঠা যায়। কুরাইশগন কাবার যে অংশটি বাদ দিয়াছিল সেই অংশটিকে হাতীম বলা হইয়া থাকে। (নাঈমী)

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে কাবার সংলগ্ন জমীনকে খুঁড়িয়া ইবরাহীমী বুনিয়াদ দেখাইয়াছেন, যাহাতে উটের কুঁজের মত পাথর লাগানো ছিল। হুজুর বলিয়াছেন - আয়শা! কুরাইশরা পয়সা কমের জন্য হজরত ইবরাহীমের বুনিয়াদের একাংশ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন মানুষ নতুন মুসলমান। যদি ইহাদের বিপরীত হইয়া যাইবার ভয় না থাকিত, তাহা হইলে আমি বর্তমান কাবাকে শহীদ করিয়া ইবরাহিমী বুনিয়াদকে পূর্ণ করিয়া দিতাম। হজরত আয়শা সিদ্দিকার এই বর্ণনার কারণে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো জোবাইর রাদী আল্লাহু আনহু কাবা শরীফকে দ্বিতীয় বার বানাইয়াছেন। হজরত ইব্রাহীমের বুনিয়াদ যেমন ছিল তেমনই করিয়া দিয়াছেন। কুরাইশরা কাবার যে অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়াছিল সেই হাতীমকে কাবার মধ্যে শামিল করিয়া দিয়াছেন এবং খুব নিচু করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি দরওয়াজা করিয়া দিয়াছেন। ইয়ামান থেকে ইরস্ নামক সুগন্ধময় মাটি আনিয়া চুনের সহিত মিশাইয়া গারার পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছেন। কাবার দেওয়ালগুলির ভিতর ও বাহিরে মুশ্‌ক ও আম্বারের লেপন দিয়াছেন। দেওয়ালগুলির উপরে বহু মূল্যবান রেশমী গোলাফ দিয়াছেন। আজো এই গেলাফ দেওয়ার রেওয়াজ রহিয়াছে। সর্বপ্রথম কাবা শরীফে গেলাফ চড়াইয়াছিলেন ইমানের বাদশা আসয়াদ। কাবা শরীফের নির্মানের কাজ সমাপ্ত হইয়াছিল চৌষট্টি হিজরীতে। আবার বাহাত্তর হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনো ইউসুফ এই ইমারতকে শহীদ করিয়া কুরাইশদের মত করিয়া দিয়াছেন। বাদশা হারুণ রশীদ চাহিয়াছিলেন যে, কাবা শরীফকে শহীদ করিয়া হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো জোবাইর এর মত করিয়া দিবেন। কিন্তু উলামায় কিরাম নিষেধ করিয়াছিলেন

যে, বার বার এই প্রকার করায় খেলা হইয়া যাইবে। যুগে যুগে মুসলমান বাদশাগন মেরামত করিয়াছেন কিন্তু ভাঙাভাঙি করেন নাই। এক হাজার চল্লিশ (১০৪০) হিজরীতে তুর্কীর বাদশাহ মুরাদ ইবনো আহমাদ খান কাবা শরীফের ইমারত খুব পুরাতন হইয়া যাইবার কারণে কাবা শরীফের যে কোনাতে হাজরে আসওয়াদ বসানো রহিয়াছে কেবল সেই কোনাটুকু বাদ দিয়া সমস্ত দেওয়ালগুলি ভাঙিয়া দিয়া নতুন ভাবে হাজ্জাজ ইবনো ইউসুফের বুনিয়াদ অনুযায়ী কাবাকে নির্মান করিয়াছেন। খুব মূল্যবান কালো রেশমী পরদা সম্পূর্ণ কাবার উপরে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিশর থেকে প্রতি বৎসর কাবা শরীফের গেলাফ তৈরি হইয়া খুব ধুমধামের সহিত আসিত। তেরশত বিরাশি হিজরীতে কাবার গেলাফ পাকিস্তানের লাহোর থেকে গিয়াছিলো। রেওয়াজ ইহাই ছিলো যে, প্রত্যেক হজের সময় পুরাতন গেলাফ নামাইয়া কাবার খাদেমদিগকে দিয়ে দেওয়া হইত। হাজীগন বর্কাতের জন্য তাহা টুকরা টুকরা ভাবে ক্রয় করিয়া নিত। নতুন গেলাফ লাগাইয়া দেওয়া হইত। পরে সৌদীর ওহাবী যালেম সরকার মিশর থেকে কাবার গেলাফ আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন সৌদীতে কাবার গেলাফ তৈরি হইয়া থাকে। বর্তমান কাবা শরীফের বয়স মাত্র চারশত সাতাশি (৪৮৭) বৎসর। কারণ, ইহা হইল (১০৪০) এক হাজার হিজরীতে তুরকীর বাদশা সুলতান মুরাদ ইবনো আহমাদ খানের নির্মান করা। আজ প্রথম জিলক্বাদ (১৪২৭) চৌদ্দশত সাতাশ হিজরী শনিবার সকাল। (নাঈমী)

# কাবা শরীফের বৈশিষ্ট

কাবা শরীফের বৈশিষ্ট বহু রহিয়াছে। এখানে কতিপয় উদ্ধৃত করা হইতেছে। যথা -

(ক) কাবা শরীফ মানুষের ইবাদতের জন্য প্রথম উপাসনালয়। যেমন বলা হইয়াছে - اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ নিশ্চয় (কাবা শরীফ) প্রথম ঘর যাহা মানুষের জন্য রাখা হইয়াছে। (সুরা আলে ইমরান)

(খ) কাবা শরীফ হজরত আদম আলাইহিস সালামের দুই হাজার বৎসর পূর্বে তৈরি হইয়াছে।

(গ) কাবা শরীফ ফিরিশতাদের দ্বারায় তৈরি। ফিরিশতাদের নিকটে কাবার নাম ছিল দার্রাহ। (মিরাতুল মানাজীহ, চতুর্থ খণ্ড)





(ঘ) হজরত আদম আলাইহিস সালাম হিন্দুস্তান থেকে পায়ে হাঁটিয়া চল্লিশবার কাবা শরীফে হজ করিতে গিয়াছেন। (মিরাতুল মানাজীহ, রূহুল বাইয়ান)

(ঙ) সমস্ত পয়গম্বর কাবা শরীফ যিয়ারত করিয়াছেন। (মিরাতুল মানাজীহ)

(চ) কাবা শরীফ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। (নাঈমী)

(ছ) কাবা শরীফে এক রাকায়ত নামাজ পড়িলে এক লক্ষ রাকায়াত নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন বলা হইয়াছে -

فَالصَّلَاةُ فِيْهِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ

উহাতে নামাজ আদায় করা এক লক্ষ নামাজের সমান। (সাবী)

(জ) কাবা শরীফে জান্নাতী পাথর হাজারে আসওয়াদ ও হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পদ চিহ্নযুক্ত আল্লাহর কুদরতী নিদর্শন গুলি মৌজূদ রহিয়াছে।

(ঝ) কাবা শরীফের সম্মানে কোন পাখি উহার উপর থেকে উড়িয়া যায় না। অবশ্য যে অসুস্থ সে সুস্থতা লাভ করিবার জন্য উহার উপর থেকে উড়িয়া যায়। (তাফসীরে সাবী, রূহুল বা ইয়ান)

(ঞ) কাবা শরীফ ও কাবার সংলগ্ন হারাম শরীফে কোন শিকারী জানোয়ার শিকার পর্যন্ত করেনা। (রূহুল বা ইয়ান)

(ট) কাবা শরীফ ও হারাম শরীফে কিয়ামত পর্যন্ত মারপিট ও যুদ্ধ বিদ্রোহ হারাম। (নাঈমী)

(ঠ) কাবা শরীফের কারণে মক্কা শরীফ মহা সম্মানিত হইয়াছে। কুরয়ানের ভাষায় মক্কা মুয়াজ্জামাকে 'বালাদুল আমীন' - নিরাপদ শহর বলা হইয়াছে।

(ড) কাবা শরীফকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইয়ামানের বাদশা আবরাহার আক্রমন থেকে হিফাজত করিয়াছেন।

(ঢ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাবা শরীফকে শেষ বারের মত সমস্ত জাহানের জন্য কিবলা করিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বৈশিষ্টগুলি পৃথিবীর কোন মসজিদের মধ্যে নাই।

# কাবা ও কাবার সংলগ্ন

কাবা ও কাবার সংলগ্ন কিছু পবিত্র স্থানের পরিচয় করিয়া দেওয়া হইতেছে। কাবা শরীফের অনেকগুলি নাম রহিয়াছে। যথা - কাবা, বায়তুল আতীক, বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারাম।



pdf By Syed Mostafa Sakib

**কাবা শরীফ ঃ-** সেই পবিত্র পাথরের ঘর, যাহার চারিদিকে মানুষ তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

**মাত্বাফ ঃ-** তওয়াফ করিবার স্থানকে মাত্বাফ বলা হইয়া থাকে। বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফের চারিদিকে গোল বিস্তীর্ণ স্থান। এখানে খুব মূল্যবান মর্মর পাথর বিছানো রহিয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রেও এই পাথর গরম হয়না। প্রকাশ থাকে যে, মাত্বাফে চারশত নবীর মাযার রহিয়াছে। (নাঈমী)

**মসজিদুল হারাম ঃ-** ইহা মাত্বাফের চারদিকে বিস্তীর্ণ গোল দালান। কাবা শরীফ ও মাত্বাফে যাতায়াতের জন্য মসজিদুল হারামের চারিদিকে অনেকগুলি বড় বড় দরওয়াজাহ রহিয়াছে। এক একটি দরওয়াজার এক একটি নাম রহিয়াছে।

**বাবুস্ সালাম ঃ-** কাবা শরীফের পূর্বদিকের পুরাতন দরওয়াজা।

**কাবার রুকন ঃ-** কাবা শরীফের রুকন বা কোনা চারটি। যথাক্রমে এই কোনাগুলির নাম - রুকনে আসওয়াদ, রুকনে ইরাকী, রুকনে শামী ও রুকনে ইয়ামানী।

**রুকনে আসওয়াদ ঃ-** কাবা শরীফের দক্ষিণ ও পূর্ব কোনাকে বলা হইয়া থাকে।

**রুকনে ইরাকী ঃ-** কাবা শরীফের পূর্ব ও উত্তর কোনাকে বলা হইয়া থাকে।

**রুকনে শামী ঃ-** কাবা শরীফের উত্তর ও পশ্চিম কোনাকে বলা হইয়া থাকে।

**রুকনে ইয়ামানী ঃ-** কাবা শরীফের পশ্চিম ও দক্ষিণ কোনাকে বলা হইয়া থাকে।

**কাবার দরওয়াজা ঃ-** ইহা রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইরাকী; এই দুই কোনের মাঝখানে পূর্ব দেওয়ালে খুব উঁচুতে অবস্থিত।

**মুলতাযাম ঃ-** কাবা শরীফের পূর্ব দেওয়ালের সেই অংশ, যাহা রুকনে আসওয়াদ থেকে কাবার দরওয়াজা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই অংশকে যাপটে ধরিয়া দুয়া করা হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে মুলতাজাম বলা হইয়া থাকে।

**মীযাবে রহমত ঃ-** ইহা একটি সোনার পানি পড়ন। ইহা রুকনে ইরাকী ও রুকনে শামীর মাঝখানে কাবা শরীফের পূর্ব দেওয়ালের ছাদের উপর রহিয়াছে। ইহা থেকে ছাদের পানি নিচে পড়িয়া থাকে।





**হাত্বীম ঃ-** কাবা শরীফের উত্তর দেওয়াল সংলগ্ন খোলা স্থান। 'হাত্বীম' কাবা শরীফের অংশ বিশেষ। জাহিলীয়াতের যুগে কুরাইশ সর্দারেরা কাবা শরীফ সংস্কারের সময় স্বল্প খরচের জন্য কাবার এই অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই হাত্বীম বা ছাড়িয়া দেওয়া অংশকে ধনুকের ন্যায় একটি ছোট প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যাতায়াতের জন্য দুই দিকে খোলা রহিয়াছে। হাত্বীমের মধ্যে প্রবেশ করা ও কাবা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করা একই কথা। ইহা মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, প্রত্যেকেই হাত্বীমের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, হাত্বীমের মধ্যে হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও হজরত হাজেরার কবর শরীফ রহিয়াছে। (নাঈমী)

**মুস্তাজাব ঃ-** রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে আসওয়াদের মাঝখানে কাবা শরীফের দক্ষিণ দেওয়াল। এখানে সব সময়ে সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। ইহারা দুয়াতে আমীন বলিয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে মুস্তাজাব বা দুয়া কবুল হইবার স্থান বলা হইয়া থাকে।

**মাকামে ইব্রাহীম ঃ-** সেই পবিত্র পাথর, যাহার উপর দাঁড়াইয়া হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কাবা শরীফ নির্মান করিয়াছিলেন। কাবার দেওয়াল উঁচু হইয়া যাইবার পর যখন হজরত ইব্রাহীম তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের হাত থেকে পাথর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেন তখন এই পাথর আপনা আপনি নিচু হইয়া যাইত। পাথর নেওয়ার পর প্রয়োজনমত উঁচু হইয়া যাইত। এই পাথরে হজরত ইব্রাহীমের পবিত্র পায়ের চিহ্ন আজ পর্যন্ত রহিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা ইহাকে প্রকাশ্য নিদর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা কাবা শরীফের দরওয়াজার সোজাসুজি সামান্য তফাতে কাঁচের কুব্বা বা গুম্বাজের মধ্যে রহিয়াছে। ইহার চারিদিকে খুব সুন্দর পিতলের জালি বসানো রহিয়াছে। মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে নফল নামাজ পড়িতে হয়।

**যমযম ঃ-** মাকামে ইব্রাহীমের দক্ষিণ দিকে মসজিদের ভিতরে একটি কাঁচের ঘরের মধ্যে যমযম কুঁয়া শরীফ অবস্থিত।

**বাবুস্সফা ঃ-** মসজিদুল হারামের দক্ষিণ দিকের দরওয়াজাগুলির মধ্যে একটি দরওয়াজা। এই দরওয়াজা থেকে বাহির হইলে সামনে সফা পাহাড়।

**সফা ঃ-** ইহা একটি পাহাড়ের নাম। ইহা এক কালে কাবা শরীফের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। পরে এই পাহাড়কে আল্লাহ তায়ালা জমীনের মধ্যে গোপন করিয়া নিয়াছেন। এখন এইস্থলে কিবলামুখী একটি ছোট দালান মত রহিয়াছে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

এই পাহাড়ের উপর হজরত আদম সফীউল্লাহ বসিতেন বলিয়া ইহাকে সফা বলা হইয়া থাকে।

**মারওয়াহ্ ঃ-** ইহা একটি পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়টি সফার পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে তাহাও গায়েব। এখন কেবল এইস্থলে কিবলামুখি একটি ছোট দালান মত রহিয়াছে। এই পাহাড়ের উপরে হজরত হাওয়া আলাইহিস সালাম বসিতেন বলিয়া ইহাকে মারওয়াহ বলা হইয়া থাকে। সফা থেকে মারওয়াহ পর্যন্ত যে ব্যবধান রহিয়াছে, বর্তমানে এই স্থলে বাজার হইয়া গিয়াছে। সফা থেকে মারওয়ার দিকে গমন করিবার সময় ডানদিকে বাজার এবং বামদিকে মসজিদুল হারাম।

**মায়লাইনে আখদারাইন ঃ-** সফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধানের মাঝখানে হারাম শরীফের দেওয়ালে দুইটি সবুজ বর্ডার। বর্তমানে সফা থেকে মারওয়াহ পর্যন্ত ছাদ বিশিষ্ট দ্বিতল বিল্ডিং নির্মান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ঝড় বৃষ্টি ও রৌদ্রের কোন বালাই নাই।

**মাসয়া ঃ-** সফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী দুই সবুজ মাইলের মাঝখানে দৌড়াইবার স্থানকে 'মাসয়া' বলা হইয়া থাকে।

# মক্কা শরীফ

মক্কার অপর নাম হইল বাক্কা। কুরয়ান শরীফে 'বাক্কা' শব্দ আসিয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে -

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

নিশ্চয় প্রথম ঘর যাহা মানুষের ইবাদতের জন্য রাখা হইয়াছে তাহা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত - বর্কাতওয়ালা ও সমস্ত জগতের জন্য পথ প্রদর্শক।

'বাক্কা' শব্দের অর্থ হইল পিষিয়া দেওয়া। যেহেতু এই শহরকে ধ্বংস করিবার জন্য ইয়ামানের বাদশা আবরাহা হাতী বাহিনী লইয়া আসিয়া ছিল এবং তাহাদিগকে পিষিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কারণে উহাকে বাক্কা বলা হইয়া থাকে। অনুরূপ 'মক্কা' শব্দের অর্থ চুষিয়া নেওয়া। যেহেতু এই শহর হাজীদের গোনাহকে চুষিয়া নিয়া থাকে। এই কারনে উহাকে মক্কা বলা হইয়া থাকে।

মক্কা মুয়াজ্জামার অনেকগুলি নাম রহিয়াছে। যথা - মক্কা, বাক্কা, উম্মু রহম, বাশাশা, হাতিমা, উম্মুল কুরা, বালাদুন আমীন, আল মামুন, সলাহ, উশুন,



pdf By Syed Mostafa Sakib



কাদিসুন, মুকাদ্দাসুন, রা'সুন, কাওসাউন, মুবাইয়ানা।

প্রথম অবস্থায় মক্কা শরীফ ছিল জনশূণ্য একটি জঙ্গল। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁহার স্ত্রী হজরত হাজেরা ও প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এইখানে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান। তাঁহার যাইবার সময় হজরত হাজেরা পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিলেন এবং বলিতেছিলেন - আমাকে এই জঙ্গলে রাখিয়া কোথায় যাইতেছো ? এখানে না কোন পানাহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে, না কোন সাহায্যকারী। আল্লাহ তায়ালা কি তোমার ইহারই হুকুম দিয়াছেন? হজরত ইবরাহীম কোন প্রকার উত্তর না দিয়া কেবল মাথার ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন - হ্যাঁ। এই সময় হজরত হাজেরা বলিয়াছিলেন - আমার কোন পরওয়া নাই। আল্লাহ আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। হজরত হাজেরা প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাঈলকে কোলে লইয়া বসিয়া গেলেন। এদিকে হজরত ইব্রাহীম পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতঃ বলিতেছেন - আমার প্রতিপালক! আমার স্ত্রী ও পুত্রকে এই জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া গেলাম। হজরত হাজেরার নিকট কিছু খোরমা ও পানি ছিল। যতক্ষন তাহা ছিল ততক্ষণ তিনি তাহা খাইয়াছেন এবং পুত্র ইসমাঈলকে দুধ পান করাইয়াছেন। যখন পানি শেষ হইয়া গেল তখন হজরত ইসমাঈল পিপাসায় অধীর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হজরত হাজেরা নিজের চিন্তা না করিয়া পুত্রের অধীর অবস্থা দেখিয়া পানির সন্ধানে চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। সাফা পাহাড়ে উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া পানির সন্ধান না পাইয়া নিচে নামিয়া মারওয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু নজর সব সময়ে পুত্র ইসমাঈলের দিকে। রাস্তার কিছু অংশে আড়াল হইবার কারণে হজরত ইসমাঈলকে দেখিতে না পাইয়া সেই অংশটুকু শীঘ্র অতিক্রম করিবার জন্য দৌড়াইয়া চলিলেন। তারপর আস্তে হাঁটিয়া মারওয়ায় পৌছিয়া গেলেন। পাহাড়ে উঠিয়া চারিদিকে দেখিয়া পানির সন্ধান পাইলেন না। অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই প্রকারে সাত বার দুই পাহাড়ে চক্র দিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারে আড়াল স্থানটি দৌড়ইয়া চলিতেন। বর্তমানে তাঁহারই স্মৃতি উদ্দেশ্যে এই স্থান টুকু হাজীগনের দৌড়াইয়া চলিতে হয়। যাইহোক তিনি শেষবারে মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়া একটি গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া খুব শীঘ্র দৌড়াইয়া হজরত ইসমাঈলের নিকটে পৌছিয়া দেখিলেন যে, তিনি কাঁদিতেছেন এবং জমীনে পা ঘষিতেছেন। যাহা থেকে মিষ্টি পানির ঝরণা বহিতেছে। হজরত হাজেরা অত্যন্ত খুশি হইলেন

এবং উহার চারিদিকে মাটি দিয়া বলিতে লাগিলেন - 'ইয়া মাউ যাম্ যাম্' অর্থাৎ পানি থামিয়া যাও, থামিয়া যাও। এইজন্য উহাকে 'যাম্ যাম্' বলা হইয়া থাকে। কেহ বলিয়াছেন - তিনি বলিয়াছিলেন - মাউন যামুন যামুন অর্থাৎ পানি মিঠা মিঠা। যাইহোক এই সব কারণে উহার নাম হইয়া গিয়াছে - যম্যম্।

আল্লাহ তায়ালার এই কুদরতী পানি হজরত হাজেরা ও হজরত ইসমাইল এর জন্য খাদ্যের কাজ করিত। বহুদিন এখানে হজরত হাজেরা পুত্রকে লইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ইয়ামানের জারহাম গোত্র কোনভাবে এই জায়গায় পৌছিয়া যায়। তাহারা হজরত হাজেরা ও হজরত ইসমাঈলকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে এই গায়বী পানির সুব্যবস্থা দেখিয়া সবাই সন্তুষ্ট হইয়া যায়। তাহারা সবাই হজরত হাজেরার নিকট আবেদন করিল - যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমরা এখানে বসবাস করিব। হজরত হাজেরা এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, সবাই পানি ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু আমি ইহার মালিক থাকিব। জারহাম সম্প্রদায় তাহাদের আরো আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া লইয়া এখানে বসবাস আরম্ভ করিয়া থাকে। এই প্রকারে মক্কা শরীফ আবাদ হইয়াছে। (নাঈমী)

মক্কা শরীফে পনেরোটি স্থানে দুয়া খুব কবুল হইয়া থাকে। যথা - মুলতাযাম, মীযাব, রুকনে, ইয়ামানী, সফা ও মারওয়ার মাঝখানে, হাজরে আসওয়াদের কাছে, মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে, কাবা শরীফের ভিতরে, মিনা শরীফে, মুজদালফায়, আরফায়, তিনটি জামরার কাছে অর্থাৎ পাথর মারিবার তিনটি স্থানে, যম্যম্ এর নিকটে, যম্যম্ পান করিবার সময়। (তাফসীরে আজিজী ও নাঈমী)

## কয়েকটি যিয়ারত্গাহ

মক্কা শরীফ একটি সম্মানিত শহর। এই শহরে প্রায় প্রত্যেক পয়গম্বরের পদধূলি পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া পয়গম্বরদিগের সর্দার রসুলদিগের তাজদার আল্লাহ তায়ালার আখিরী পয়গম্বর আহমাদ মুজতবা মোহাম্মাদ মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই শহরে শুভাগমন করিয়াছেন। এই শহরে এমন কোন বাড়ী নাই যে বাড়ীতে কমপক্ষে একজন সাহাবা পয়দা হইয়া ছিলেন না। এই শহরের সব জিনিষেই ঐতিহাসিক। তবে বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া যাইবার কারণে সমস্ত জিনিষের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবুও বহু বর্কাতময় পাহাড়





ও স্থান যথাস্থানে আসল অবস্থায় রহিয়াছে এবং মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া বর্কাতের জন্য এই পাহাড় ও স্থানগুলি যিয়ারত করিয়া আসিতেছে। আল্লাহ তায়ালার এই নির্দশনগুলির দর্শন করা না শরীয়তে শির্ক না ইহা কোন অপরাধ। এই মুহূর্তে কয়েকটি যিয়ারতগাহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হইতেছে।

## জাবালে আবু কুবাইস

'জাবালুন' শব্দের অর্থ পাহাড়। এই আবু কুবাইস পাহাড়টি কাবা শরীফের সন্নিকটে সাফা পাহাড়ের লাগালাগি হারাম শরীফের দক্ষিণ পূর্ব কোনায় মসজিদুল হারামের বাহিরে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সমস্ত জগতবাসীকে হজ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। এই পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চাঁদকে দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। হজরত নূহ আলাইহিস সালামের যুগে যে তুফান হইয়াছিল সেই তুফানের পর সর্ব প্রথম এই পাহাড় দেখা গিয়াছিল এবং হাজরে আসওয়াদ এই পাহাড়ে রক্ষিত ছিল। এই পাহাড়ের পাদদেশে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও তাঁহার খান্দানকে হিজরতের পূর্বে কাফেররা তিন বৎসর বয়কট করিয়া রাখিয়াছিল। বর্তমানে ইহার উপরে বড় বড় বিল্ডিং নির্মান হইয়া গিয়াছে।

## জাবালে নূর

এই পাহাড়টি অত্যন্ত বর্কাতময়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আল্লাহর ইবাদত করিতেন। এই গুহাকে 'গারে হিরা' বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই পাহাড়টিকে হিরা পাহাড় বলা হইয়া থাকে। এই পাহাড়ের হিরাগুহাতে সর্বপ্রথম অহী অবতীর্ণ হইয়াছিল। জাবালে নূর বা হিরা পাহাড় মক্কা শরীফের উত্তর দিকে প্রায় দেড় মাইল অবস্থিত। পাহাড়টি প্রায় দুই হাজার ফুট উঁচু। এই পাহাড়ের যিয়ারত করা, বিশেষ করিয়া গারে হিরা পর্যন্ত পৌছিয়া যাওয়া অত্যন্ত বর্কাতের বিষয়।

## জাবালে সূর

এই পাহাড়টি প্রায় আড়াই কিলোমিটার উঁচু। মক্কা শরীফের দক্ষিণে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছাকাছি একটি



pdf By Syed Mostafa Sakib

গুহা রহিয়াছে। যে গুহাটিকে 'গারে সূর' বলা হইয়া থাকে। এই গুহার মধ্যে দুইজন মানুষের শয়ন করিবার এবং তিন চার জন মানুষের বসিবার মত জায়গা রহিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু হিজরত করিবার সময় তিন রাত অবস্থান করিয়াছিলেন। এই পাহাড়টি বিশেষ করিয়া এই গুহাটি যে একটি বর্কাতময় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাহার কোন প্ররচনায় কর্ণপাত না করিয়া এই গুহার যিয়ারত করা উচিত। ইহাতে নিশ্চয় আপনার মনের মাঝে ভাসিয়া উঠিবে সেই স্মৃতি। যখন কাফেররা হুজুর পাককে ধরিবার জন্য গারের মুখে পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছিল। আল্লাহর কুদরতে কবুতর গুহার মুখে বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়া দিয়াছিল এবং মাকড়সা জাল বুনিয়া দিয়াছিল।

## মাওলাদুন্নবী

'মাওলাদুন্নবী' সেই পবিত্র স্থান যেখানে আমাদের প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পয়দা হইয়া সমস্ত জাহানকে আলোকিত করিয়াছিলেন। এই স্থানটি যে অতি বর্কাতময় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই পবিত্র স্থানটি যিয়ারত করিয়া আসিতেছিল। ইহাকে শির্ক ধারণা করতঃ সৌদী সরকার ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। পরে সেখানে একটি ঘর নির্মান করা হইয়াছিল। যাহার মধ্যে ছিল একটি কুতুবখানা। কয়েক বৎসর আগে আরবের ওহাবীরা এই নিদর্শনকেও ধ্বংশ করিয়া দিয়াছে। যাহার কারণে ভারতের হাজার হাজার সুন্নী বেরেলবীগন আরবের ভারতীয় দুতাবাসের দূতের নিকট মৌখিক ও লিখিত ভাবে নিজেদের ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ করতঃ প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সমস্ত মুসলিম জাহান তাহাদের নিন্দা করিয়াছে। সাফা থেকে বাহির হইয়া জান্নাতুল মুয়াল্লার পথে অদূরে অবস্থিত ছিল পবিত্র মাওলাদুন্নবী।

## দারে আরকাম

'দারুন' শব্দের অর্থ ঘর। 'দারে আরকাম' এর অর্থ হইল হজরত আরকাম রাদী আল্লাহু আনহুর ঘর। ইহাছিল সাফা পাহাড়ের কাছে অবস্থিত। ইসলামের শুরুতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুসলমানদিগকে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা দিতেন। এই বাড়ীতে হজরত উমার ফারুক





রাদী আল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহন করিয়াছিলেন। তুর্কীরা এই স্থানে একটি মসজিদ নির্মান করিয়াছিল। সৌদী ওহাবীরা তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

## দারে খাদীজাতুল কুবরা

হজরত খাদীজাতুল কুবরা রাদী আল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত বিবাহ করিবার পর এই ঘরে তিনি বসবাস করিতেন। হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে আরম্ভ করিয়া হুজুর পাকের সমস্ত সন্তানাদি এইখানে পয়দা হইয়াছেন। হুজুর পাক গারে হিরা থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহন করতঃ কাঁপিতে কাঁপিতে এই বাড়ীতে শুভাগমন করতঃ হজরত খাদীজাকে বলিয়া ছিলেন - যাম্মিলুনী যাম্মিলুনী - আমাকে চাদরে ঢাঁকিয়া দাও আমাকে চাদরে ঢাঁকিয়া দাও। হজরত খাদীজা তাঁহাকে শান্তনা দিয়া নিজের নেক্‌কারিনী হইবার প্রমান দিয়াছেন। এই বাড়ীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইবাদতের জন্য একটি খাস কামরা ছিল। সেই কামরায় হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অহী আনিতেন। ইহা একটি পবিত্র ও বর্কাতময় স্থান। কিন্তু সৌদী বর্বরেরা ইহাকেও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে এই স্থানে সোনা চাঁদির বাজার হইয়া গিয়াছে।

## দারে হামযা

এই বাড়ীতে হজরত হামযা রাদী আল্লাহু আনহু পয়দা হইয়াছেন। ইহা হারাম শরীফের অদুরে মহল্লা মিসফালাতে অবস্থিত। এইখানে একটি মসজিদ রহিয়াছে। এই মসজিদকে মাসজিদে হামযা বলা হইয়া থাকে।

## মহল্লায় বানী হাশিম

আবু কুবাইস পাহাড়ের পাদদেশে এই মহল্লাটি অবস্থিত। হাশিমী বংশের মানুষেরা এইখানে বসবাস করিতেন বলিয়া ইহাকে মহল্লায় বানী হাশিম বলা হইয়া থাকে। ইহা একটি বর্কাতময় স্থান। এখানে বহু পুরাতন যুগের কিছু কিছু বাড়ী ঘর ছিল। সেগুলি সবই সৌদীদের হাতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# মসজিদে তানঈম

কাবা শরীফ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তানঈম নামক স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদ থেকে উমরার ইহরাম বাঁধা হইয়া থাকে। হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা এখান থেকে ইহরাম বাঁধিয়া ছিলেন। এইজন্য এই মসজিদকে মসজিদে আয়শা ও মসজিদে উমরাহ বলা হইয়া থাকে। হজরত সিদ্দিকার ইহরাম বাঁধিবার ও এখান থেকে হাজার হাজার হাজীগনের ইহরাম বাঁধিবার কারণে ইহা একটি বর্কাতময় স্থান।

# মসজিদে সারিফ

'সারিফ' একটি স্থানের নাম। ইহা 'তানঈম' থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই স্থানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুহতারমা বিবি উম্মুল মুমিনীন হজরত মাইমুনা রাদী আল্লাহু আনহার রহজা পাক রহিয়াছে। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত মাইমুনাকে মৃত্যু সংবাদ দিয়াছিলেন যে, সারিফ নামক স্থানে একটি বৃক্ষের তলায় তোমার ইন্তেকাল হইবে। সুতরাং যখন হজরত মাইমুনা রাদী আল্লাহু আনহা মক্কা শরীফে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন - তোমরা আমাকে মক্কা শরীফ থেকে বাহির করিয়া নিয়া যাও। এখানে আমার ইন্তেকাল হইবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - সারিফ নামক স্থানে একটি বৃক্ষতলে তোমার ইন্তেকাল হইবে। তখন তাঁহাকে সারিফের সেই বৃক্ষতলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তিনি সেখানে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। (খাসায়েসে কোবরা)

# মসজিদে জী তাওয়া

'জী তাওয়া' আসলে একটি কূঁয়ার নাম। ইহার পানি পান করিবার উপযুক্ত নয়। ইহা একটি ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। এখানে একটি মসজিদ রহিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহরামের অবস্থায় এই মসজিদে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই মসদিজটিকে 'জী তাওয়া' বলা হইয়া থাকে। ইহা 'তানঈম' এর রাস্তায় অবস্থিত।



pdf By Syed Mostafa Sakib



# মসজিদে জিন

এই মসজিদটি জান্নাতুল মুয়াল্লার কাছাকাছি অবস্থিত। এই মসজিদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ পড়িয়াছেন। নামাজে হুজুর পাকের কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত শ্রবন করিয়া কিছু জিন মুসলমান হইয়াছিল। এইজন্য এই মসজিদকে মসজিদে জিন বলা হইয়া থাকে। এই মসজিদের কাছাকাছি সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নাওয়াজ আজমিরী রহমা তুল্লাহি আলাইহির পীর মুর্শিদ হজরত খাজা উসমান হারুনী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযার মুবারক রহিয়াছে। কিন্তু ওহাবী বর্বরেরা তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।

# মসজিদে রায়া

'রাইয়াতুন' এর অর্থ ঝাণ্ডা বা পতাকা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এই স্থানে বিজয় পতাকা পুঁতিয়া ছিলেন। এই মসজিদটি মসজিদে 'জিন' এর কাছাকাছি জান্নাতুল মুয়াল্লার পথে অবস্থিত।

# মসজিদে শাজারাহ

মসজিদে শাজারাহ একটি বর্কাতময় স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হুকুমে একটি বৃক্ষ মাটি চিরিয়া নিজের স্থান ছাড়িয়া হুজুর পাকের কাছে আসিয়া তাঁহার নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া পুনরায় নিজের স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। 'শাজারাতুন' এর অর্থ বৃক্ষ। এইজন্য মসজিদের নাম হইয়াছে মাসজিদে শাজারাহ। ইহা মসজিদে জিনের সামনা সামনি ছিল। সৌদী বর্বরদের হাতে এই মসজিদটিও শহীদ হইয়া গিয়াছে।

# মসজিদে খায়েফ

এই মসজিদটি মিনা শরীফে অবস্থিত। বহু পয়গম্বর এই মসজিদে নামাজ আদায় করিয়াছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই মসজিদে অবস্থান করতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিয়াছেন। এই মসজিদে সত্তর জন নবীর কবর শরীফ রহিয়াছে। ইহা হইল মিনা শরীফের সব চাইতে বড় মসজিদ। একসঙ্গে দশ হাজার মানুষ নামাজ আদায় করিতে পারিবে। এখানে নামাজ পড়িয়া দুয়া করা উচিত।

# মসজিদে নামেরাহ

এই মসজিদটি আরফায় অবস্থিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই মসজিদে নামাজ পড়িয়াছেন। আরফার দিন তিনি এই স্থানে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করতঃ খুৎবাহ দান করিবার পর জাবালে রহমাতের নিকটবর্তী হইয়া আরফার অবস্থানকে পূর্ণ করিয়াছেন। সম্ভব হইলে এই মসজিদে দুই রাকয়াত নফল নামাজ অবশ্যই আদায় করিয়া নিবে। অবশ্য ইহা যেন মকরূহ সময়ে না হইয়া থাকে।

# মসজিদে কাব্‌শ

ইহা মিনা শরীফে অবস্থিত। যেখানে হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁহার পুত্র হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে জবাহ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

# গারে মুরসিলাত

ইহা মিনা শরীফে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এই স্থানে সূরাহ মুরসিলাত অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই স্থানের বড় ফজীলাত রহিয়াছে।

# হজরত আবু বাকার সিদ্দিকের বাড়ী

বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে সামান্য দূরে মিসফালা মহল্লার এক গলিতে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর বাড়ী। ইহা সেই পবিত্র বাড়ী যেখান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতের অন্ধকারে হজরত সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়া হিজরত করিবার জন্য কাফেরদের সামনে থেকে আল্লাহর হিফাজতে বাহির হইয়া প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা মুনাওয়ারাহকে বিদায় জানাইয়া মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে গারে সূরের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। এইখানে একটি মসজিদ রহিয়াছে। এই মসজিদকে মসজিদে আবু বাকার বলা হইয়া থাকে।

# মসজিদে মাশয়ারে হারাম

ইহা মুজদালফায় অবস্থিত। হুজ্জাতুল বিদাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু





আলাইহি অ সাল্লাম এইখানে সারা রাত অবস্থান করিয়া ইবাদত উপাসনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক হাজীকে এখানে অবস্থান করতঃ রাতে জিকির ফিকির ইবাদত উপসনা করিতে হয়।

# মসজিদে ইস্তেরাহাত

মিনা শরীফ থেকে ফিরিবার সময় মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবার পূর্বে একটি মহল্লা পড়িয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এখানে জোহর ও আসর পড়িয়াছিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামও করিয়াছিলেন। এই স্থানে যে মসজিদটি রহিয়াছে সেই মসজিদটিকে মসজিদে 'ইস্তেরাহাত' বলা হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ইস্তেরাহাত শব্দের অর্থ বিশ্রাম করা।

# মসজিদে জা'রানা

জা'রানা একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানকার মসজিদটি বহু পুরাতন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হুজ্জাতুল বিদা বা শেষ হজে জা'রানা থেকে ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। জা'রানা থেকে উমরার ইহরাম বাঁধিলে বড় উমরাহ বলা হইয়া থাকে এবং তানঈম থেকে ইহরাম বাঁধিলে ছোট উমরাহ বলা হইয়া থাকে। এই স্থানে একটি কূঁয়া রহিয়াছে, যাহার পানি অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ করিয়া পাথর পড়া রুগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

# মসজিদে বিলাল

এই মসজিদটি আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ইহা মসজিদে বিলাল নয়, বরং মসজিদে হিলাল। কারণ, এখান থেকে চাঁদ দেখা হইত। নতুন চাঁদকে হিলাল বলা হইয়া থাকে। হারাম শরীফে দাঁড়াইলে মসজিদে বিলাল অথবা মসজিদে হিলাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুহূর্তে অবস্থা কি হইয়াছে তাহা আমার জানা নাই।

# মসজিদে উক্‌বাহ

মক্কা মুকার্রমার রাস্তায় যেখান থেকে মিনা আরম্ভ হইয়া থাকে উহার বাম দিকে রাস্তা থেকে কিছু তফাতে পাহাড়ের পাদদেশে এই মসজিদটি অবস্থিত।



pdf By Syed Mostafa Sakib

এইস্থানে একদল মদীনাবাসী হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র হাতে বায়েত গ্রহন করিয়াছিলেন। এইজন্য এই মসজিদকে মসজিদে বায়েতও বলা হইয়া থাকে। মিনা শরীফের ময়দানে একটি জঙ্গলের কাছে পাকা দেওয়ালের একটি পুরাতন কামরা তৈরি রহিয়াছে। এইটাই হইল মসজিদে উকবাহ। অধিকাংশ হাজী এই ঐতিহাসিক মসজিদটির কাছ থেকে অতিক্রম করিয়া থাকে কিন্তু জানিতে পারে না যে, ইহা একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। এই মসজিদের খুব নিকটবর্তী স্থানে দশই জিল হাজ বড় শয়তানকে পাথর মারা হইয়া থাকে। এইজন্য উহাকে জামরায় উকবাহ বলা হইয়া থাকে।

## জান্নাতুল মুয়াল্লা

মক্কা শরীফের সব চাইতে পুরাতন ও ঐতিহাসিক কবরস্থান হইল 'জান্নাতুল মুয়াল্লা'। মদীনা শরীফের 'জান্নাতুল বাকী' এর পরে ইহার স্থান। এই কবরস্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব। এই কবরস্থানটি শহরের উত্তর পূর্ব কোনায় অবস্থিত। এখানে বহু সাহাবা ও সাহাবীয়াত কবরস্থ হইয়া রহিয়াছেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী এখানে ছয় হাজার সাহাবা রিদওয়া নুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আরাম করিতেছেন। বিশেষ করিয়া এই কবরস্থানে আরাম করিতেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রথম বিবি হজরত খাদীজাতুল কোবরা রাদী আল্লাহু আনহা এবং হুজুর পাকের পুত্রগন। এই কবরস্থানের উত্তর দিকে পাহাড়ের পাদদেশে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দাদা হজরত আব্দুল মুত্তালিব ও তাঁহার চাচা আবু তালেবের কবর রহিয়াছে। এই কবরস্থানে রহিয়াছেন হাজার হাজার তাবেঈন, উলামা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাস্‌সিরীন ছাড়াও হজরত মোল্লা আলী কারী ও তাঁহার উস্তাদ হজরত মাওলানা সিন্ধী এবং হজরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী।

## আরো কয়েকটি যিয়ারতগাহ

ইতিপূর্বে মক্কা শরীফের অধিকাংশ পবিত্র স্থান ও যিয়ারতগাহগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র স্থান ও যিয়ারতগাহগুলির বিবরণ দেওয়া হইতেছে। যথাসাধ্য মক্কা মুকার্রমার ও মদীনা





মুনাওয়ার সমস্ত পবিত্র স্থান ও যিয়ারতগাহগুলি যিয়ারত করা উচিত। ইহাতে কাহার প্ররচনামূলক কথায় কর্ণপাত করিয়া যিয়ারতের ফায়েজ ও বর্কাত থেকে মাহরূম হওয়া উচিত নয়।

## জাবালে উহুদ

উহুদ পাহাড় একটি ঐতিহাসিক পাহাড়। এই পাহাড় সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - উহুদ আমাকে ভাল বাসিয়া থাকে এবং আমি তাহাকে ভাল বাসিয়া থাকি। উহা জান্নাতের একটি দরওয়াজার উপর অবস্থিত।

উহুদ পাহাড় মদীনা মুনাওয়ারা হইতে উত্তর দিকে প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এবং পাহাড়টি পূর্ব পশ্চিমে লম্বায় প্রায় তিন মাইল বিস্তীর্ণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উহুদ পাহাড়ে শুভাগমন করিয়া বলিয়াছেন - তোমরা উহুদ পাহাড়ে আসিবে। উহার গাছ থেকে কিছু খাইবে যদিও কাঁটা গাছ হইয়া থাকে।

১৭ই শওয়াল তিন হিজরীতে এই পাহাড়ের পাদদেশে হক্ক ও বাতিলের জবরদস্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধকে উহুদ যুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে তেত্রিশ জন কাফের নিহত হইয়াছিল এবং শহীদ হইয়াছিলেন সত্তর জন সাহাবা। বিশেষ করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রিয় চাচা সাইয়েদুশ শুহাদা হজরত আমীর হামযা রাদী আল্লাহু আনহু শাহাদত বরন করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে অহশী নামক এক গোলাম শহীদ করিয়াছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হজরত হামযার নাক কান কাটিয়া হার বানাইয়া ছিল। কলীজা বাহির করিয়া চিবাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ইহা দেখিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যারপরনয় দুঃখ পাইয়াছিলেন। হজরত হামযা হইতে আরম্ভ করিয়া সত্তরজন শহীদ আজো এই পাহাড়ের পাদদেশে আরাম করিতেছেন। আপনি এইখানে অবশ্যই উপস্থিত হইয়া শহীদগনকে সালাম জানাইবেন। নিশ্চয় আপনার মনের মাঝে ভাসিয়া উঠিবে উহুদ প্রান্তের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রত্যেক বৎসর উহুদ প্রান্তে উপস্থিত হইতেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# দারে আবু আইউব আনসারী

'দার' শব্দের অর্থ বাড়ী। হজরত আবু আইউব আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবা ছিলেন। তাঁহার মাযার মুবারক রহিয়াছে তুরস্কে। তাঁহার বাড়ীটি একটি ঐতিহাসিক বাড়ী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উটনী তাঁহার বাড়ী গিয়া বসিয়া ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারাতে সর্বপ্রথম এই বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। মসজিদে নবুবীর খুব কাছাকাছি এই বাড়ীটি অবস্থিত।

# মাশহাদে উসমান গনী

'মাশহাদ' এর অর্থ শহীদ হইবার স্থল। এই স্থানে হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু বিদ্রোহীদের আক্রমনে শহীদ হইয়া ছিলেন। এই মাশহাদও মসজিদে নবুবীর সংলগ্ন।

# মসজিদে কুবা

কুবা শরীফের মসজিদ একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। কুরয়ান শরীফের মধ্যে এই মসজিদের প্রসংশা করা হইয়াছে। মদীনা শরীফের দক্ষিণ দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মসজিদ থেকে প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে মসজিদে কুবা অবস্থিত। এই মসজিদটি হইল মুসলমানদের প্রথম মসজিদ, যাহা হুজুর পাক ও তাঁহার সাহাবাগন নিজ হাতে নির্মান করিয়াছেন। মসজিদে হারাম, মসজিদে নবুবী ও মসজিদে আকসার পরে এই মসজিদটি হইল আফজাল। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে - এই মসজিদে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িলে একটি উমরার সওয়াব পাইবে। মদীনা শরীফে সর্ব প্রথম এই মসজিদকে যিয়ারত করা সুন্নাত। শনিবার দিন এই মসজিদে উপস্থিত হইয়া দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়া মুস্তাহাব; কারণ, হুজুর পাক এখানে শনিবার শুভাগমন করিতেন।

# মসজিদে জুমুয়া

এই মসজিদটি মসজিদে কুবার নতুন রাস্তায় পূর্ব দিকে কাবীলায় বানী সালিমের মহল্লায় অবস্থিত। হিজরতের সফরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ



pdf By Syed Mostafa Sakib



সাল্লাম কুবা শরীফে পৌঁছিয়া চার দিন অবস্থান করিবার পর যখন মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন তখন এই স্থানে তাঁহার জুমার নামাজের অয়াক্ত হইয়া গিয়াছিল। হুজুর পাক এইখানে সর্ব প্রথম জুমার নামাজ আদায় করিয়া ছিলেন। এবং সর্ব প্রথম খুতবাহ দিয়াছিলেন, এইজন্য ইহাকে মসজিদে জুমা বলা হইয়া থাকে। এই মসজিদকে মসজিদে অয়াদী ও মসজিদে আতিল বলা হইয়া থাকে।

# মসজিদে গামামা

এই মসজিদটি মসজিদে নবুবীর 'বাবুস সালাম' এর সামনের দিকে খুব কাছাকাছি মিনাখা বাজারের দক্ষিন পশ্চিম কোনায় অবস্থিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই মসজিদে দুই ঈদের ও ইস্তিস্কার নামাজ পড়িতেন। একদা হুজুর পাক এই মসজিদে ছিলেন এবং সূর্যের তাপ প্রচণ্ড হইবার কারণে তিনি দুয়া করিয়া ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরা মেঘ হইয়া তাঁহাকে ছায়া করিয়াছিল। আরবী ভায়ায় মেঘকে গামামা বলা হইয়া থাকে। এই কারণে এই মসজিদকে 'মসজিদে গামামা' বলা হইয়া থাকে। আবার ইহাতে ঈদের নামাজ পড়া হইত বলিয়া মসজিদে মুসাল্লাও বলা হইয়া থাকে। মসজিদে গামামার কাছাকাছি উত্তর দিকে মসজিদে আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু এবং এই মসজিদের কাছাকাছি রহিয়াছে মসজিদে আলী রাদী আল্লাহু আনহু।

# মসজিদে কিবলা তাইন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা হইতে উপস্থিত হইয়া ষোল সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামাজ আদায় করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের আবেগ ছিল তাঁহার পৈতৃক কিবলা কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ আদায় করিবেন। সুতরাং তিনি কাবা শরীফকে কিবলা করিয়া নামাজ আদায় করিয়াছেন। এক সাহাবা তাঁহার সহিত আসরের নামাজ আদায় করিয়াছেন। তারপর তিনি আনসারীদের একটি জামায়াতের কাছ থেকে যাইতে ছিলেন। যাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামাজ আদায় করিতে ছিলেন এবং রুকুর অবস্থায় ছিল। তখন এই সাহাবী বলিয়াছেন

- আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত নামাজ আদায় করিয়াছি। তিনি কাবা শরীফকে কিবলা বানাইয়া দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সাহাবায় কিরাম রুকুর অবস্থায় কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নিয়াছিলেন। যেহেতু একই নামাজে বায়তুল মুকাদ্দাস ও কাবা শরীফ দুই কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামাজ আদায় হইয়াছে। এই কারণে এই মসজিদকে 'মসজিদে কিবলা তাইন' বলা হইয়া থাকে।

## মসজিদে সুক্‌ইয়া

তুর্কীদের রাজত্বকালে বাবে আম্বারিয়ার কাছে রেল স্টেশনের ভিতরে এই মসজিদটি অবস্থিত। এখানে একটি কূঁয়া রহিয়াছে। এই কূঁয়াটির নাম 'বিরুস্ সুকইয়া'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বদরের যুদ্ধে যাইবার সময়ে এখানে নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। হাজীদের জন্য এই স্থানটি অত্যন্ত বর্কাতময়। এখানে নফল নামাজ ও জিকির আজকার করিয়া নেওয়া উচিত।

## মসজিদে ফাযীহ

'মসজিদে কুবা' এর কিছু দুরে পূর্ব দিকে আওয়ালী মহল্লায় এই মসজিদটি অবস্থিত। ইহুদী বানী কুরাইযা গোত্রের গাদ্দারির পরে যখন মুসলমান সৈন্যগন তাহাদের বয়কট করিয়াছিল সেই সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই স্থানে নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। হজরত আবু আইউব আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু শারাব হারাম হইবার পূর্বে তাঁহার সঙ্গীদের সহিত শারাব পান করিতেছিলেন। হঠাৎ শারাব হারাম হইবার ঘোষনা চলিয়া আসিলে তাঁহারা শারাবের কলসী ও পিয়ালাগুলি ভাঙিয়া দিয়া শারাব ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই দিনে মদীনা শরীফে মদ পানির মত বাহিয়া গিয়াছিল। খেজুরের শাবারকে ফাযীহ বলা হইয়া থাকে। এই কারণে মসজিদটির নাম হইয়াছে 'মসজিদে ফাযীহ'। এই মসজিদটি খুব উঁচু জায়গায় অবস্থিত। সূর্য উদয়ের সময় অন্য স্থানের তুলনায় এখান থেকে ভাল ভাবে দেখা যাইত। এই কারণে এই মসজিদকে 'মসজিদে শামস'ও বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে সৌদী সরকার এই মসজিদটি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।





## মসজিদে বানী কুরাইযা

আওয়ালী মহল্লায় 'মসজিদে ফাযীহ' এর পূর্ব দিকে কাছাকাছি স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত। ইহুদী কুরাইযা গোত্রকে এখানে বয়কট করা হইয়াছিল। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহুদীদের বয়কটের সময় এখানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা হজরত সায়াদ ইবনো মুয়াজ রাদী আল্লাহু আনহুকে বিচারক মানিয়া ছিল। হজরত সায়াদের ফায়সালা অনুযায়ী তাহাদের পুরুষগনকে কতল করা হইয়াছিল এবং মহিলা ও শিশুদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, এই হত্যাকাণ্ডের ভিতরে ছিল চারশত পুরুষ ও কেবল একজন মহিলা।

## মসজিদে ইবরাহীম

এই মসজিদটি মসজিদে বানী কুরাইযার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহেবজাদা হজরত ইবরাহীম রাদী আল্লাহু আনহু জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এখানে নামাজও আদায় করিয়াছেন।

## মসজিদে বানী হারাম

এই মসজিদটি 'সিলয়া' পাহাড়ের কাছে অবস্থিত। এখানে একটি গুহা রহিয়াছে। খন্দকের যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই গুহায় অবস্থান করিয়া ছিলেন। এখানে অহীও অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই মসজিদ ও গুহাটি যিয়ারত করা নেকী ও সওয়াবের কাজ।

## মসজিদে জুবাব

এই মসজিদটি অহুদের দিকে যাইবার পথে জুবাব পাহাড়ের উপর অবস্থিত। খন্দকের যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এখানে তাঁবু করিয়া ছিলেন। এই মসজিদকে মসজিদে 'রাইয়া' বলা হইয়া থাকে।

## মসজিদে আহযাব

এই মসজিদটি 'সিলয়া' পাহাড়ের পশ্চিম কিনারায় অবস্থিত। খন্দকের



pdf By Syed Mostafa Sakib

যুদ্ধের সময় এই স্থানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুয়া কবুল হইয়াছে এবং মুসলমানদের জয়লাভ হইয়াছে। এইজন্য এই মসজিদকে 'মসজিদে ফাতহ্' বলা হইয়া থাকে। এই মসজিদের কাছাকাছি আরো চারটি মসজিদ রহিয়াছে। একটির নাম মসজিদে আবু বাকার। দ্বিতীয়টির নাম মসজিদে উমার তৃতীয়টির নাম মসজিদে উসমান। চতুর্থটির নাম মসজিদে হজরত সালমান রাদী আল্লাহ আনহুম। এই মসজিদগুলির সমষ্টিগত নাম 'মাসাজিদে খামসা'। এই স্থানগুলি আসলে ছিল সৈন্যদের মহড়া দেওয়ার স্থান। চার সাহাবা এক একটি মহড়ায় নিযুক্ত ছিলেন এবং যথাসময়ে তাহারা এখানে নামাজও আদায় করিয়াছিলেন। এই কারণে এই মহড়াগুলি মসজিদ হইয়া গিয়াছে।

## মসজিদে জুল হুলাইফা

মদীনা মুনাওয়ার দক্ষিণে ছয় মাইল দূরে এই মসজিদটি অবস্থিত। এই স্থানটির নাম আবইয়ারে আলী। এখানে মসজিদটি আজও শান শওকাতের সহিত মৌজূদ রহিয়াছে। এখান থেকেও হাজীগন ইহরাম বাঁধিয়া থাকে। এখানে গোসল ও অজুর সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

## মসজিদে আবু জার গাফফারী

হজরত হামযা রাদী আল্লাহু আনহু যেখানে শহীদ হইয়াছেন সেই কাছাকাছি এই মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ আদায় করিয়াছেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদা করিয়াছেন। এই কারণে এই মসজিদটির অপর নাম মসজিদে সিজদা। অনুরূপ এই মসজিদটির আরো দুইটি নাম রহিয়াছে - মসজিদে বাহীরাহ ও মসজিদে তরীকুস সাফেলা।

## মসজিদে বাগলা

এই মসজিদটি জান্নাতুল বাকী শরীফের পূর্ব দিকে অবস্থিত। মসজিদটির কাছাকাছি একটি পাথরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খচ্চরের পায়ের খুরের নিদর্শন রহিয়াছে। আরবী ভাষায় খচ্চরকে বাগলা বলা হইয়া থাকে। এইজন মসজিদটির নাম হইয়াছে মসজিদে বাগলা।





## মসজিদে ইজাবা

এই মসজিদটি জান্নাতুল বাকী শরীফের উত্তর দিকে অবস্থিত। এইস্থলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে নামাজ আদায় করিয়া বহুক্ষন দুয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার দুয়া কবুল হইয়াছিল। এইজন্য মসজিদটির নাম হইয়াছে মসজিদে ইজাবা।

## মসজিদে উবাই

এই মসজিদটি জান্নাতুল বাকী শরীফের সংলগ্নে অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত সাহাবী হজরত উবাই ইবনো কায়াব রাদী আল্লাহু আনহুর বাড়ী ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অধিকাংশ সময়ে এখানে শুভাগমন করিতেন এবং নামাজ আদায় করিতেন।

## কয়েকটি ঐতিহাসিক কূঁয়া

মদীনা শরীফের যিয়ারতগাহ ও মসজিদগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন সেখানকার কিছু বর্কাতময় কূঁয়ার বিবরণ দেওয়া হইতেছে। সম্ভব হইলে এই সবগুলির যিয়ারত করাও সৌভাগ্যের বিষয়।

## বীরে উসমান

'বীরুন' শব্দের অর্থ কূঁয়া। এই কূঁয়াটি প্রথমতঃ একজন ইহুদীর ছিল। মদীনা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরে কূঁয়াটি অবস্থিত। ইহুদী কূঁয়ার পানি বিক্রয় করিত। মুসলমানদের পানির খুবই কষ্ট ছিল। হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু ইহুদীর নিকট থেকে বার হাজার দিরহামের বিনিময়ে কূঁয়ার অর্ধাংশ ক্রয় করিয়া মুসলমানদের জন্য অক্ফ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে ইহুদীর পানি বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়। পরে হজরত উসমান গনী বাকী অংশ আট হাজার দিরহাম দিয়া ক্রয় করিয়া থাকেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথা অনুযায়ী হজরত উসমান গনী কূঁয়াটি মুসলমানদের জন্য অয়াক্ফ করতঃ পানির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই কূঁয়াকে 'বীরে রুমা' বলা হইয়া থাকে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# বীরে আরীস

এই কূঁয়াটি মসজিদে কুবার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে অবস্থিত। একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এখানে শুভাগমন করিয়াছেন এবং এই কূঁয়াতে কদম শরীফ ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। ইহার পর হজরত আবু বাকার, হজরত উমার ও হজরত উসমান রাদী আল্লাহু আনহুম আসিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই হুজুর পাকের অনুকরণ করিয়া কদম ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই কূঁয়ার পানি পান করিয়াছেন এবং ইহার পানিতে অজু করিয়াছেন। এই কূঁয়াতে হুজুর পাক নিজের থুতু মুবারক ফেলিয়াছেন। এই কূঁয়াতে হজরত উসমান গনী হাত থেকে হুজুর পাকের 'খাতামে নবুওয়াত' বা নবুওয়াতের মোহর পড়িয়া গিয়াছে। বহু খোঁজ করিবার পরও পাওয়া যায় নাই। এইজন্য এই কূঁয়ার অপর নাম হইল 'বীরে খাতাম'।

# বীরে গারস

এই কূঁয়াটি মসজিদে কুবা থেকে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে পূর্ব ও উত্তর কোনায় অবস্থিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহার পানি পান করিয়াছেন। ইহাতে থুতু শরীফ ফেলিয়াছেন এবং মধুও ফেলিয়াছেন। ইহার পানিতে অজুও করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন এই অস্থায়ী দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে এই কূঁয়ার পানিতে শেষবারের মত গোসল দেওয়া হইয়াছে।

# বীরে বুস্‌সা

এই কূঁয়াটি কুবা শরীফে যাইবার পথে জান্নাতুল বাকী শরীফের সংলগ্নে অবস্থিত। একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহুকে সঙ্গে লইয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই কূঁয়াতে হুজুর পাক মাথা মুবারক ধুইয়াছেন এবং গোসলও করিয়াছেন। এই স্থানে দুইটি কূঁয়া রহিয়াছে। সঠিক মতে বড়টিকে 'বীরে বস্‌সা' বলা হইয়া থাকে। তবে দুইটি কূঁয়া থেকে বর্কাত হাসেল করা উত্তম।





# বীরে বুযায়া

এই কূঁয়াটি শামী দরওয়াজা থেকে বাহির হইয়া 'জামালুল লাইল' নামক বাগীচার কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরাম এই কূঁয়ার পানিতে গোসল করিতেন এবং কাপড় ধৌত করিতেন। এই কূঁয়াতে হুজুর পাক থুতু মুবারক ফেলিয়াছেন এবং বর্কাতের দুয়া করিয়াছেন। হাদীস শরীফে কূঁয়াটির কথা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বর্তমানে কূঁয়াটি নিখোঁজ রহিয়াছে।

# বীরে উরওয়াহ

এই কূঁয়াটি আম্বারিয়া দরওয়াজার বাহিরে অদীয়ে আকীক নামক স্থানে অবস্থিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই কূঁয়ার পানি খুবই পছন্দ করিতেন এবং খুবই আগ্রহের সহিত পান করিতেন।

# বীরে হায়া

এই কূঁয়াটি মাজিদী দরওয়াজার সামনে উত্তর প্রাচীরের বাহিরে হজরত আবু তালহা রাদী আল্লাহু আনহুর বাগানে অবস্থিত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অধিকাংশ সময় এখানে শুভাগমন করিতেন এবং ইহার পানিও পান করিতেন। যেহেতু কূঁয়াটি ছিল হজরত আবু তালহার অত্যন্ত প্রিয়, সেহেতু তিনি এই আয়াত পাক অবতীর্ণ হইবার পর আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করিয়া দিয়াছিলেন - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা কখনই নেকী পাইবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় জিনিষ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করিবে।

# বীরে আহান

এই কূঁয়াটি মসজিদে শামসের নিকটে অবস্থিত। ইহার পানি দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অজু করিয়াছেন। এই কূঁয়াটির পানি নোনতা। এইজন্য ইহার অপর নাম হইল 'বীরুল ইয়াসীরাহ'।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# জান্নাতুল বাকী শরীফ

এই কবর স্থানটি মদীনা শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাকের কাছাকাছি অবস্থিত। এখানে দশ হাজার সাবাবায় কিরাম, অগণিত তাবেঈন, তাবা তাবেঈন, আউলিয়ায় কিরাম, উলামা ও সালেহীনগনের কবর রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুর কবর শরীফ ছিল একটি গম্বুজ বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে। ওহাবী সৌদী সরকার তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ইমাম মালিকেরও কবর শরীফ জান্নাতুল বাকীর মধ্যে অবস্থিত। এই কবর স্থানটি যিয়ারত করা সুন্নাত। অবশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করিবার পর এখানে যাইতে হয়।

# মক্কা ও মদীনা শরীফের ফজীলাত

(ক) হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

"قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لِمَكَّةَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَ اَحَبَّكِ اِلَيَّ وَ لَوْ لَا اَنَّ قَوْمِيْ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ بِمَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামাকে বলিয়াছেন - তুমি কত পবিত্র শহর ও তুমি আমার নিকটে কত প্রিয়! যদি আমার কওম আমাকে তোমার কাছ থেকে বাহির করিয়া না দিত, তাহা হইলে আমি তোমার ছাড়া অন্য কোন বস্তীতে থাকিতাম না। (তিরমিজী, মিশকাত)

(খ) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আদী ইবনো হামরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

"قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَ اللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَ لَوْلَا اَنِّيْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ"

তিনি বলিয়াছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'হাজওয়ারাহ' নামক স্থানে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। হুজুর পাক বলিয়াছেন - আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর সমস্ত জমীন অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহর জমীনের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচাইতে উত্তম। যদি তোমার থেকে আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া না হইত, তাহা হইলে আমি বাহির হইতাম না। (তিরমিজী, ইবনো মাজা)





(গ) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

"اِنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلٰى لَاوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِيْ اِلَّا كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমার যে উম্মাত মদীনা শরীফের কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করিবে আমি কিয়ামতের দিন তাহাকে শাফায়াত করিব। (মুসলিম, মিশকাত)

(ঘ) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

"قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষন না মদীনা মন্দ মানুষদিগকে বাহির করিয়া দিয়া থাকে যেমন আগুনের ভাটি লোহার ময়লাকে দুর করিয়া দিয়া থাকে। (মুসলিম শরীফ)

(ঙ) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

"قَالَ رَسُوْلُ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তাগুলিতে ফিরিশতাগন রহিয়াছেন। সেখানে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করিবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(চ) হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

"قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَاِنِّيْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে মদীনাতে মরিতে পারিবে সে যেন সেখানে মরিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মদীনায় মরিবে নিশ্চয় আমি তাহার শাফায়াত করিব। (আহমাদ, তিরমিজী)



pdf By Syed Mostafa Sakib

(ছ) হজরত আবু বাকরাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

" لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ "

মদীনায় দাজ্জালের ভয় প্রবেশ করিবে না। সেই দিনে মদীনার সাতটি দরওয়াজা হইবে। প্রত্যেক দরওয়াজায় দুইজন করিয়া ফিরিশতা থাকিবে। (বুখারী, মিশকাত)

(জ) হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

" اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىْ مَاجَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ "

আল্লাহ! তুমি মক্কা মুকার্রমায় যে বর্কাত দিয়াছো উহার দ্বিগুন মদীনা মুনাওয়ারায় দাও। (বুখারী, মুসলিম)

(ঝ) হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

" اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَابَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لَّا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيْهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطُ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلَّا لِعَلْفٍ "

নিশ্চয় হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কা মুয়াজ্জামাকে হারাম বানাইয়াছেন এবং উহাকে এহ্‌রাম বাঁধিবার জন্য করিয়া দিয়াছেন। আর আমি মদীনা মুনাওয়ারাহকে হারাম বানাইয়া দিয়াছি। সুতরাং উহার কোন কোনায় না রক্ত বহানো জায়েজ, না লড়াই করিবার জন্য হাতিয়ার ধারণ করা জায়েজ, না কোন বৃক্ষ কাটা জায়েজ কিন্তু চারা করিবার জন্য। (মুসলিম, মিশকাত)

(ঞ) হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

" مَنْ مَاتَ فِىْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ "





যে ব্যক্তি হজ অথবা উমরা করিতে গিয়া মক্কা মুয়াজ্জামা অথবা মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করিবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাইবেন যে, না তাহার হিসাব হইবে, না আযাব। (শিফা শরীফ)

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) মক্কা মুকার্রমাতে একটি নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান। অনুরূপ সেখানে একটি গোনাহ একলক্ষ গোনাহের সমান। মদীনা শরীফে একটি নেকী পঞ্চাশ হাজার নেকীর সমান। অবশ্য সেখানে একটি গোনাহ একটিই গোনাহ। ইহাও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াতে ক্ষমা হইয়া যাইবার আশা করা যায়। (মিরাতুল মানাজীহ)

(২) যেহেতু মক্কা মুয়াজ্জামাতে একটি গোনাহ এক লক্ষ গোনাহের সমান, যেহেতু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের নিকটে বিদেশীদের জন্য মক্কা শরীফে বেশি দিন স্থায়ীভাবে বসবাস করা অপেক্ষা স্বদেশে ফিরিয়া আসা ও যাতায়াত করা উত্তম। (মিরাতুল মানাজীহ)

(৩) মক্কা ও মদীনা শরীফ দুনিয়ার সমস্ত শহর অপেক্ষা উত্তম ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। কিন্তু মক্কা শরীফ আফজাল অথবা মদীনা শরীফ আফজাল; এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন মক্কা শরীফ আফজাল, কেহ বলিয়াছেন মদীনা শরীফ আফজাল। কিন্তু ইহাতে সবাই একমত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দেহ মুবারক মদীনা শরীফের যে জমীনের উপর রহিয়াছে তাহা কাবা, আরশ ও কুরসী অপেক্ষা উত্তম। (শিফা, শামী, দুর্রে মুখতার)

## ইবরাহিমী আজান

পবিত্র হজ নিছকই ভাগ্যের ব্যাপার। কেহ হজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেই যে, হজ করিতে পারিবেন এমন কথা নয়। বরং যাহারা হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আজানের বা এ'লানের উত্তর দিয়াছেন একমাত্র তাহারাই হজ করিতে পারিবেন, চাই তাহারা গরীব-ফকীর হউক অথবা অন্ধ ও খোঁড়া হউক। আর যাহারা উত্তর দেয় নাই তাহারা রাজা বাদশা হইলেও হজ করিতে পারিবে না। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে -



pdf By Syed Mostafa Sakib

" ان ابراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت قال الله تعالى له اذن فى الناس بالحج قال يارب وما يبلغ صوتى قال قال الله تعالى عليك الاذان و علىّ البلاغ فصعد ابراهيم الصفا وفى رواية اباقبيس و فى اخرى على المقام فارتفع المقام حتى صار كطول الجبال فادخل اصبعيه فى اذنيه و اقبل بوجهه يمينا و شمالا و شرقا و غربا و قال ايها الناس الا ان ربكم قد بنى بيتا و كتب عليكم الحج الى بيت العتيق فاجيبوا ربكم و حجوا بيته الحرام ليثيبكم الجنة ويجيركم من النار فسمعه اهل مابين السماء و الارض فما بقى شئ سمع صوته الا اقبل يقول لبيك اللهم لبيك فاول من اجاب اهل اليمن فهم اكثر الناس حجا و من ثمة جاء فى الحديث الايمان يمان و يكفى شرفا لليمن ظهور اويس القرنى منه واليه الاشارة بقوله عليه السلام انى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن قال مجاهد من اجاب مرة حج مرّة و من اجاب مرتين او اكثر يحجّ مرتين او اكثر بذالك الستدار قال فى اسئلة الحكم فاجابوه من ظهور الاباء وبطون الامهات فى عالم الارواح "

হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন কাবা শরীফের নির্মানের কাজ সমাপ্ত করিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিলেন - তুমি মানুষকে হজ করিবার জন্য এ'লান করিয়া দাও। তিনি বলিলেন - আমার প্রতিপালক! আমার আওয়াজ কেমন করিয়া পৌঁছিবে? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন - আজান দেওয়া - এ'লান করা তোমার দায়িত্ব এবং আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দেওয়া। সুতরাং হজরত ইবরাহীম সাফা পাহাড়ের উপরে উঠিলেন। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে - আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর উঠিয়াছেন এবং অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে - এক স্থানে তিনি দাঁড়াইলেন তখন সেই স্থান পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া গেল। তিনি তাহার দুই আঙ্গুল দুই কানের ভিতর দিলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল





দক্ষিণ উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে করিয়া বলিলেন - মানুষ! শোনো! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক একটি ঘর নির্মান করিয়ায়াছেন এবং তোমাদের উপরে সেই সম্মানী ঘরকে যিয়ারত করা জরুরী করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জবাব দাও এবং সেই সম্মানিত ঘরকে যিয়ারত কর। তিনি অবশ্যই ইহার বিনিময়ে তোমাদিগকে জান্নাত দিবেন এবং তোমাদিগকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইবেন। তাঁহার এই আওয়াজ আসমান ও জমীনের সবাই শুনিয়াছে। সুতরাং যে তাঁহার আওয়াজ শুনিয়াছে সেই আগে আসিয়া বলিয়াছে - লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা (আল্লাহ! আমি উপস্থিত রহিয়াছি, আমি উপস্থিত রহিয়াছি)। সর্বপ্রথম ইয়ামান বাসীরা উত্তর দিয়ছিল। সুতরাং তাহারাই সব চাইতে বেশি হাজী। এইজন্য হাদীস পাকে আসিয়াছে - সব চাইতে উঁচু শান ওয়ালা ঈমান হইল ইয়ামান বাসীদের। ইয়ামানের সম্মানের জন্য যথেষ্ট হইল যে, সেখান থেকে হজরত অয়াইস কারনী প্রকাশ পাইয়াছেন, যাহার দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এই বানী ইঙ্গিত করিতেছে - আমি অবশ্য অবশ্যই ইয়ামানের দিক দিয়া রহমানী সুগন্ধ পাইতেছি। মুজাহিদ বলিয়াছেন - যে একবার উত্তর দিয়াছে সে একবার হজ করিবে এবং যে ব্যক্তি দুইবার অথবা বেশিবার উত্তর দিয়াছে সে দুইবার অথবা উত্তর অনুযায়ী হজ করিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন - তাহারা হজরত ইবরাহীমের উত্তর দিয়াছিল পিতাগনের পিঠ থেকে এবং মাতাগনের পেট থেকে আলামে আরওয়াহ - আত্মা জগতে। (রূহুল বা ইয়ান)

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনি একটু চিন্তা করিলে বর্তমান হাদীসের বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এমন বহু মানুষকে দেখা যাইতেছে যাহাদের মধ্যে হজ করিবার কোনদিক দিয়া সামর্থ নাই। না আর্থিক দিক দিয়া সামর্থবান, না দৈহিক দিক দিয়া সামর্থবান কিন্তু তাহারা যে কোন উপায়ে হজ করিয়া আসিতেছে। এমন বহু ল্যাংড়া খোঁড়া ও অন্ধ কানা মানুষকে ভিক্ষা করাইবার জন্য ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার অনেকেই সর্বদিক দিয়া সামর্থবান হওয়া সত্বেও শেষ পর্যন্ত হজ করা সম্ভব হইতেছে না। এমনকি অনেকেই হজের জন্য বাহির হইয়াও কোন কারণ বশতঃ ফিরিয়া আসিতেছে। আবার অনেকেই মক্কা শরীফে



pdf By Syed Mostafa Sakib

পৌঁছিবার পূর্বে মরিয়া যাইতেছে। ১৯৮৩ সালে আমি ও আমার গ্রামের দুইজন ধনী ব্যক্তি, আমরা হজের জন্য দরখাস্ত করিয়া ছিলাম। সেই সময় সরকারী তরফ থেকে লটারী হইত। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় কেবল আমার নাম বাহির হইয়াছিল। পরের বৎসর তাহাদের একজন হজ করিয়া ছিলেন এবং একজন হজ না করিয়া ইন্তেকাল করিয়াছে। আমি যে জাহাজে গিয়াছিলাম সেই জাহাজের এক যাত্রী রামপুরের মানুষ জিদ্দায় পৌঁছিবার একদিন আগে ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন। যাইহোক, আপনি হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আজানের জবাব দিয়াছেন কিনা, তাহা আপনার জানা নাই। অতএব, হজ করিবার জন্য আপনার প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুতির পরে যদি বিশেষ কারণে যাইতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে সওয়াব পাইবেন। আর যদি আপনি হজের জন্য বাড়ি থেকে বাহির হইবার পর হজের পূর্বে ইন্তেকাল করিয়া যান, তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক হজ করিবার সওয়াব আপনার আমল নামাতে লেখা হইবে।

## হজ ও উমরাহ সম্পর্কে হাদীস

(ক) হজরত আবু হুরাইরাহ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন -

" سئل النبى ﷺ ایّ العمل افضل قال الایمان باللّٰه و رسوله قیل ثم ما ذا قال جهاد فی سبیل اللّٰه قیل ثم ما ذا قال حجّ مبرور "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে - কোন্ আমল সব চাইতে উত্তম? তিনি বলিয়াছেন - আল্লাহ ও তাহার রসুলের প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে - ইহার পরে কোন আমল? তিনি বলিয়াছেন - আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে - তারপর কোন্ আমল? তিনি বলিয়াছেন - মাবরুর (মাকবুল) হজ। (বোখারী, মোসলেম, মিশকাত)

(খ) হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন -

" یا رسول اللّٰه تری الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال افضل الجهاد حجّ مبرور "





ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি জিহাদকে সবচাইতে উত্তম আমল ধারণা করিতেছেন। তবে আমরা কি জিহাদ করিবনা? তিনি বলিয়াছেন - (তোমাদের জন্য) সবচাইতে উত্তম জিহাদ হইল মাকবুল হজ। (বোখারী, মোসলেম)

(গ) হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন -

" یا رسول اللّٰه علی النساء جهاد قال نعم علیهنّ جهاد لا قتال فیه الحجُّ و العمرةُ "

ইয়া রাসুলাল্লাহ! রমনীদের প্রতি কি জিহাদ (ফরজ) রহিয়াছে? তিনি বলিয়াছেন - হ্যাঁ, তাহাদের প্রতি এমন জিহাদ ফরজ, যাহাতে রক্তপাত নাই, তাহা হইল হজ ও উমরাহ। (ইবনো মাজা, মিশকাত)

(ঘ) হজরত আবু হুরাইরাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

" جهاد الکبیر و الصغیر و الضعیف و المراة الحج و العمرة "

বৃদ্ধ, বাচ্চা, দুর্বল ও রমনীর জিহাদ হইল হজ ও উমরাহ। (নিসায়ী)

(ঙ) হজরত আবু হুরাইরাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

" قال رسول اللّٰه ﷺ الحج المبرور لیس له جزاء الاّ الجنّة "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - মাকবুল হজের বদলাই হইল জান্নাত। (বোখারী, মোসলেম)

(চ) হজরত আবু হুরাইরাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

" قال رسول اللّٰه ﷺ من حج للّٰه فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم و لدته امه "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হজ করিবে এবং (হজের কালে) অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকিবে এবং নাফরমানী করিবেনা, সে ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হইয়া ফিরিবে যেন তাহার মাতা তাহাকে ঐ দিন প্রসব করিয়াছে। (বোখারী, মোসলেম, ইবনো মাজা)

(ছ) হজরত আবু হুরাইরাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

" قال رسول اللّٰه ﷺ من خرج حاجّا او معتمرا او غازیاً ثم مات فی طریقه کتب اللّٰه له اجر الغازی و الحاج والمعتمر الی یوم القیامه "



pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি হজ অথবা উমরাহ অথবা জিহাদের জন্য বাহির হইয়া রাস্তায় মরিয়া যাইবে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ, হজ ও উমরাহ করিবার সওয়াব লিখিয়া দিবেন। (বায়হাকী, মিশকাত)

(জ) হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

" قال رسول اللّٰه ﷺ اذا لقيت الحاج فسلم عليه و صافحه ومره ان يستغفر لک ان يدخل بيته فانه مغفرون "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তুমি কোন হাজীর সহিত সাক্ষাত করিবে তখন তাহাকে সালাম দাও এবং তাহার সহিত মুসাফাহা করো এবং তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তোমার মাগফিরাতের জন্য দুয়া করিতে বলো। কারণ, সে হইল ক্ষমা প্রাপ্ত। (মিশকাত)

(ঝ) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

" قال سمعت رسول اللّٰه ﷺ يقول وفد اللّٰه ثلاثة الغازى و الحاجّ و المعتمر "

তিনি বলিয়াছেন - আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শ্রবন করিয়াছি, আল্লাহর তিনটি দল রহিয়াছে - গাজী, হাজী ও উমরাহ কারী। (মিশকাত)

(ঞ) ইমাম আবু হানীফা হজরত আলকামা রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন -

" الحاج مغفور له و من استغفر له الى انسلاخ المحرم "

হাজী হইলেন ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং সেই ব্যক্তিও ক্ষমাপ্রাপ্ত যাহার জন্য হাজী মুহার্রম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্ষমা চাহিয়া থাকেন। (মোসনাদে ইমাম আ'যম)

## আরো কিছু জানিবার বিষয়

**মীকাত ঃ-** যে স্থান মানুষের জন্য বিনা ইহ্‌রামে অতিক্রম করা জায়েজ নয়, সেই স্থানকে বলা হইয়া থাকে মীকাত। মীকাত মোট পাঁচটি - মদীনাবাসীদের মীকাত, 'জুল হুলাইফা'। ইরাকবাসীদের জন্য 'জাতোইরাক'। শাম বাসীদের





জন্য 'হাযফাহ'। নজ্‌দবাসীদের জন্য 'কারণ'। ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালাম লাম'। মোট কথা, কাবা শরীফে পৌঁছিবার জন্য পাঁচটি পথ রহিয়াছে। যাহারা যে পথ ধরিয়া কাবাভিমুখে গমন করিবে তাহারা সেই পথের নির্দিষ্ট মীকাতে পৌঁছিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিবার পর রওয়ানা হইবে। ভারতবাসীদের 'মীকাত' হইল 'ইয়ালাম লাম'। বর্তমানে মানুষ উড়োজাহাজে যাইতেছে। এই কারণে তাহাদের মীকাত সম্পর্কে কিছু জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে না। কারণ, উড়ো জাহাজে উঠিবার সময়ে নিজেদের দেশের মধ্যে থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিয়া থাকে। অবশ্য এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ভারতীয় হাজীগন প্রথমে মদীনা শরীফ চলিয়া যাইয়া থাকেন। অতঃপর যখন সেখান থেকে মক্কা শরীফ আসিবেন তখন তাহাদের 'জুল হুলাইফা' নামক স্থান থেকে ইহ্‌রাম পরিয়া নিতে হইবে। মীকাতে পৌঁছিবার পূর্বে যেমন স্বদেশ থেকে ইহ্‌রাম পরিধান করা জায়েজ, তেমন মদীনা শরীফ থেকে ইহ্‌রাম পরিধান করা জায়েজ। কিন্তু হজের মাসগুলি ও শাওয়ালের পূর্বে মদীনা শরীফ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা নিষেধ। হজ করিবার পর ফিরিবার সময় মীকাত অতিক্রম করিবার জন্য ইহ্‌রাম পরিধান করিবার প্রয়োজন নাই।

**হজ ঃ-** জিলহাজ মাসের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ সফাও মারওয়ার সায়ী, আরফা, মুজদালফা ও মিনাতে নির্ধারিত কাজগুলি সমাধা করা।

**উমরাহ ঃ-** হেল্ অথবা মীকাত থেকে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া কাবা শরীফ তওয়াফ করা, সফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করা বা দৌড়ানো এবং মাথা নেড়া করা অথবা কেশ কাটিয়া দেওয়া।

**তওয়াফ ঃ-** বায়তুল্লাহ শরীফের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

**সায়ী ঃ-** তওয়াফের পরে সফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাতবার চক্র দেওয়া।

**রমাল ঃ-** তওয়াফ করিবার সময়ে প্রথম তিন চক্রে বীর বাহাদুরের ন্যায় দুই কাঁধ হেলাইয়া দুলাইয়া এবং ছোট ছোট ধাপ ফেলিয়া দ্রুত চলিতে থাকা।

**ইজ্‌তেবা ঃ-** ইহ্‌রামের চাদর কেবল তওয়াফ করিবার সময়ে ডান বগলের নীচে থেকে বাহির করিয়া বাম কাঁধের উপর ফেলিয়া দেওয়া।

**ইস্তিসলাম ঃ-** হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়া অথবা দুর থেকে হাতের



pdf By Syed Mostafa Sakib

ইঙ্গিত করা।

**হালাক্ব ঃ-** কাহারো দ্বারা মস্তন মুণ্ডন করা।

**ক্বসর ঃ-** কাহারো দ্বারা মাথার কেশ কাটা।

**হারাম ঃ-** মক্কা মুয়াজ্জামার চারিদিকে কিছু দুর পর্যন্ত জমীনকে হারাম বলা হইয়া থাকে। হারামের সীমা যে পর্যন্ত শেষ সেখানে চিহ্ন করা রহিয়াছে। এই সীমার মধ্যে যাহারা বসবাস করিয়া থাকে তাহাদিগকে 'আহলে হারাম' বলা হইয়া থাকে। হারামের সীমার মধ্যে অমুসলিমদের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

**তানঈম ঃ-** মক্কা শরীফ থেকে কয়েক মাইল দুরে অবস্থিত একটি স্থান। একটি মসজিদ রহিয়াছে, যে মসজিদ থেকে হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা ইহ্‌রাম বাঁধিয়া ছিলেন। বর্তমানে মক্কা মুয়াজ্জামায় অবস্থান কারীগন এই মসজিদ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে। এই মসজিদকে মসজিদে আয়শা বলা হইয়া থাকে। আবার কেহ 'মসজিদে উমরাহ' বলিয়া থাকে।

**তওয়াফে কুদূম ঃ-** বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিয়া বায়তুল্লার হক্ব আদায় কবিবার জন্য প্রথম তওয়াফকে 'তওয়াফে কুদূম' বলা হইয়া থাকে।

**তওয়াফে যিয়ারত ঃ-** আরফার ময়দানে অবস্থান করিবার পরে বায়তুল্লাহর তওয়াফকে তওয়াফে যিয়ারত অথবা তওয়াফে ফরজ অথবা তওয়াকে ইফাজাহ বলা হইয়া থাকে। ১০ই জিলহাজ থেকে ১২ই জিল সূর্য অস্ত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত এই তওয়াফের সময়।

**তওয়াফে সদর ঃ-** সর্বশেষ তওয়াফ, যাহার পরে হাজীগন দেশে ফিরিয়া থাকে। এই তওয়াফের অপর নাম হইল 'তওয়াফে বিদা' বা তওয়াফে রোখসাত। ইহা হইল হজের শেষ অয়াজিব।

**হিল ঃ-** হারামের সীমা সমূহ ও মীকাতের মধ্যবর্তী জমীনকে 'হিল' বলা হইয়া থাকে। হারামের সীমার মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ হারাম, সেই জিনিষগুলি হিলের মধ্যে হালাল। যাহারা হিল্ এর মধ্যে বাস করিয়া থাকে তাহাদিগকে আহলে হিল্ অথবা হিল্লী বলা হইয়া থাকে।

**দাম ঃ-** ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করিবার কারণে একটি কুরবানী আদায় করা জরুরী হইয়া থাকে। এই কুরবানীকে 'দাম' বলা হইয়া থাকে।

**রমী ঃ-** মিনা শরীফে জামরাগুলির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা।

**ইহ্‌রাম ঃ-** 'ইহ্‌রাম' শব্দের অর্থ হারাম করিয়া দেওয়া। যখন হাজী হজ অথবা উমরাহ অথবা হজ ও উমরার নিয়াতে 'তালবীহ' পাঠ করিয়া থাকে





তখন তাহার উপরে বহু জিনিষ হারাম হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে ইহ্‌রাম বলা হইয়া থাকে।

**ইফরাদ ঃ-** একমাত্র হজের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা এবং কেবল হজের কাজগুলি সমাধা করা।

**মুফরিদ ঃ-** যে কেবল ইফরাদ হজ আদায় করিয়া থাকে।

**তামাত্তু ঃ-** হজের মাসগুলিতে প্রথমে উমরাহ করা। তারপর হজের দিনগুলিতে ইহরাম বাঁধিয়া হজ করা।

**মুতামাত্তি ঃ-** যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্ পালন করিয়া থাকে।

**কিরান ঃ-** হজ্ ও উমরাহ উভয় কাজ করিবার জন্য একসঙ্গে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া প্রথমে উমরাহ ও তারপর হজ্ করা।

**কারিন ঃ-** যে ব্যক্তি কিরান হজ করিয়া থাকে।

**ইয়াউমুত্ তারবীহ ঃ-** ৮ই জিল হাজ।

**ইয়াউমুল আরফা ঃ-** ৯ই জিল হাজ।

**ইয়াউমুন্ নাহার ঃ-** ১০ই জিল হাজ।

**ইয়াউমুল ক্বার ঃ-** ১১ই জিল হাজ।

**ইয়াউমুন্ নাফরিল আউয়াল ঃ-** ১২ই জিল হাজ।

**ইয়াউমুন নাফরিস্ সানী ঃ-** ১৩ই জিল হাজ।

**আইয়ামে তাশরীক ঃ-** ১১ - ১২- ১৩ই জিলহাজকে বলা হইয়া থাকে।

**তাকবীরে তাশরীক ঃ-**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লাহিল হামদু।

## আরবী বাংলা নিয়াত

নিয়্যাত বিহীন ইবাদত হইল মূল্যহীন। নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদির জন্য নিয়্যাত জরুরী। অবশ্য আন্তরিক নিয়্যাত হইল ফরজ এবং মৌখিক নিয়্যাত চাই আরবী ভাষায় হউক অথবা নিজের মাতৃভাষায় হউক মুস্তাহাব। তবে আরবী ভাষায় নিয়্যাত করা উত্তম। যথা সম্ভব আরবী ভাষায় চেষ্টা করিতে হইবে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহুম্মা - ইন্নী - উরীদু - ত্বাওয়াফা - বাইতিকাল - হারাম - ফা - ইয়াস্‌সিরহু - লী - অ - তাকাব্বালহু মিন্নী - সাবায়াতা - আশওয়াত্বিন লিল্লাহি - তায়ালা।

## বাংলা নিয়াত

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সম্মানিত ঘরের ত্বওয়াফ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং তুমি তাহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং তুমি তাহা আমার পক্ষ থেকে কবূল করিয়া নাও। সাতটি চক্র একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

## সায়ী করিবার নিয়াত

"اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِوَجْهِکَ الْکَرِیْمِ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ "

আল্লাহুম্মা - ইন্নী - উরীদুস্ সা' ইয়া বাইনাস্ সফা অল্ মারওয়াতি - সাবয়াতা আশওয়াতিন - লি - অজহিকাল - কারীম। ফা - ইয়াস্‌সিরহু - লী - অ - তাকাব্বালহু মিন্নী।

## বাংলা নিয়াত

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি সফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করিবার ইচ্ছা করিতেছি, একমাত্র তোমার জন্য সাতটি চক্র। সূতরাং তুমি তাহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তাহা কবুল করিয়া দাও।

## কতিপয় দুয়া

হজের সফরে বাড়ি থেকে বাহির হইবার পর থেকে বাড়িতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত বহু দুয়া রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সমস্ত দুয়া মুখস্ত করা সম্ভব নয়। এইজন্য কিছু ছোট ছোট দুয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য লেখা হইতেছে। যদি এই দুয়াগুলিও মুখস্ত করা সম্ভব হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবে।





## বাড়ি থেকে বাহির হইবার দুয়া

"بِسْمِ اَللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِکَ مِنْ اَنْ نَزِلَ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ نُجْهَلَ عَلَيْنَا اَحَدٌ "

বিসমিল্লাহি অবিল্লাহি অ তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি অলা হউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, আল্লাহুম্মা ইন্না নাউজু বিকা মিন আন নাযিশা আও নাদিল্লা আও নাজহালা আও নাজহালা আলাইনা আহাদুল।

## রাস্তায় চলিবার সময়ে

"اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِکَ مِنْ وَّعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِی الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ "

আল্লাহুম্মা ইন্না আউজু বিকা মিঁউ অযাশায়িস সাফরি অ কাবাতিল মুনকালাবি অ সুইল মানজারে ফিলমালি অল্ আহলি অল অলাদি।

## কোন স্থানে অবস্থান করিলে

"اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا خَيْرَ هٰذَا مَنْزِلٍ وَ خَيْرَ مَا فِيْهِ وَاكْفِنَا شَرَّ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَ شَرِّ مَا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزِلاً مُبَارَكاً وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ "

আউজু বিকালিমা তিত্ তাম্মাতি মিন শারি মা খলাকা আল্লাহুম্মা আ'তিনা খয়রা হাজা মান যিলিন অ খয়রা মাফীহি অ আক ফিনা শার্রি হাজাল মানযিলি অ শার্রি মাফীহি। আল্লাহুম্মা আনযিল্‌নী মুনযালান মুবারকাঁউ অ আনতা খয়রুল মুনযিলীন।

## বিপদে সাহায্যের জন্য

বিদেশে বহু রকমের বিপদ রহিয়াছে। কোন বিপদে পড়িয়া সাহায্যের প্রয়োজন হইলে তিনবার অবশ্যই বলিবে يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِیْ ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ীনূনী।



pdf By Syed Mostafa Sakib

## কোন জিনিষ হারাইয়া গেলে

" يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ، اَجْمِعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ ضَالَّتِىْ "

ইয়া জামিয়ান্নাসি লি ইয়াউমিল্লা রয়বা ফীহে, ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মীয়াদ। আজমি বাইনী অ বাইনা দল্লাতি।

## মক্কা শরীফ সামনে আসিলে

" اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ بِهَا قِرَارًا وَّ اَرْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا "

আল্লাহুম্মাজ আল্‌লী বিহা কির্রারঁউ অর জুকনী ফীহা রিজকান হালালা।

## হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দিয়া

" بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ "

বিস্‌মিল্লাহি অল্লাহু আকবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রসূলুহু।

## রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছিয়া

" اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ "

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল আঁফওয়া অল আফিয়াতা ফিদ্‌দুনিয়া অল আখিরাতি রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাঁউ অফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অকিনা আজাবান্নার।





## তওয়াফ সমাপ্ত করিয়া

" سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ "

সুবহা নাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহি অ - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার অলা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহয

## মুলতাযামের নিকটে পড়িবার দুয়া

" يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَاتُزِلْ عَنِّىْ نِعْمَةً اَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ "

ইয়া অয়াজিদু ইয়া মাজিদু লা তুযিল আন্নী নি'মাতান আনয়ামাতাহা আলাইয়া।

## যম্‌যম্ পান করিবার সময়

" اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ "

আল্লাহুম্মা ইন্নী অসয়ালুকা ইলমান নাফিয়ান অ রিযকাঁউ অসিয়াঁউ অ আমালান মুতাকাব্বালাঁউ অ শিফায়াম মিন কুল্লি দাইন।

## আরফার ময়দানে

" لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ "

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহু আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

## মিনা শরীফ সামনে আসিলে

" اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ مِنًى فَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ "



pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহুম্মা হাজিহী মানয়ান ফামনুন আলাইয়া বিমা মানান্‌তা বিহী আলা আউলিয়াইকা।

## আমার পরামর্শ মনে রাখিবেন

ছোট আকারে যে সমস্ত দুয়া লেখা হইয়াছে, যদি সেগুলি মুখস্ত করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই। তবে কোন প্রকারে তালবীহ্‌টি মুখস্ত করিয়া নিবেন এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজিরী দেওয়ার সময় যে ভাষায় আমি সালাম শরীফগুলি লিখিবো সেইগুলি মুখস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। দরূদ শরীফ অধিক থেকে অধিক পরিমানে পাঠ করিবেন।

## ইসলামের এক বিশেষ অধ্যায়

'হজ' হইল ইসলামের এক বিশেষ অধ্যায়। হজ ফরজ হইয়াছে নয় হিজরীতে। হজের ফরজ হওয়া অস্বীকারকারী কাফের। জীবনে হজ্ একবার ফরজ। (আলামগিরী দুর্রে মুখতার)

হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে -

"قَالَ رَسُوْلُ ﷺ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - হে মানুষগন! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি হজ্ ফরজ করিয়া দিয়াছেন। হজরত আকরা ইবনো হাবিস রাদী আল্লাহু আনহু দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন - ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ কি প্রতি বৎসর (করিতে হইবে)? হুজুর পাক বলিয়াছেন - যদি আমি হাঁ, বলিতাম, তাহা হইলে তাহা (প্রতি বৎসর) অয়াজিব হইয়া যাইতো। না তোমরা তাহা পালন করিতে পারিতে এবং তোমাদের শক্তিতে সম্ভব হইতো। হজ্ (জীবনে) একবার। যে ব্যক্তি বেশি করিবে তাহা নফল হইবে। (মিশকাত)





## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হজ্ করিবার শক্তি সামর্থ চলিয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসর হজ ফরজ হইয়া থাকে। বিলম্ব করিলে গোনাহ্‌গার হইবে। কয়েক বৎসর বিলম্ব করিলে ফাসেক হইয়া যাইবে এবং তাহার সাক্ষ গ্রহন যোগ্য হইবে না। তবে জীবনে যখনই হজ করিবে তাহা আদাই হইবে, কাজা হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

(খ) হজে যাইবার মতো মাল ছিলো কিন্তু যায় নাই। অতঃপর সম্পদ শেষ হইয়া গিয়াছে, হজ করিবার মতো সামর্থ নাই। এমতাবস্থায় ঋণ করতঃ যাইবে, যদিও জানিতে পারিতেছে যে, ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে না, তবে খাঁটি নিয়্যাত রাখিবে যে, আল্লাহ তায়ালা সামর্থ দিবেন এবং পরিশোধ করিয়া দিবো। অতঃপর যদি ঋণ পরিশোধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে আশা থাকিবে যে, আল্লাহ পাক এই ঋণের জন্য পাকড়াও করিবেন না। (দুর্রে মুখতার)

(গ) হজের সময় হইল শাওয়াল থেকে ১০ই জিল হাজ পর্যন্ত। এই সময়ের পূর্বে হজের কোন কাজ হইতে পারে না। অবশ্য ইহ্‌রাম বাঁধা যাইতে পারে কিন্তু তাহা মাকরূহ হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

## হজ ফরজ হইবার শর্তাবলী

হজ ফরজ হইবার জন্য অনেকগুলি শর্ত রহিয়াছে। সমস্ত শর্ত সামনে থাকিলে তবেই হজ ফরজ হইবে। যথা -

(১) মুসলমান হওয়া। কাফেরের প্রতি হজ ফরজ নয়।

(২) বালেগ হওয়া। নাবালেগের প্রতি হজ ফরজ নয়। সুতরাং শৈশব কালে হজ করা থাকিলে তাহা নফলে গন্য থাকিবে।

(৩) জ্ঞান থাকা, কোন পাগলের প্রতি হজ ফরজ নয়। হজ করিবার পরে পাগল হইয়া গিয়াছে। পরে আবার জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরায় হজ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) স্বাধীন হওয়া। কোন দাস দাসীর উপরে হজ ফরজ নয়। বর্তমানে পৃথিবীতে দাস প্রথা নাই। তবুও যদি এই প্রকার কোন শরীয়ত সাপেক্ষ বাধা থাকে, তবে তাহার প্রতি হজ ফরজ হইবে না।

(৫) দৈহিক দিক দিয়া পুরাপুরি সুস্থ থাকা। যাহাতে হজে যাইবার পথে কোন



pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকার ব্যাঘাত ঘটিয়া না থাকে। সুতরাং অন্ধ, খোঁড়া ইত্যাদি ব্যক্তির উপরে হজ ফরজ নয়।

(৬) পাথেয় পূর্ণমাত্রায় থাকা যে, হজ করিয়া ফিরিয়া আসা পর্যন্ত নিজের সংসার থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত খরচা বহন করিতে পারিবে। সুতরাং খুব টানাটানি করিয়া যাইতে হইলে তাহার প্রতি হজ ফরজ নয়।

(৭) যাতায়াতের পথ নিরাপদ থাকা। পথে নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিবার ভয় থাকিলে হজ্ ফরজ হইবে না।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হজে যাইবার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ করে নাই, পরে ফকীর হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার উপরে ফরজ বাকী থাকিবে - সে গোনাহ্গার হইয়া থাকিবে। এইজন্য আল্লাহর বান্দাদের উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা যখনই সামর্থ দান করিবে তখন হজ্ আদায় করিয়া নিবে। কে জানে, আল্লাহ কোন্ মুহূর্তে কোন্ অবস্থা আনিয়া দিবে! বৃদ্ধ বয়সে হজ করিবো বলিয়া বিলম্ব করা আদৌ উচিত নয়।

(খ) যদি কোন মুসলমান হজ করিবার পরে ইসলামচ্যুত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার হজ্ তথা সমস্ত ইবাদত বাতিল হইয়া যাইবে। পরে আবার যদি ইসলাম গ্রহন করিয়া থাকে এবং হজে যাইবার মতো শক্তি থাকে, তাহা হইলে পুনরায় হজ করা ফরজ হইয়া যাইবে।

(গ) শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ করে নাই। পরে ল্যাংড়া, খোঁড়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার উপরে হজ করা ফরজ থাকিবে। যদি নিজে কোন প্রকারে যাইতে না পারে, তাহা হইলে কাহারো দ্বারা বদলা হজ করাইয়া দিবে।

(ঘ) গরীব ফকীর মানুষ যদি হজ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফরজ হজের নিয়্যাত করিবে। নফল হজের নিয়্যাত করিয়া হজ করিলে পরে ধনী হইলে আবার হজ ফরজ হইয়া যাইবে। আর যদি ফরজ অথবা নফল কিছুই নিয়াত না করিয়া হজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফরজ হইয়া আদায় হইবে।

(ঙ) এক বৎসর চলিবার মতো ঘরে ধান, চাল, গম, পাট ইত্যাদি রহিয়াছে; তবুও এইগুলি বিক্রয় করিয়া হজে যাইতে হইবে না। অবশ্য এক বৎসর সংসার





চলিবার পরেও মাল থাকিয়া যাইবে বলিয়া ধারনা থাকিলে তাহা বিক্রয় করিয়া হজে যাওয়া সম্ভব হইলে তবেই তাহা বিক্রয় করিয়া হজে যাওয়া জরুরী হইবে।

(চ) যাহার উপরে সর্বদিক দিয়া হজ ফরজ হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যাওয়া জরুরী। যদি কোন প্রকার সরকারী বাধা আসিয়া যায় এবং এই বাধা বাতিল করিবার জন্য কিছু ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘুষ দিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে কোন গোনাহ্ হইবে না। কারণ, সে নিজের ফরজ আদায় করিবার জন্য বাধ্য হইয়া গিয়াছে।

## একটি জরুরী নির্দেশ

শরীয়তের নির্দেশ মানিয়া নেওয়া জরুরী। শরীয়তের কাজ উপেক্ষা করা গোনাহের কাজ। শরীয়তের নির্দেশ হইল যে, পরপুরুষের সহিত হজ করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। পরপুরুষ বলিতে সেই পুরুষ মানুষ যাহাদের সহিত বিবাহ হালাল। সুতরাং নিজের পীরের সহিত মহিলা মুরীদের হজ করিতে যাওয়াও হারাম। প্রতিপদে পাপ লেখা হইবে; পিতা, পুত্র, ভাই, স্বামী, শ্বশুর ইত্যাদি এই প্রকার পুরুষ ছাড়া অন্যদের সহিত যাওয়া হারাম, চাই মহিলা অতি বৃদ্ধা হইলেও হারাম হইবে। অবশ্য অবৈধ পুরুষদের সহিত গিয়া হজ করিয়া আসিলে গোনাহ্গার হইবে কিন্তু হজ হইয়া যাইবে। যদি মহিলার উপর হজ ফরজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বৈধ পুরুষদের সহিত হজে যাইতে পারে। বৈধ পুরুষ যথা - পিতা, পুত্র, ভাই ইত্যাদি। হজ নফল হইলে স্বামীর জন্য বাধা দেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। যে সমস্ত মহিলাদের স্বামী নাই, তাঁহারা হজে যাইবার জন্য কাহারো সহিত বিবাহ করিতে পারে। অবশ্য হজ করিবার জন্য এই প্রকার বিবাহ করা জরুরী নয়।

## হজের ফরজগুলির বিবরণ

হজের মধ্যে যে জিনিষগুলি ফরজ। যথা -

(১) ইহ্রাম বাঁধা, ইহা হইল শর্ত।

(২) অকূফে আরফা অর্থাৎ ৯ই জিল হাজ সূর্য ঢলিয়া যাইবার পর থেকে ১০ই জিল হাজের সুবাহ সাদিকের পূর্বে কোন এক সময়ে আরফার ময়দানে অবস্থান করা।



pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) তওয়াফে যিয়ারতের কমপক্ষে চার চক্র।
(৪) নিয়্যাত করা।
(৫) তারতীব বা ধারাবাহিকতা অর্থাৎ প্রথমে ইহ্‌রাম বাঁধা, তারপর আরফায় অবস্থান, অতঃপর তওয়াফ করা।
(৬) প্রত্যেক ফরজ, তাহার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হওয়া।
(৭) স্থান, অর্থাৎ অবস্থানটি আরফার ময়দানই হওয়া এবং তওয়াফ মসজিদে হারাম শরীফে হওয়া।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আরফায় অবস্থানের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তওয়াফ করিবার সময়।
(খ) আরফার সমস্ত ময়দানই হইল অকূফ বা অবস্থান করিবার স্থান, কেবল 'বাত্বানে আরফা' নামক স্থানে অবস্থান জায়েজ নয়।
(গ) আরফার ময়দানে 'জাবালে রহমাত' নামে একটি পাহাড় রহিয়াছে। যথা সম্ভব পাহাড়ের কাছাকাছি গিয়া অবস্থান করিবে। পাহাড়ের উপরে উঠিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। জাবালে রহমাতের অপর নাম 'জাবালে দুয়া'।
(ঘ) আরফার ময়দানে এক মূহুর্তের জন্য অবস্থান করিলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য এই অবস্থানই হইল হজের মধ্যে সব চাইতে বড় ফরজ।
(ঙ) যদি ৯ই জিল্ হাজ দিনের বেলায় আরফায় অবস্থান করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য অস্ত যাইবার পর থেকে ফজরের আগে পর্যন্ত যে কোনো সময়ে অবস্থান করিলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।
(চ) তওয়াফে যিয়ারত ১০ই জিলহাজ থেকে ১২ই জিলহাজের সূর্যাস্ত পর্যন্ত জায়েজ। অবশ্য ১০ই জিলহাজ যিয়ারত করিয়া নেওয়া উত্তম।

## হজের অয়াজিব সমূহ

(১) ইহ্‌রাম অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করা।
(২) সফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো। ইহাকে সায়ী বলা হইয়া থাকে।
(৩) সফা থেকে সায়ী আরম্ভ করা। যদি কেহ মারওয়া থেকে সায়ী শুরু করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম ফেরা বাতিল হইয়া যাইবে। পুরনায় শুরু করিবে।





(৪) যদি কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে পায়দলে সায়ী করা।
(৫) দিনের বেলায় আরফার ময়দানে অবস্থান করিলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা। রাতে অবস্থান করিলে অবস্থানের জন্য কোন সময় সীমা নাই।
(৬) আরফায় অবস্থানের মধ্যে রাতের কিছু অংশ আসিয়া যাওয়া।
(৭) আরফা থেকে ফিরিবার সময়ে ইমামের অনুসরন করা। বর্তমানে যেহেতু ওহাবী ইমাম। এইজন্য তাহার অনুসরন করা সুন্নী মুসলমানদের জন্য জরুরী নয়।
(৮) মুযদালফায় অবস্থান করা।
(৯) মাগরিব ও ঈশার নামাজ ঈশার অয়াক্তে মুযদালফায় আসিয়া পড়া।
(১০) তিনটি জামরার প্রতি ১০, ১১, ১২ তারিখে তিন দিন ধরিয়া পাথর মারা। তবে ১০ই জিলহাজ কেবল জামরাতুল আকবার প্রতি পাথর মারিবে এবং ১১ই ও ১২ই জিল হাজ তিনটি জামবার প্রতি পাথর মারিবে।
(১১) প্রথম দিন মস্তক মুণ্ডন করিবার পূর্বে জামরাতুল আকবার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা - ইহাকে রমী বলা হইয়া থাকে।
(১২) যে দিনে রমী করিবার নির্দেশ, ঠিক সেই সেইদিনে রমী করা।
(১৩) ইহ্‌রাম খুলিবার জন্য মাথা নেড়া করা অথবা কেশ কাটিয়া দেওয়া - অবশ্য এইগুলি অপরের দ্বারায় করাইতে হইবে।
(১৪) মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কাটিবার কাজ 'আইয়ামে নহরে' অর্থাৎ জিল হাজের দশ তারিখ থেকে বার তারিখের মধ্যে হইয়া যাওয়া এবং মাথা নেড়া করা অথবা কেশ কাটিবার কাজ মিনা শরীফের অর্থাৎ হারাম শরীফের সীমার মধ্যে হওয়া।
(১৫) কিরান হজ্ ও তামাত্তু হজকারীর জন্য কুরবানী করা।
(১৬) এই কুরবানী হারাম শরীফের সীমার মধ্যে ও আইয়ামে নাহারের মধ্যে হওয়া।
(১৭) তওয়াফে যিয়ারতের কমপক্ষে চারফেরা বা চার চক্র আইয়ামে নহরের মধ্যে হইয়া যাওয়া। তওয়াফে যিয়ারতকে 'তওয়াফে ইফাজা' বলা হইয়া থাকে।
(১৮) তওয়াফ হাত্বীমের বাহির থেকে হওয়া।
(১৯) ডানদিক থেকে তওয়াফ করা। অর্থাৎ কাবাশরীফ তওয়াফকারীর বামদিকে থাকিবে।
(২০) কোন অসুবিধা না থাকিলে পায়ে হাঁটিয়া তওয়াফ করা।



pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১) পবিত্র ও অজু অবস্থায় তওয়াফ করা। বিনা অজুতে অথবা নাপাক অবস্থায় তওয়াফ করিলে পুনরায় তওয়াফ করিতে হইবে।

(২২) তওয়াফ করিবার সময়ে সতর ঢাকা থাকা। যদি কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ অথবা ইহার বেশি খুলিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানী করা অয়াজিব হইয়া যাইবে।

(২৩) তওয়াফ করিবার পরে 'তাহ্যিাতুত্ তওয়াফ' এর নিয়্যাতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া। এই নামাজ না পড়িলে কুরবানী অয়াজিব হইবে না।

(২৪) তওয়াফে যিয়ারতে ধারবাহিকতা বজায় রাখা অর্থাৎ প্রথমে পাথর মারিবে, তারপর কুরবানী করিবে, তারপার মাথা নেড়া করিবে, তারপর তওয়াফে যিয়ারত করিবে। এই নির্দেশ ইফরাদ হজকারীর জন্য নয়।

(২৫) তওয়াফে সদর অর্থাৎ বিদায়ী তওয়াফ। যাহারা মীকাতের বাহিরের মানুষ তাহাদের রোখসত বা বিদায় হইবার তওয়াফ করা।

(২৬) আরফায় অবস্থান করিবার পরে মাথা নেড়া হইবার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস না করা।

(২৭) ইহ্রামের সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিষগুলি থেকে বিরত থাকা।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বিদায়ী তওয়াফের পূর্বে মহিলাদের হায়েজ অথবা নিফাস হইলে পাক হইবার পরে এই তওয়াফ করিবে। আর যদি সঙ্গীরা চলিয়া আসিয়া থাকে অথবা জাহাজ ছাড়িবার সময় হইয়া যায়, তাহা হইলে এই তওয়াফ না করিলে কোন দোষ নাই।

(খ) কোন অয়াজিব ত্যাগ হইয়া গেলে হজ্ বাতিল হইয়া যাইবে না। চাই এই অয়াজিব ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করিয়া থাক অথবা অনিচ্ছাকৃত হইয়া থাক। তবে কুরবানী করা অয়াজিব হইয়া যাইবে। ইহাকে দাম্ বলা হইয়া থাকে।

(গ) কিছু অয়াজিব এমন রহিয়াছে যেগুলি ত্যাগ হইয়া গেলে কুরবানী বা দাম্ দেওয়া অয়াজিব হইয়া থাকে না। যেমন তওয়াফের পরে দুই রাকায়াত 'তাহ্যিয়াতুত্ তওয়াফ' নামাজ পড়া, কোন কারণে মাথা নেড়া না করা, মাগরিবের নামাজ ঈশা পর্যন্ত বিলম্ব না করা ইত্যাদি।





## হজের সুন্নাতগুলির বিবরণ

(১) তওয়াফে কুদূম

(২) হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করা।

(৩) তওয়াফে কুদূম ও তওয়াফে যিয়ারতে রমল করা।

(৪) সফা ও মারওয়ার মাঝখানে দুই সবুজ নিশানার মাঝখানে দৌড়ানো।

(৫) ৮ই জিল হাজ ফজরের পরে মক্কা শরীফ থেকে মিনায় রওয়ানা হইয়া যাওয়া।

(৬) ৮ই জিল হজ দিবাগত (৯ই আরফারার রাতে) মিনায় থাকা।

(৭) সূর্য উদয়ের পরে মিনা শরীফ থেকে আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হইয়া যাওয়া।

(৮) আরফায় অবস্থান করিবার জন্য গোসল করা।

(৯) আরফা থেকে ফিরিবার পথে মুজদালাফায় রাত কাটানো।

(১০) সূর্য উদয়ের পূর্বে মুজদালফা থেকে মিনা চলিয়া যাওয়া।

(১১) দশ ও এগারোর পরে দুইটি রাত রহিয়াছে সেই দুইটি রাত মিনায় কাটাইয়া দেওয়া। যদি তের তারিখেও মিনাতে থাকিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে বার তারিখের পরের রাতেও মিনায় থাকিবে।

(১২) 'অদিয়ে মুহাস্সাব' নামক স্থানে স্বল্প সময়ের জন্য যাওয়া।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) মক্কা মুয়াজ্জামার বাহির থেকে আগত ব্যক্তিদের প্রথম তওয়াফকে 'তওয়াফে কুসূম' বলা হইয়া থাকে। এই তওয়াফ ইফরাদ ও কিরান হজ কারীদের জন্য সুন্নাত। তামাত্তু হজকারীর জন্য নয়।

(খ) হজের মধ্যে কোন সুন্নাত ত্যাগ হইয়া গেলে না হজ বাতিল হইয়া যাইবে, না কুরবানী করিতে হইবে, তবে সওয়াব কম হইয়া যাইবে।

(গ) হজের আরো অনেক সুন্নাত রহিয়াছে, যেগুলি যথাস্থানে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইবে। যেহেতু বর্তমানে কাবার ইমামগন হইলেন ওহাবী। তাই তাহাদের আরফায় ও মিনায় ইমামের খুৎবাহ্ পাঠ শুনিবার জন্য যে কোন প্রকার চেষ্টা করিবেন না।



pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঘ) আবতাহ বা অদিয়ে মুহাস্‌সাব নামক স্থানে সবার যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হইবার কারণে সব জায়গা খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল।

# হজে বাহির হইবার বিবরণ

এ পর্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা করা হইয়াছে সেগুলি সবই হইল হজের মুকাদ্দামা বা ভূমিকা স্বরূপ। এখন ধীরে ধীরে আসল হজের দিকে যাইবার জন্য প্রস্তুতি পর্ব আরম্ভ করা হইতেছে। যেহেতু আপনি একটি বড় ইবাদত পালন করিবার জন্য বড় জায়গায় যাইবার নিয়্যাত করিয়াছেন। এই কারণে কিছু বিষয় ভাল করিয়া অবগত হইবার পর সেগুলি পালন করিবার চেষ্টা করিবেন।

(ক) ঋণ হইল মানুষের জন্য একটি মহা বিপদ। সুতরাং খুব সাবধান! হজে বাহির হইবার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি একান্ত সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য অবশ্যই মহাজনকে সন্তুষ্ট করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেইসঙ্গে যদি কাহারো আমানত নিজের কাছে থাকে, তবে মালিককে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যায় করিয়া কাহারো মাল নেওয়া থাকিলে তাহা তাহাকে ফেরৎ দিয়া যাইতে হইবে অথবা তাহার নিকট থেকে ক্ষমা নিয়া যাইতে হইবে। যদি মালের মালিককে পাওয়া না যাইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পরিমান মাল ফকীরকে দান করিয়া দিয়া যাইবে।

(খ) বান্দার সমস্ত হক্ব আদায় করিবার পরে পরওয়ারদিগার আল্লাহ তায়ালার সমস্ত হক্ব আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং জীবনে যত নামাজ, রোজা ও যাকাত ইত্যাদি কাজা হইয়া রহিয়াছে সেগুলি আদায় করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে কাঁদিয়া খাঁটি অন্তরে তওবা করতঃ ভবিষ্যতে কোন গোনাহ্ না করিবার জন্য পাক্কা প্রতিজ্ঞা করিবে।

(গ) এই সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ ও তাহার রসূলকে সন্তুষ্ট করা। খবরদার! খবরদার! অহংকার, সুনাম অর্জন ও লোক দেখানো ভাব ভঙ্গিমা যেন আদৌ না থাকে। থাকিলে হজ করিয়া খালি হাতে ফিরিতে হইবে। লোকে হাজী বলিবে কিন্তু আল্লাহর খাতায় পাজী বলিয়া পরিচিত থাকিবে।

(ঘ) সাবধান! খুব সাবধান! সঙ্গে না হারাম মাল নিয়া যাইবে, না হারাম মহিলাকে সঙ্গে নিয়া যাইবে, হারাম মালে হজ করিলে হজ কবূল হইবার আশা থাকিবে না। অনুরূপ হারাম মহিলাকে সঙ্গে নিয়া গেলে গোনাহ্গার হইতে হইবে। যে





সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হালাল তাহারা যতই বৃদ্ধা হউক না কেন, তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া জায়েজ নয়। যদি নিজের পয়সায় কোন প্রকার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঋণ করতঃ হজে যাইবে এবং নিজের পয়সা থেকে ঋণ পরিশোধ করিবে। আল্লাহ তায়াল্লা কাহার তাওফীক দিলে নিজের প্রয়োজন ছাড়া বেশি টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়া নিজের সঙ্গীদের ও পথের ফকীর মিসকিনকে দিয়া সাহায্য করিতে করিতে যাওয়া হইল হজ কবূল হইবার আলামত। সব সময়ে চেষ্টা করিতে হইবে যে, আমি বিদেশে কোন জিনিষে কাহারো মুখাপেক্ষি হইবো না। সুতরাং সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঙ) আলেম মানুষ খুব প্রয়োজনীয় কিছু কিতাব সঙ্গে নিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে এবং সাধারণ মানুষ কোন সুন্নী আলেমের সহিত যাইবার চেষ্টা করিবে। সাবধান! খুব সাবধান! কোন ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী অথবা জামায়াতে ইসলামীর লোকের সহিত অবশ্যই যাইবে না, ইহারা প্রত্যেকেই হইল দ্বীনের দুশমন। বাস্তবে দেখা গিয়াছে যে, অনেক সুন্নী মানুষ এই প্রকার লোকেদের সহিত হজ করিয়া আসিবার পর গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া বর্তমানে বহু স্থানে ডাক্তার ও মাষ্টারের দল শেষ বয়সে একবার হজ করিয়া আসিয়া দ্বীনের বড় বড় দায়িত্বশীল সাজিয়া হজের ট্রেনিং মাষ্টার হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের নজরে আলেমদের কোন গুরুত্ব নাই। ইহারা নিজেরা হইল গোমরাহ এবং অপরের গোমরাহকারী। ইহাদের থেকে নিজের ঈমানকে হিফাজত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

(চ) যেহেতু হজের সফর হইল একটি বড় সফর। আল্লাহ তায়ালা ফিরাইয়া আনিবে কি তাহা জানা নাই। এই কারণে দেশবাসীর নিকট থেকে যথা সম্ভব ক্ষমা নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে যাহাদের সহিত দ্বীনী বিষয়ে মতভেদ বা মনোমালিন্য রহিয়াছে তাহাদের কাছে খবরদার ক্ষমা চাহিতে যাইবেন না। যাহারা দ্বীনের দুশমন তাহাদের কাছে কোন প্রকার ক্ষমা চাহিবার প্রয়োজন না।

(ছ) পোষাক পরিধান করিবার পর নিজের বাড়িতে চার রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। বাড়ি থেকে বাহির হইয়া প্রথমে কিছু সাদকা খয়রাত করিয়া দিবে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা বাড়িতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত নিরাপদ রাখিবেন।

(জ) বাড়ি থেকে বাহির হইবার সাথে সাথে মনে করিয়া নিতে হইবে যে, আমি দুনিয়া থেকে বাহির হইয়া গিয়াছি। সুতরাং সব সময়ে দোয়া দরূদের মধ্যে



pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকিতে হইবে। আমি ইতিপূর্বে যে সমস্ত দোয়া লিখিয়া দিয়াছি সেগুলি সম্ভব হইলে পাঠ করিতে হইবে, অন্যথায় কেবল দরূদ শরীফ ও আল্লাহর জিকির আজকারের মধ্যে থাকিতে হইবে। নামাজ যথা সময়ে যথা নিয়মে আদয়ে করিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে। কখনো কাহারো সহিত কাহারো গিল্লাগীবত করিবে না, না কোন প্রকার বাজে কথায় লিপ্ত থাকিবে। এই সব জিনিষে হজের বৈশিষ্ট্য বাতিল হইয়া যায়।

(ঝ) প্রত্যেক সফরে বিশেষ করিয়া হজের সফরে আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসীর জন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করিতে থাকিবে। সব সময়ে অজু অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশে ফিরিবার পর সর্বপ্রথম নিজের মহল্লার মসজিদে দুই রাকায়াত নফল নামাজ বড়িবে। অনুরূপ নিজের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় কবিরে। তারপর সবার সহিত অন্তর খুলিয়া সালাম কালাম করিবে।

(ঞ) দেশবাসীগণ! আপনারা সবাই আন্তরিক ভাবে বিদায় দিয়া দিবেন এবং ফিরিবার সময়ে সবাই তাহাকে ইস্তেকবাল করতঃ আনিতে যাইবেন। আর যেহেতু চল্লিশ দিন পর্যন্ত হাজীর দোয়া কবূল হইয়া থাকে। এইজন্য এই হাজী সাহেবের কাছে নিজেদের জন্য দুয়া চাহিয়া নিবেন। হাজী বিদায় ও হাজী আনিবার জন্য যাহারা যাইবেন তাহারা অবশ্যই সুন্নীয়াতের তাকবীর দিতে থাকিবেন। যথা - নারায় তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায় রিসলাত ইয়া রসুলাল্লাহ ইত্যাদি।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাবধান! সাবধান! খুব সাবধান! হজ কবূল হইবার জন্য তিনটি শর্ত রহিয়াছে, যেগুলি অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা তিনটি জিনিষ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছেন -

"وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"

হজে না অশ্লীল কথা হইবে, না আল্লাহর নাফরমানী, না কাহারো সহিত ঝগড়া লড়াই। সুতরাং এই জিনিষগুলি থেকে খুব সংযত থাকিতে হইবে। খোদা না করিয়া থাকেন, যদি এই প্রকার কোন জিনিষ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য অবশ্যই নিজের ক্রোধকে হজম করিয়া ঝগড়া থেকে দুরে থাকিতে হইবে। এইজন্য মনের মতো সঙ্গী না হইলে বিপদের শেষ নাই।





চলা ফেরার পথে সব সময়ে মতানৈক্য দেখা দিবে। বাস্তবে এইরূপ হইয়া থাকে যে, হজ করিতে যাইবার পূর্বে খুবই মিল মুহাব্বাত ছিলো কিন্তু সেখানে নিজেদের মধ্যে মারপিট করিয়া ফেলিয়াছে অথবা মারপিট করিবার উপক্রম হইয়া গিয়াছে। ফলে হজ থেকে ফিরিবার পরে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ সেখানে ঝগড়া মারামারি হইবার এমন কোন বড় কারণ থাকে না। কেবল নিজেদের মধ্যে রান্না খাওয়া নিয়া, এখানে ওখানে যাইবার সিদ্ধান্ত নিয়া, বাজার হাট করিবার ক্ষেত্রে দুই একটি টাকার হিসাবে গণ্ডগোল হইয়া যাইবার কারণে চুলচেরা বিচার করিতে গিয়া এমন কাজ করিয়া বসিয়া থাকে যে, যাহাতে হজ বাতিল হইয়া যায়। হে খোদা! এই বিপদ যেন কখনো কাহারো উপর আসিয়া না থাকে। আরো একটি কথা স্মরন রাখিবেন যে, নিজের মা, বোন, বিবি ও বেটি ইত্যাদি ছাড়া অন্য মহিলাদের সঙ্গে নিবেনা। অন্যথায় ঝগড়া থেকে বাঁচিয়া থাকা খুব কঠিন হইয়া যাইবে। অনেক সময়ে এক মৌলবী অন্য মৌলবীর সহিত, এক মাষ্টার অন্য মাষ্টারের সহিত, এক মাষ্টার এক মৌলবীর সহিত নিজেদের বৌ, বেটিকে লইয়া হজ করিতে গিয়া টিকি ছেঁড়া ছিঁড়ি করিয়া, হাতাহাতি মারপিট করিয়া ফিরিয়াছে। হে আল্লাহ! এই বিপদ কাহারো সামনে আনিয়া দিও না। যদি ডাক্তার, মাষ্টার মৌলবী মাওলানাগণ নিজেদের স্ত্রী অথবা কন্যাকে অথবা নিজ নিজ বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে নিয়া সবাই একসঙ্গে যাইয়া থাকে, তবে আপাপন মহিলাদিগকে খুব টাইট্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সাবধান! কেহ যেন কাহারো মা, বোনের প্রতি কুনজর না করিয়া থাকে। ইহাতে নিজেদের মধ্যে এমন দাগ পড়িয়া যাইবে যাহা মরণ পর্যন্ত মুছিবে না। বাস্তবে আমার নিকট এই প্রকার রিপোর্ট রহিয়াছে। জনৈক হাজী সাহেব স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া হজ করিয়া ফিরিবার পর জনৈক মাষ্টারের নাম ধরিয়া তাহার বদ্নজরের কথা বলিয়াছেন। হে মাওলা! এই বিপদে কাহারো ফেলিও না। তাই আবার আন্তরিক অনুরোধের সহিত বলিতেছি - আর আপনার জীবনে এইদিন সামনে আসিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সাবধান! সাবধান! খুব সাবধান!

## মীকাত ও ইহ্রামের বিবরণ

ইতিপূর্বে মীকাত ও ইহ্রাম শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। এখন কিছু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।



pdf By Syed Mostafa Sakib

মীকাত সেই স্থানকে বলা হইয়া থাকে যে, মক্কা শরীফে যাইবার জন্য বিনা ইহ্‌রামে যে স্থান অতিক্রম করা জায়েজ নয়। চাই কোন ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকুক অথবা হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে।

মক্কা মুয়াজ্জামাতে প্রবেশ করিবার জন্য পাঁচটি মীকাত রহিয়াছে। যাহারা মদীনা শরীফ থেকে আসিবে তাহাদের মীকাত 'যুল হুলাইফা'। যাহারা ইরাকের দিক থেকে আসিবে তাহাদের মীকাত 'জাতে ইরাক'। যাহারা শাম দেশের দিক দিয়া আসিবে তাহাদের মীকাত 'হাজফা'। বর্তমানে 'হাজফা' এক রকম মুছিয়া যাইবার মত হইয়া গিয়াছে। মানুষের কোন যাতায়াত নাই। এই জন্য শামবাসীরা হাজফার নিকটবর্তী 'রাবেগ' নামক স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে। যাহারা 'নজদ' বা রিয়াজের দিক দিয়া আসিবে তাহাদের মীকাত 'কার্‌ণ'। 'কারণ' স্থানটি তায়েফ শহরের কাছাকাছি। যাহারা ইয়ামানের দিক থেকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবে তাহাদের মীকাত 'ইয়ালাম লাম'। আমাদের দেশের হাজীগন যখন পানির জাহাজে করিয়া যাইতেন তখন আমাদের জন্য 'ইয়ালাম লাম' ছিল মীকাত। বর্তমানে উড়োজাহাজে যাওয়া হইতেছে। সুতরাং দেশের মধ্যে থেকে বিমান বন্দরে ইহ্‌রাম পরিধান করতঃ জাহাজে উঠিতেছে। অতএব আর মীকাত চিনিবার খুব প্রয়োজন হইয়া থাকে না। মোটকথা, সারা বিশ্বের মানুষ যেখান থেকে আসুক না কেন, বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি নির্ধারিত মীকাতগুলি থেকে প্রবেশ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে মীকাতের দিক দিয়া প্রবেশ করিবে সেই মীকাতের সোজাসুজি স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিবে। অবশ্য মীকাতের বাহির থেকে নিজের দেশে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিতে পারে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) যদি কোন ব্যক্তি মক্কা মুয়াজ্জামাতে যাইবার ইচ্ছা করিয়া না থাকে, বরং মীকাতের ভিতরে অন্য কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। এইবার সেই স্থানে পৌঁছিবার পর যদি মক্কা শরীফে যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা ইহ্‌রামে যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি কাহারো এই প্রকার নিয়্যাত থাকে যে, প্রথমে মক্কা শরীফে যাইবে, তারপর মীকাতের মধ্যে অন্য কোন স্থানে যাইবে, তাহা হইলে তাহার





জন্য ইহ্‌রাম জরুরী হইবে।

(খ) মীকাতের মধ্যে যাহাদের বসবাস কিন্তু হারামের বাহিরে রহিয়াছে, তাহাদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিবার স্থান হইল 'হিল' অর্থাৎ হারামের বাহির থেকে যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিতে পারিবে। মীকাতের মধ্যেকার মানুষ যদি হজ অথবা উমরার নিয়্যাত না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা বিনা ইহ্‌রামে মক্কা মুয়াজ্জামাতে উপস্থিত হইতে পারিবে।

(গ) মক্কাবাসীগণ যদি কোন কাজের জন্য হারামের বাহিরে চলিয়া যায়, তবে তাহাদের ফিরিবার জন্য ইহ্‌রামের প্রয়োজন। অবশ্য যদি মীকাতের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে বিনা ইহ্‌রামে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

## ইহ্‌রামের বিবরণ

হজ ও উমরার জন্য ইহ্‌রাম হইল একটি জরুরী বিষয়। বিনা ইহ্‌রামে না হজ হইবে, না উমরাহ। ইহ্‌রাম বাঁধিবার নিয়ম - যখন ইহ্‌রাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিবে, তখন প্রথমে গোসল অথবা অজু করিয়া নিবে। অবশ্য গোসল করিয়া নেওয়া উত্তম। গোসল অথবা অজু করিবার পরে ইহ্‌রামের কাপড়গুলি পরিয়া নিবে। অতঃপর যদি মাকরূহ অয়াক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুন্নাত হইল দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িয়া নেওয়া। এই নামাজে প্রথম রাকয়াতে সূরাহ কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরাহ ইখলাস পাঠ করা উত্তম। এই দুই 'রাকয়াত' নফল নামাজ পড়িবার সময়ে গায়ের চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া নিবে। কারণ, এখন পর্যন্ত ইহ্‌রামের হুকুম শুরু হয় নাই। নামাজ শেষ হইবার পর মাথায় থেকে চাদর নামাইয়া নিয়া উমরাহ অথবা হজের নিয়্যাত করিয়া নিবে। উমরা করিলে উমরার নিয়্যাত ও হজ করিলে হজের নিয়্যাত করিতে হইবে। ইহ্‌রামের জন্য কমপক্ষে একবার মুখে 'লাব্বাইক' বলা জরুরী। যদি 'লাব্বাইক' এর স্থলে কেহ 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অথবা অন্য কোন জিকির আজকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে 'ইহ্‌রাম' হইয়া যাইবে কিন্তু 'লাব্বাইক' বলাই হইল সুন্নাত। সুতরাং ইহ্‌রামের নিয়্যাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'লাব্বাইক' পাঠ করা আরম্ভ করিয়া দিবে। এই 'লাব্বাইক' হইল হজের মূলমন্ত্র। ইহা খুব বেশি করিয়া পাঠ করিতে থাকিবে। যখনই পাঠ আরম্ভ



pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib



করিবে তখনই কমপক্ষে তিনবার পাঠ করিয়া নিবে। ইহ্‌রাম বাঁধিবার পর আপনি এখন মোহরিম হইয়া গিয়াছেন।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বহু মানুষ ইহ্‌রাম বাঁধিবার সাথে সাথে ইহ্‌রামের চাদর ডান বগলের নীচে থেকে বাহির করিয়া চাদরের দুই কিনারা বাম কাঁধের উপরে ফেলিয়া দিয়া থাকে, ইহা হইল সুন্নাতের খেলাফ। বরং সুন্নাত ইহাই যে, একমাত্র তওয়াফ করিবার সময়ে চাদরকে ডান বগলের নীচে থেকে বাহির করিয়া বাম কাঁধের উপরে ফেলিয়া দিবে। তওয়াফ ছাড়া অন্য সময়ে সাধারণতঃ যেমন চাদর গায়ে দেওয়া হইয়া থাকে তেমনই গায়ে দিয়া থাকিবে অর্থাৎ দুই কাঁধ, পিঠ ও সীনা সবই ঢাকিয়া রাখিবে।

(খ) পুরুষগন ইচ্ছা করিলে ইহ্‌রামের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করিয়া নিবে এবং বগল থেকে আরম্ভ করিয়া গুপ্তাঙ্গ পর্যন্ত পরিস্কার করিয়া নিবে, তাহা হইলে ইহ্‌রামের অবস্থায় বহু আরাম পাইবে - না কোন লোম উঠিবার ভয় থাকিবে, না চুলকাইবার প্রয়োজন হইবে ইত্যাদি।

(গ) ইহ্‌রাম বাঁধিবার পূর্বে আতর, খোশবু ইত্যাদি মাখিয়া নিবে কিন্তু খুব দীর্ঘস্থায়ী আতর ব্যবহার করিবেনা।

(ঘ) ইহ্‌রামের কাপড়গুলি সাদা ও নতুন নেওয়া উত্তম। পুরাতনে বা অন্য রঙে দোষ নাই। অবশ্য সাদা ছাড়া অন্য রঙের কাপড় কাহার ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

(ঘ) কোন মহিলা মাসিকের অবস্থায় অথবা নিফাসের (সন্তান প্রসবের খুন ভাঙ্গা) অবস্থায় থাকিলেও ইহ্‌রাম বাঁধিবে এবং ইহ্‌রামের জন্য অজু, গোসল সব কিছু করিবে।

(চ) ইহ্‌রামের অবস্থায় ইহ্‌রামের কাপড় পরিবর্তন করা ও গোসল করায় কোন দোষ নাই। অবশ্য না সাবান ব্যবহার করিবে, না দেহকে খুব মলিয়া ময়লা বাহির করিবে।

(ছ) কাহার পক্ষ থেকে হজ্ করিলে 'লাব্বাইক' পড়িবার সময় তাহার নাম উচ্চারণ করিবে যথা, 'লাব্বাইকা মিন ফুলানিন' অর্থাৎ অমুকের পক্ষ থেকে লাব্বাইক। 'ফুলানিন' এর স্থলে তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। আর যদি নাম না নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে কমপক্ষে মনে মনে তাহার কথা স্মরণ





করিয়া নিবে যে, এই 'লাব্বাইক' অমুকের পক্ষ থেকে।

(জ) ইহ্‌রামের জন্য নিয়্যাত করা শর্ত। বিনা নিয়্যাতে লাব্বাইক্ বলিলে ইহ্‌রাম হইবে না। অনুরূপ কেবল নিয়্যাত করিলে যথেষ্ট হইবে না। বরং লাব্বাইকা অথবা সুবহানাল্লাহ অথবা আল্ হামদু লিল্লাহ ইত্যাদি কিছু একটি পাঠ করিতে হইবে।

(ঝ) ইহ্‌রামের পরে কেহ পাগল হইয়া গেলে তাহার হজ সহী হইয়া যাইবে।

(ঞ) অবুঝ শিশু নিজে ইহ্‌রাম বাঁধিলে অথবা হজের সমস্ত কাজ আদায় করিলেও হজ্ হইবে না, বরং তাহার সমস্ত কাজ তাহার ওলীর করিতে হইবে।

## ইহ্‌রামের অবস্থায় যে জিনিষগুলি হারাম

খুব স্মরণ রাখিবেন! ইহ্‌রামের অবস্থায় যে জিনিষগুলি হারাম সেই জিনিষগুলি থেকে অবশ্যই বিরত থাকিতে হইবে।

স্ত্রী সহবাস করা, উত্তেজনাবশতঃ চুম্বন দেওয়া অথবা জড়াইয়া ধরা অথবা তাহার লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা। রমনীদের সম্মুখে সহবাসের কথা বলা। কোন অশ্লীল কথা বলা অথবা কোন গোনাহের কাজ করা অথবা কাহারো সহিত ঝগড়া মারামারি করা ইত্যাদি। এই কাজগুলি সবসময়ে হারাম কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় কঠিন হারাম। জঙ্গলের শিকার করা অথবা শিকারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেওয়া অথবা কাহার বলিয়া দেওয়া অথবা শিকার করিবার জন্য বন্দুক দেওয়া অথবা জবাহ করিবার জন্য অস্ত্র প্রদান করা। শিকারের ডিম ভাঙিয়া দেওয়া অথবা পর তুলিয়া দেওয়া অথবা পাওলি কিংবা ডানা ভাঙিয়া দেওয়া। শিকারের দুধ দহন করা অথবা উহার মাংস রান্না করা অথবা ডিম রান্না করা অথবা ডিম বিক্রয় করা অথবা ক্রয় করা অথবা খাওয়া। নিজের নোখ কাটা অথবা অন্যের নোখ কাটিয়া দেওয়া অথবা অন্যের দ্বারায় নিজের নোখ কাটানো অথবা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন জায়গা থেকে লোম বা চুল তুলিয়া ফেলা। মুখ অথবা মাথা কাপড় ইত্যাদি দ্বারা ঢাকা দেওয়া। কোন বস্তা বা কোন গাঁঠরী মাথায় রাখা অথবা মাথায় পাগড়ী পরিধান করা অথবা মহিলাদের জন্য বরকা পরিধান করা অথবা দস্তানা কিংবা মোজা পরিধান করা। অবশ্য যদি পায়ে জুতা না থাকে, তাহা হইলে চামড়ার মোজাকে কাটিয়া পরিধান করিতে পারিবে যাহাতে পায়ের উপর ফিতা বাঁধিবার স্থান খোলা থাকে।

সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। চুলে অথবা দেহে অথবা কাপড়ে সুগন্ধ ব্যবহার করা। কোন খোশবু জাতীয় রঙে রঙানো কাপড় পরিধান করা। খাঁটি খোশবু, মুশ্‌ক আম্বার, জাফরান, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি ইত্যাদি খাওয়া। কোন খোশবু আঁচলে বাঁধিয়া রাখা। মাথা অথবা দাড়িকে কোন সুগন্ধময় জিনিষ দ্বারা ধৌত করা যাহতে উকুন মরিয়া যায়। মেহেন্দীর খেজাব লাগানো, যায়তুন অথবা তিলের তেল চুলে অথবা দেহে লাগানো। কাহার মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া, উকুন মারা অথবা উকুন তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া অথবা তাহা মারিবার জন্য কাহার ইঙ্গিত করা অথবা উকুন মারিবার জন্য কোন কাজ অবলম্বন করা ইত্যাদি হারাম।

## ইহ্‌রামের মধ্যে যে জিনিষগুলি মাকরূহ

ইহ্‌রামের মধ্যে যেগুলি মাকরূহ, সেগুলি থেকেও বিরত থাকিবে। যথা - দেহের ময়লা ছাড়ানো, চিরুনী করা, এমন ভাবে শরীর চুলকানো যে, লোম উঠিয়া যাওয়া অথবা উকুন পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, ইচ্ছাকৃত খোশবু শোঁয়া অথবা খোশবুদার ধূনা দেওয়া কাপড় যাহা থেকে খোশবু বাহির হইতেছে পরিধান করা, খোশবুদার ফল অথবা পাতা শোঁয়া, কোন আতরের দোকানে এই উদ্দেশ্যে গিয়া বসা যে, খোশবুতে ব্রেন খুলিয়া যাইবে, সুরমা লাগানো, মুখের উপরে কোন পট্টি বাঁধা, কাবা শরীফের গেলাফের ভিতরে এমন ভাবে মাথা ঢুকাইয়া দেওয়া যে, গেলাফ মাথা অথবা মুখের উপর লাগিয়া যাইবে, নাক অথবা মুখের কোনো অংশ কাপড় দ্বারা ঢাকা দেওয়া এমন কোন জিনিষ পানাহার করা যাহাতে কোন সুগন্ধ পড়িয়াছে এবং তাহা না রান্না করা হইয়াছে এবং না তাহা থেকে সুগন্ধ দূর হইয়াছে, রিফু করা অথবা তালি দেওয়া বিনা সিলাইয়ের কাপড় পরিধান করা, বালিশের উপর মুখ লাগাইয়া উপুড় হইয়া শোয়া, গলায় তা'বীজ পরিধান করা যদিও তাহা বিনা সিলাইয়ের কাপড়ে জড়ানো থাকে, বিনা কারণে দেহের উপর পট্টি লাগানো, সিঙ্গার করা, গায়ের চাদরে গিরা দেওয়া, লুঙ্গি পরিধান করতঃ তাহার উপরে দড়ি দিয়া বাঁধা ইত্যাদি।



pdf By Syed Mostafa Sakib



## ইহ্‌রামাবস্থায় যেগুলি জায়েজ

চাদরের আঁচলগুলি লুঙ্গির মধ্যে গুঁজিয়া নেওয়া, থলি অথবা হাতিয়ার বাঁধা, দেহের কোনো ময়লা না তুলিয়া গোসল করা, পানিতে ডুব দেওয়া, কাপড় ধোয়া যদি উকুন মারিবার ইচ্ছায় না হইয়া থাকে, দাঁতন করা, কোন জিনিষের ছায়ায় বসা, ছাতা খাঁটানো আংটি পরিধান করা, সুগন্ধহীন সুরমা ব্যবহার করা, পান্তের দাত তুলিয়া ফেলা, ভাঙা নোখ কাটিয়া ফেলা, ফোঁড়া পাঁচড়া গালিয়া দেওয়া, খাতনা করা, মাথা অথবা দেহ এমনভাবে আস্তে চুল কানো যে, চুল না উঠিয়া যায়, পালিত পশু যথা - উট, গরু, ছাগল ও মুরগী ইত্যাদি জবাহ করা, রান্না খাওয়া করা, পালিত পশুর দুধ দহন করা, পালিত হাঁস মুরগীর ডিম ভাঙা ও তাহা রান্না করা এবং আহার করা, ইহ্‌রাম বিহীন ব্যক্তির শিকার করা পশুকে জবাহ করিতে কোন প্রকার সাহায্য না করিয়া তাহা আহার করা, এই শর্তের উপরে যে, সেই পশু না হারামের এবং না হারামের মধ্যে জবাহ কৃত, খাইবার জন্য মাছ শিকার করা, ঔষধ তৈরি করিবার জন্য পানির কোন পশুকে শিকার করা, অকারণে সমস্ত শিকার হারাম, বিশেষ করিয়া ইহ্‌রামের অবস্থায় কঠিন হারাম, হেরমের বাহিরের ঘাষ ছেঁড়া অথবা গাছ কাটা, চিল, কাক, ইঁদুর, সাপ, বিছা, মশা, মাছি, ছারপোকা ইত্যাদি ক্ষতিকারক জিনিষগুলি মারিয়া ফেলা, মুখ ও মাথা ছাড়া অন্যস্থানে কোন ক্ষতের উপরে পট্টি লাগানো, মাথা অথবা গালের নীচে বালিশ রাখা, নাকের উপরে হাত রাখা, কাপড় দ্বারা কান ঢাঁকা দেওয়া, জুতা পরিধান করা যাহাতে পায়ের গোড়ালী ঢাঁকিয়া না যায়, কোন দ্বীনী বিষয়ে প্রয়োজন হইলে বাকবিতণ্ডা করা, আয়না দেখা, বিবাহ করা ইত্যাদি জিনিষগুলি জায়েজ।

## মহিলাদিগের ইহ্‌রাম

হজ ও উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা একটি জরুরী বিষয়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা জরুরী। ইহ্‌রামের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ছাড়া পুরুষ ও মহিলা সবার হুকুম সমান।

(ক) ইহ্‌রামের অবস্থায় পুরুষগনের জন্য সিলাই বিহীন কাপড় পরিধান করিতে হইবে কিন্তু মহিলাগন সিলাইযুক্ত কাপড় পড়িতে পারিবে।

(খ) ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথা খুলিয়া রাখা অয়াজিব কিন্তু মহিলাগনের জন্য

মাথা ঢাকা অয়াজিব। মহিলাগন ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথায় একটি রোমাল বাঁধিয়া নিবে কিংবা বর্তমানে ইহ্‌রামের জন্য যে টুপী বাহির হইয়াছে তাহা মাথায় দিয়া নিবে কিন্তু সাবধান! এই রোমাল বা টুপী যেন কপালের উপর না আসিয়া যায়। অন্যথায় বদলা দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে। কারণ, ইহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাদের কপালের উপরে কাপড় লাগিয়া যাওয়া জায়েজ নয়।

(গ) ইহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাদিগের মাথায় যে টুপী বা রুমাল বাঁধিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা ইহ্‌রামের জন্য নয়, বরং সতর ঢাকিবার জন্য। অজু করিবার সময়ে মাথার টুপী বা রুমাল খুলিয়া মাথা মাসাহ করিবে।

(ঘ) পুরুষগন তওয়াফে রমল করিবে কিন্তু মহিলাগন তওয়াফে না রমল করিবে, না পুরুষদের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়া হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিবে বা ইস্তিসলাম করিবে। রমল বলা হয় বীর বাহাদুরের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া চলা।

(ঙ) পুরুষগন উচ্চ শব্দে তালবীহ পাঠ করিবে কিন্তু মহিলাগন তালবীহ পাঠ করিবে মৃদু স্বরে। অবশ্য আশে পাশে পুরুষগন না থাকিলে উচ্চস্বরে পাঠ করিতে পারিবে।

(চ) সফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করিবার সময়ে পুরুষগন দৌড়াইয়া চলিবে কিন্তু মহিলাগনের জন্য দৌড়ানো নিষেধ।

(ছ) খুব ভিড় থাকিলে মহিলাগন পুরুষের দ্বারায় রমী (পাথর নিক্ষেপ) করাইতে পারে।

(জ) পুরুষের জন্য হালাক (মাথা মুণ্ডন করা) ও কসর (চুলের অগ্রভাগ কাটিয়া দেওয়া) জায়েজ কিন্তু মহিলার জন্য হালাক হারাম। তাহারা কেবল কসর করিবে অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগ থেকে কেবল দেড় ইঞ্চি পরিমান মত কাটিয়া ফেলিবে।

(ঝ) হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় মহিলাদের মসজিদে যাওয়া কঠিন নিষেধ। এই অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করা গোনাহের কাজ। এমনকি হজের ফরজ তওয়াফে যিয়ারত করাও গোনাহের কাজ। কিন্তু যদি কোন মহিলা নিরুপায় হইয়া যায় যে, দেশে ফিরিবার সময় হইয়া গিয়াছে, কোন প্রকারে মক্কা মুয়াজ্জামায় থাকা মোটেই সম্ভব নয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তওয়াফে যিয়ারত করিয়া নিবে এবং কাফ্‌ফারাহ আদায় করিয়া দিবে। অতঃপর ইহ্‌রাম থেকে হালাল হইয়া যাইবে এবং তাহার হজও হইয়া যাইবে। তবে তওয়াফের পরে যে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িতে হইয়া থাকে তাহা পড়িবে না। এই





নামাজ পাক হইবার পরে আদায় করিয়া দিবে। আর যদি হজের সায়ী করা না থাকে, তাহা হইলে তওয়াফের পরে সায়ীও করিয়া নিবে।

(ঞ) তওয়াফ করিবার সময় হইয়া গিয়াছে। এই রকম অবস্থায় যদি মহিলার ধারণা হইয়া থাকে যে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মাসিক আরম্ভ হইয়া যাইবে কিন্তু কোন প্রকারে বায়তুল্লাহ শরীফকে চার পাক ঘোরা সম্ভব হইবে, তাহা হইলে চার পাক দিয়া নিবে। তবে যদি এই চার ফেরা আদায় না করিয়া থাকে এবং আইয়ামে নহর বা কোরবানীর দিনগুলি অতিক্রম হইয়া যায় তাহা হইলে পাক হইয়া যাইবার পরে তাহাকে দম্ দিতে হইবে এবং তওয়াফে যিয়ারতও করিয়া নিবে।

(ট) যদিও ইহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাগন মুখের উপরে কাপড় রাখিতে পারিবে না কিন্তু পর পুরুষের থেকে পরদা করা তাহাদের জন্য সব সময়ে ফরজ। সুতরাং হাতে পাখা অথবা ঐ ধরণের কোন জিনিষ নিয়া নিজের মুখ থেকে সামান্য দুরে রাখিয়া পর পুরুষকে আড়াল করিতে হইবে।

## সাবধান! হাজীগন! খুব সাবধান!

হে আল্লাহর বান্দাগন! নিজের পাপকে মাফ করাইবার জন্য তো দরবারে ইলাহীতে হাজির হইয়াছেন। সুতরাং অতীত জীবনের সমস্ত বদ্‌খেয়াল ও বদ্‌নজরকে বর্জন করিয়া দিন। যে কাজ করা সব সময়ে হারাম, সব জায়গায় হারাম, সেই কাজ মসজিদে করিলে কঠিন হারাম হইয়া যায়, আবার সে কাজ কাবা শরীফে গিয়া করিলে আরো কঠিন থেকে কঠিন হারাম হইয়া যায়। এই কথা মনে করিয়া মনের মাঝ থেকে কু মতলব ও চক্ষু থেকে কু-নজরকে সরাইয়া দিন। যে বাঘ নিজের বাচ্চাকে মুখে করিয়া নিয়া রহিয়াছে, এই বাচ্চার দিকে নজর তুলিয়া দেখা কাহারো হিম্মত হইয়া থাকে না। এখন আপনারা কোন্ দরবারে উপস্থিত রহিয়াছেন তাহা কি চিন্তা করিয়াছেন! খাস খোদার দরবারে রহিয়াছেন। আল্লাহর বান্দাগন আল্লাহর খাস নজরে রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের দিকে খবরদার! খবরদার! সাবধান! সাবধান! কোন প্রকারে যেন বদ্‌নজর উঠিয়া না যায়। মহিলাগন যদি কোন রকম অসাবধান হইয়া থাকে, তবে আপনারা যেন অসাবধান হইয়া যাইবেন না। কোন প্রকার বদ নজর হইয়া গেলে ইহার ক্ষতিপূরণ হইবে না, শেষে শুনিয়া রাখুন! মক্কা মুয়াজ্জামাতে একটি পাপ করিলে এক লক্ষ পাপ লেখা হইয়া থাকে। এই মহাপাপ থেকে



pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচিবার জন্য মাঝে মধ্যে পাঠ করিবেন -

يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ دِلِ مَارَا كُنْ مُسْتَقِيْمُ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَا يَّاكَ نَسْتَعِنُ

ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু দিলে মা রা কুন্ মুস্তাক্বীম বে হাক্কে ইইয়া কা না'বুদু অ ইইয়াকা নাস্তাঈল।

# ইহ্‌রামের আরো কিছু মসলা

কোন শিশুর পক্ষ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিলে তাহার দেহ থেকে সিলাই যুক্ত কাপড় খুলিয়া নিতে হইবে। চাদর ও লুঙ্গী পরাইয়া দিতে হইবে। ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকিবার প্রয়োজন, সেই কাজগুলি থেকে বাচ্চাকে বিরত রাখিতে হইবে। কোন কারণে হজ বাতিল করিয়া দিলে কাজ অয়াজিব হইবে না।

লাব্বাইক বলিবার সময় কিরান হজের নিয়াত করিলে কিরান হইবে এবং ইফরাদের নিয়াত করিলে ইফরাদ হইবে। অবশ্য এই নিয়াত জবানে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। যে ব্যক্তি হজের ইচ্ছায় গিয়াছে কিন্তু ইহ্‌রামের সময়ে নিয়াত ছিলো না, এমতাবস্থায় হজ হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি 'লাব্বাইক' বলিবার সময় 'হজ' বলিয়াছে এবং নিয়াত উমরাহ করিয়াছে অথবা 'লাব্বাইক' বলিবার সময়ে 'উমরাহ' উচ্চারণ করিয়াছে এবং নিয়াত হজের করিয়াছে; এমতাবস্থায় নিয়াত অনুযায়ী কাজ হইবে, শব্দ গ্রহন যোগ্য নয়। অর্থাৎ হজের নিয়াত করিলে হজ হইবে এবং উমরার নিয়াত থাকিলে উমরাহ হইবে। আর যদি 'লাব্বাইক' বলিবার সময়ে হজ উচ্চারণ করিয়া থাকে এবং নিয়াত হজ ও উমরার থাকে, তাহা হইলে কিরান হইয়া যাইবে।

ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে কিন্তু স্মরণ নাই যে, হজের জন্য, না উমরার জন্য। এমতাবস্থায় দুই অয়াজিব হইয়া যাইবে অর্থাৎ কিরাণ হজের আহকাম পালন করিতে হইবে যে, প্রথমে উমরাহ করিবে, তারপর হজ করিবে। তবে কিরানের কুরবানী তাহার উপর অয়াজিব হইবে না।





# মক্কা মুকার্রমা ও মাসজিদুল হারামে প্রবেশ

যেদিন আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমীন পয়দা করিয়াছেন সেদিন মক্কা মুকার্রমাকে সম্মানী ও নিরাপদ শহর করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সেই শহরের সম্মান বহাল রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। এই নিরাপদ ও সম্মানিত শহরের নিকটবর্তী হইবার সাথে সাথে মাথা ও চক্ষুকে নিজের পাপের কারণে লজ্জায় নীচু করিয়া নিবে। আর সম্ভব হইলে পায়ের জুতা খুলিয়া নিবে। খুব বেশি করিয়া 'লাব্বাইক' পড়িতে থাকিবে। মক্কা শরীফ নজরে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে ও অধিক পরিমানে দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে -

" اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّ ارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا "

আল্লাহুম্মাজ্ আল্ লি বিহা কিরারাঁউ অরযুক্‌নী ফীহা রিযকান হালালা।

এইবার যখন কাবা শরীফ নজরে আসিবে তখন সেখানে থামিয়া খাঁটি অন্তরে নিজের জন্য, নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য, সমস্ত সুন্নী মুসলমানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের দুয়া চাহিবে এবং অধিক পরিমানে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবে। এই স্থলে তিনবার - اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার। তিনবার - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করিবে। অতঃপর পাঠ করিতে থাকিবে -

" رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ "

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁউ অফিল আখিরাতে হাসানাতাঁউ অকিনা আযাবান্নার।

মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছিবার পরে সর্ব প্রথম মাসজিদুল হারামে যাইবে। সাথে সঙ্গী থাকিলে তাহার নিকটে সামান পত্র হিফাজতে রাখিয়া দিবে যাহাতে মনের মধ্যে চঞ্চলতা না থাকে। নিজের জন্য ও সবার জন্য খুব দুয়া করিবে। অতঃপর 'লাব্বাইক' বলিতে বলিতে বাবুস্ সালামে পৌঁছিয়া যাইবে। অতঃপর ডান পা প্রথমে রাখিয়া প্রবেশ করিবে। খুব করিয়া দরূদ শরীফ আর দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবে। বাহির হইবার সময়ে প্রথমে বাম পা বাহির করিবে। ইয়া আল্লাহ! এই পবিত্রস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার তাওফীক দান করো।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# কাবা শরীফ তওয়াফ

কাবা শরীফে প্রবেশ করিবার পরে সর্ব প্রথম তওয়াফ করিতে মশগুল হইয়া যাইবে। এখন কাবা শরীফ হইল প্রদীপ এবং তওয়াফকারী হইল পোকা। পোকা যেমন প্রান দেওয়ার জন্য প্রদীপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে তেমন তওয়াফকারীর অবস্থা হইবে। এই কাবা প্রদীপের কাছে আশিক আত্মহারা হইয়া যাইবে।

হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। তওয়াফ আরম্ভ করিবার পূর্বে পুরুষ মানুষ ডান বগলের নিচে থেকে চাদরকে বাহির করিয়া নিয়া দুই কিনারা বাম কাঁধের উপরে ফেলিয়া দিবে। ডান কাঁধ খোলা থাকিবে। এইবার কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া হাজরে আসওয়াদের ডান দিকে রুকনে ইয়ামানীর কাছে এমন ভাবে দাঁড়াইবে যে, সমস্ত পাথর ডানদিকে থাকিবে। অতঃপর তওয়াফের নিয়াত করিবে -

" اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ طَوَافَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ "

আল্লাহুম্মা উরীদু ত্বওয়াফা বাইতিকাল মুহার্রামে ফা ইয়াস্ সিরহু লী তাকাব্বালহু মিন্নী।

এই নিয়াত করিবার পরে কাবার দিকে মুখ করিয়া নিজের ডান দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে। সামান্য সামনে যাইবার পরে যখন হাজরে আসওয়াদের সোজাসুজি হইয়া যাইবে তখন দুই কান পর্যন্ত দুইহাত এমনভাবে তুলিবে যে, হাতের তালুদ্বয় হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকিবে। এইবার বলিবে -

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

বিস্মিল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অল্লাহু আকবার। অস্ সলাতু অস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

সম্ভব হইলে হাজরে আসওয়াদের উপরে দুই হাতের তালু রাখিয়া মাঝখানে মুখ রাখিয়া বিনা শব্দে চুম্বন দিবে। নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিয়াছেন এবং তাঁহার চেহারা মুবারক উহার উপর রাখিয়াছেন। আপনার সৌভাগ্য যে, সেই পবিত্র স্থানে আপনার চুম্বন ও চোয়াল পড়িতেছে। তবে খুব ভিড়ের কারণে যদি সম্ভব হইয়া না থাকে, তাহা হইলে খুব সাবধান! না ধাক্কা ধাক্কি করিবে, না হুড়াহুড়ি করিবে। বরং দুর থেকে হাতের ইঙ্গিতে চুম্বন দিয়া দিবে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু





আলাইহি অ সাল্লামের ঠোঁট মুবারক যেখানে পড়িয়াছে সেদিকে তাকানো হইল বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়া অথবা হাতের ইঙ্গিতে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়াকে ইস্তিসলাম বলা হইয়া থাকে। এই ইস্তিস্লামের সময় দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। আর সম্ভব হইলে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিবে

" اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَطَهِّرْ لِیْ قَلْبِیْ وَاشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَ یَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَ عَافِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ "

আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জুনূবী অ ত্বহহিরলী ক্বালবী অশরাহ্ লী সাদরী অ ইয়াস্ সিরলী আমরী অ আঁফিনী ফীমান আঁফাইতা।

হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উঠানো হইবে। উহার চক্ষু হইবে। যাহা দ্বারা পাথর দেখিবে, জবান হইবে যাহা দ্বারা কথা বলিবে। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে উহার চুম্বন দিয়াছে অথবা ইস্তিসলাম করিয়াছে তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে।

এইবার যখন হাজরে আসওয়াদের সামনে থেকে কাবার দরওয়াজার দিকে যাইবে তখন কাবা শরীফকে নিজের বাম হাতের দিকে রাখিয়া চলিতে থাকিবে যাহাতে কাহারো কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া না হইয়া থাকে।

পুরুষগন প্রথম তিনচক্রে রমল করতঃ চলিতে থাকিবে - ছোট ছোট কদমে কাঁধ হেলাইয়া দুলাইয়া বীর বাহাদুরের ন্যায় চলিতে থাকিবে। খুব ভিড় থাকিলে রমল করা সম্ভব না হইলে রমল ত্যাগ করতঃ চলিতে থাকিবে। আবার যখন সম্ভব হইবে তখন রমল করতঃ চলিবে। যথা সম্ভব কাবা শরীফের কাছাকাছি হইয়া তওয়াফ করিবে।

এইবার যখন মুলতাযামের সামনে আসিবে তখন পাঠ করিবে -

" اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْحَرَمُ حَرَمُکَ وَ الْاَمْنُ اَمْنُکَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ فَاَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ "

আল্লাহুম্মা হাজাল বায়তু বায়তুকা অল হারামু হারামুকা অল আমুন আমনুকা অ হাজা মাকামুল আইযে বিকা মিনান্নারি ফা আজিরনী মিনান্নারি। দুয়া পাঠ করা সম্ভব না হইলে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবেন।

এইবার রুকনে ইয়ামানির সামনে আসিয়া পাঠ করিবেন -



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْا اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلِبِ فِيْ الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ "

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাশ্ শাককি অশ্ শিরকি অশ্ শিকাকি অন্‌নিফাকি অ সুইল মুনকালিবি ফিল মালি অল আহলি অল অলাদি।

মীযাবে রহমাতের সামনে আসিয়া পাঠ করিবেন -

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِيَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا "

আল্লাহুম্মা আযিল্লানী তাহতা যিল্লি আরশিকা ইয়াউযা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা অলা বাকী ইল্লা অজহুকা অসকি নী মিন হাউযি নাবীইকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শারবাতান হানিয়া তাল্ লা আযমাউ বা'দাহা আবাদা।

রুকনে শামীর সামনে আসিয়া পাঠ করিবে -

" اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَّ سَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَافِيْ الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِيْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ "

আল্লাহুম্মাজ আলহু হাজ্জাম মাবরুরঁউ অ সা'ইয়াম মাশকু রাঁউ অ যামবাম মাগফূরাউ অ তিজা রাতাল লানতা বুরা - ইয়া আলিমা মাফিস্ সুদূরি আখরিজনী মিনায় যুলূমাতি ইলাল নূরি।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) তওয়াফের নিয়াত করিবার সময় হাত তুলিতে হইবে না। কিছু কিছু তওয়াফকারী তওয়াফের নিয়াত করিবার সময় কানে হাত উঠাইয়া থাকে, ইহা বিদয়াত।

(খ) রুকনে ইয়ামানীতে পৌছিয়া সম্ভব হইলে দুই হাত দ্বারা অথবা ডান হাত দিয়া ছোঁয়া বর্কাতময় কাজ। কেবল বাম হাত দিয়া ছুঁইবেনা। ইচ্ছা করিলে রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন দিতে পারিবে। কিছু সম্ভব না হলে হস্তদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করতঃ চুম্বন দিয়া এই দুয়া পাঠ করিবে -

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ "



pdf By Syed Mostafa Sakib



আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকাল আঁফওয়া অল আঁফিয়াতা ফিদ্‌দ্বীনে অদ্দুনিয়া অল আখিরাহ।

(গ) রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকীকে ছোঁয়া অথবা চুম্বন দেওয়া কিছুই নাই। অবশ্য এইস্থানে দুয়া কবুল হইয়া থাকে। এই স্থানে সত্তর হাজার ফিরিশতা দুয়ার উপরে আমীন বলিয়া থাকেন। এইজন্য এইস্থলে নিজের জন্য, নিজের সমস্ত আত্মীয় স্বজনের জন্য ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য দুয়া করিবে। আর যদি কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে যথেষ্ট।

(ঘ) তওয়াফ করিবার সময় দুয়া অথবা দরূদ শরীফ পাঠ করিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে না, বরং চলিতে চলিতে পাঠ করিতে হইবে। দুয়া ও দরূদ শরীফ খুব চিৎকার করিয়া পড়িতে হইবে না, বরং মৃদু শব্দে পাঠ করিবে।

(ঙ) কাবা শরীফের চারিদিকে ঘুরিয়া হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌছিয়া গেলে এক ফেরা হইবে। এই প্রকার সাত ফেরায় এক তওয়াফ হইয়া থাকে। এই তওয়াফকে তওয়াফে কুদূম বলা হইয়া থাকে। তওয়াফে কুদূম হইল মাসনুন। এই তওয়াফ যাহারা মীকাতের বাহির থেকে আসিয়া থাকে তাহাদের জন্য। মীকাতের মধ্যে যাহারা বসবাস করিয়া থাকে তাহাদের জন্য এই তওয়াফে কুদূম নাই।

## তওয়াফ সম্পর্কে মসলা

তওয়াফে নিয়াত করা ফরজ। বিনা নিয়াতে তওয়াফ হইবে না। অবশ্য এই নিয়াত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। আরো মনে রাখিতে হইবে যে, নিয়াত ভুল হইলে তওয়াফ ভুল হইবে না। তওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে। যেমন কোন ব্যক্তি দশই জিলহাজ যে তওয়াফ করিয়াছে তাহাতে তওয়াফে যিয়ারত আদায় হইয়া গিয়াছে, নিয়াত যাহাই থাকুক না কেন। তওয়াফ করিবার যে তরীকা বর্ণিত হইয়াছে যদি কোন ব্যক্তি উহার বিপরীত করিয়া থাকে, যেমন হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ আরম্ভ না করিয়া অন্য স্থান থেকে আরম্ভ করিয়াছে অথবা বামদিক থেকে তওয়াফ শুরু করিয়াছে, এইরূপ ভুল তওয়াফ করিলে পুনরায় তওয়াফ করিতে হইবে। আর যদি মক্কা শরীফ থেকে চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে।

তওয়াফের সাত চক্র শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন যদি ইচ্চাকৃত অষ্টম চক্র আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা এক নতুন তওয়াফ আরম্ভ হইয়া

গিয়াছে। সুতরাং সাত চক্র দিয়া তওয়াফকে পূর্ণ করিতে হইবে।

কেহ যদি ভুল করতঃ ছয় চক্র হইয়াছে মনে করিয়া অষ্টম চক্র আরম্ভ করিয়া থাকে, পরে মনে হইয়া গিয়াছে যে, সাত চক্র হইতেছে, তাহা হইলে এই সপ্তম চক্রে সমাপ্ত করিয়া দিবে।

কয় চক্র হইতেছে যদি ইহাতে কাহারো সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদি তওয়াফ ফরজ অথবা অয়াজিব হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় চক্র শুরু করিতে হইবে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত মনে রহিয়াছে তাহার পর থেকে সাত চক্র সমাপ্ত করিবে। আর যদি তওয়াফ ফরজ অথবা অয়াজিব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজের প্রবল ধারনার উপরে আমল করিবে।

তওয়াফ মসজিদুল হারামের ভিতর হইতে হইবে। মসজিদের বাহির থেকে তওয়াফ করিলে তওয়াফ হইবে না।

যে ব্যক্তি কোন রুগী বা অসুস্থ ব্যক্তিকে তওয়াফ করাইয়াছে এবং নিজের তওয়াফের নিয়াতও করিয়াছে, তাহা হইলে উভয়ের তওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে।

তওয়াফ করিতে করিতে অজু করিতে চলিয়া গিয়াছে অথবা নামাজ আরম্ভ হইয়া যাইবার কারণে তওয়াফ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে অজু করিবার পরে অথবা নামাজের পরে যে পর্যন্ত তওয়াফ হইয়া গিয়াছিলো তাহার পর থেকে শুরু করিবে।

প্রথম তিন চক্রে রমল সুন্নাত। যদি প্রথম চক্রে না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রে করিবে। আর যদি প্রথম তিন চক্রে না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাকী চক্রগুলিতে করিবে না।

তওয়াফ আরম্ভ করিবার পর ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হইলে বিনা রমলে তওয়াফ করিয়া নিবে। রমলের জন্য তওয়াফ বন্ধ রাখিবেনা। যেখানে সুযোগ পাইবে রমল করিয়া নিবে।

যদি ধারণা করিয়া থাকে যে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে ভিড় কম হইয়া যাইবে এবং রমল করা সম্ভব হইবে, তাহা হইলে অপেক্ষা করতঃ তওয়াফ শুরু করিবে।

তওয়াফের পরে আর 'ইজতেবা' করিতে হইবে না। তওয়াফের পরে যে নামাজ পড়িতে হইয়া থাকে, তাহা ইজতেবা অবস্থায় পড়া মাকরুহ।





# তওয়াফের নামাজ

তওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহীমে আসিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িতে হইয়া থাকে। এই নামাজ অয়াজিব। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে তাহার অগ্র পশ্চাতের পাপ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

খুব ভিড় থাকিবার কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়া সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাসজিদুল হারামের যেখানে সেখানে পড়িয়া নিলে হইবে।

মাকামে ইবরাহীমের পরে এই নামাজের জন্য সবচাইতে উত্তম স্থান হইল কাবা শরীফের ভিতর পড়া। তারপর হাতীমের মধ্যে মীযাবে রহমাতের নিচে। তারপর হাতীমের মধ্যে যে কোন স্থানে, তারপর কাবা শরীফের কোন সংলগ্ন স্থানে। তারপর মাসজিদুল হারামের কোন স্থানে। তারপর মক্কার হারাম শরীফের মধ্যে যে কোন স্থানে।

যদি মাকরূহ অয়াক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফের পরে সঙ্গে সঙ্গে তওয়াফের নামাজ পড়া সুন্নাত। আর যদি না পড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারা জীবনে যখন পড়িবে আদায় হইয়া যাইবে। কোন সময় এই নামাজ কাজা হইয়া থাকে না। অবশ্য বিলম্বে পড়া হইল সুন্নাতের খেলাফ।

যে তওয়াফের পরে সায়ী রহিয়াছে সেই তওয়াফের নামাজের পরে মুলতাজামের নিকট যাইবে এবং হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী স্থানে কাবা শরীফকে জড়াইয়া ধরিবে। নিজের সীনা ও পেট এবং কখনো ডান চোয়াল এবং কখনো বাম চোয়াল, কখনো সমস্ত মুখমণ্ডল কাবার উপরে রাখিবে। অতঃপর দুই হাত মাথা থেকে উঁচু করিয়া দেওয়ালের উপর রাখিবে কিংবা ডান হাত কাবার দরওয়াজার উপরে এবং বাম হাত হাজরে আসওয়াদের দিকে লম্বা করিয়া দিবে। তারপর এই দুয়া পাঠ করিবে -

"يَا وَاجِدُ يَامَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّىْ نِعْمَةً اَوْ اَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ"

ইয়া অয়াজিদু ইয়া মাজিদু লা তুযিল আন্নী নি'মাতান আন্ আম্তাহা আলাইয়া। অথবা দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

তারপর যমযমের নিকট আসিয়া কা'বার দিকে মুখ করতঃ দাঁড়াইয়া তিন শ্বাসে পেট ভরিয়া পানি পান করিবে। যমযম পান করিবার সময় পাঠ



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবে -

" اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّ شِفَاءً مِّنْ کُلِّ دَاءٍ "

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ইলমান নাফিয়া অ রিযকান অসিয়া অ আমালাম মুতা কাব্বালা অ শিফায়াম মিন কুল্লি দাইন।

যম্‌যম্ পান করিবার সময় দুয়া কবুল হইয়া থাকে। সুতরাং ভিন্ন সময়ে ভিন্ন দুয়া করিবে। কখনো ইশ্‌কে রসূল বেশি হইবার জন্য, কখনো আযাবে কবর থেকে নাজাত পাইবার জন্য, কখনো কখনো ইল্ম ও আমলের বর্কাতের জন্য দুয়া করিবে।

# সাফা ও মারওয়ার সায়ী

যদি কোন প্রকার ক্লান্তি না থাকে, তাহা হইলে সাফা ও মারওয়াহ সায়ী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে। সায়ী করিবার জন্য আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে আসিয়া পূর্বের ন্যায় তাকবীর ইত্যাদি বলিয়া সরাসরি অথবা ইঙ্গিতে চুম্বন করতঃ কাবার দিকে মুখ করিয়া -

" اَللّٰهُ اَکْبَرُ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَللّٰهُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ "

"আল্লাহু আকবার অ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল হামদু লিল্লাহ" পাঠ করতঃ দরূদ শরীফ পড়িতে পড়িতে 'বাবে সাফা' থেকে সাফার দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবে। এখন অকারণে সায়ী না করা সুন্নাতের খেলাফ।

সায়ী করিবার জন্য সাফার দরওয়াজা থেকে সাফার দিকে যাওয়া মুস্তাহাব। এইবার সায়ী করিবার জন্য নিয়াত করিবেন -

" اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَیَسِّرْهُ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ "

"আল্লাহু ইন্নী উরীদুস্ সা'ইয়া বাইনাস্ সফা অল মারওয়াতে ফা ইয়াস্‌সিরহু অ তাকাব্বালহু মিন্নী।" এইবার সাফা থেকে মারওয়ার দিকে চলিতে থাকিবেন। সাফা থেকে সামান্য দুরে সবুজ রঙের মাইল চলিয়া আসিবে। এখন থেকে দৌড়ানো আরম্ভ করিবে, যতক্ষণ না দ্বিতীয় সবুজ মাইল অতিক্রম করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় মাইল অতিক্রম করিবার পরে স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকিবে এবং বার বার এই দুয়া পাঠ করিতে থাকিবে -

" لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ وَهُوَ لاَ یَ





الْخَیْرُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْئٍ قَدِیْرٌ "

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইমীতু অহুয়ালা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খয়রু অহুয়া আলা কুল্লী শাইইন ক্বাদীর।

মারওয়াতে পৌঁছিয়া খুব দুয়া দরূদ পাঠ করিতে থাকিবে। এই পর্যন্ত এক ফেরা হইয়া গিয়াছে। আবার সাফার দিকে চলিতে থাকিবেন। সবুজ মাইল দুইটি দৌড়াইয়া অতিক্রম করিবেন। তবে তীব্র গতিতে নয় যে, কাহারো কষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে যাওয়া ও আসার মাধ্যমে মারওয়াতে সাত ফেরা সমাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহাকে সায়ী বলা হইয়া থাকে। দুই মাইলের মাঝখানে না দৌড়াইয়া স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা অথবা সাফা থেকে মারওযা পর্যন্ত দৌড়াইয়া যাওয়া সুন্নাতের খেলাফ কাজ। অবশ্য ইহাতে না দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে, না সাদকা দেওয়া অয়াজিব হইবে। ভিড়ের কারণে দৌড়ানো সম্ভব না হইলে দৌড়াইবার মত করিয়া চলিবে।

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যদি কেহ মারওয়া থেকে সায়ী আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সাফায় পৌঁছিবার পর যে এক ফেরা হইয়াছে তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। এইবার সাফা থেকে মারওয়া গমন করিলে এক ফেরা হইবে।

প্রথমে তওয়াফ, তারপরে সায়ী করা শর্ত। তওয়াফের পূর্বে সায়ী করিলে সায়ী হইবে না। অনুরূপ মাত্র তিন ফেরা তওয়াফ করিবার পরে সায়ী করিলেও তাহা হইবে না। সায়ীর জন্য আরো শর্ত হইল ইহ্‌রাম। চাই এই ইহ্‌রাম হজের হউক অথবা উমরার হউক।

আরফায় অবস্থানের পূর্বে যদি কেহ হজের সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে সায়ীর সময়ে ইহ্‌রাম থাকা শর্ত। আর যদি আরফায় অবস্থানের পরে সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহ্‌রাম খুলিয়া সায়ী করা সুন্নাত।

উমরার সায়ীতে ইহ্‌রাম থাকা অয়াজিব। যদি কেহ তওয়াফের পরে মাথা নেড়া করিয়া সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে সায়ী হইয়া যাইবে কিন্তু অয়াজিব ত্যাগ করিবার কারণে দম দেওয়া অয়াজিব হইবে।

সায়ী করিবার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। মহিলাদের মাসিকের অবস্থায়



pdf By Syed Mostafa Sakib

ও পুরুষের নাপাক অবস্থায় সায়ী করা জায়েজ।

পায়ে হাঁটিয়া সায়ী করা অয়াজিব। অকারণে কাহারো কাঁধে অথবা কোনো গাড়িতে বসিয়া সায়ী করিলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে।

সাবধান! খুব সাবধান! মহিলাদের জন্য সব সময়ে সব জায়গায় পরদা ফরজ। তওয়াফ ও সায়ী করিবার সময়ও তাহাদের বেপরওয়া চলা জায়েজ হইবে না। কোন সময়ে কোন সওয়াবের কাজ করিবার জন্য পুরুষদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে না। ইহাতে সওয়াব হইবেনা, বরং গোনাহ হইবে। একটি গোনাহ হইবে না, বরং একলক্ষ গোনাহ্ হইবে। কারণ, হে মহিলাগন! তোমরা তো এখন রহিয়াছো মক্কা মুয়াজ্জামাতে। এখানে একটি পাপ করিলে এক লক্ষ পাপ হইয়া থাকে। সুতরাং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার জন্য পুরুষদের সহিত ধাক্কা ধাক্কি করিবেনা। তওয়াফের সময়ে যথা সম্ভব পুরুষদের মধ্যে ঢুকিবে না। অনুরূপ সায়ী করিবার সময়ও খেয়াল রাখিবে। পুরুষগনের উচিত, তাহারা যেন নিজ নিজ রমনীদিগকে খুব ডাঁটিয়া রাখিয়া থাকে। অন্যথায় সবাই গোনাহ্গার হইয়া যাইবে।

যদি মাকরূহ অয়াক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সায়ী করিবার পর দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। অবশ্য এই দুই রাকয়াত মসজিদে পড়া উত্তম। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সায়ী করিবার পর হাজরে আসওয়াদের সামনে শুভাগমন করতঃ মাত্বাফের ধারে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়াছেন।

সায়ী করিবার সময় যদি সেখানে নামাজ আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে সায়ী ত্যাগ করতঃ নামাজ পড়িয়া নিবে এবং নামাজের পর যে পর্যন্ত সায়ী হইয়াছে তাহার পর থেকে করিবে।

মক্কা শরীফে পৌঁছিবার পরে যে তওয়াফ করা হইয়া থাকে, সেই তওয়াফকে তওয়াফে কুদূম বলা হইয়া থাকে। যদি কেহ মক্কায় না পৌঁছিয়া সরাসরি আরফায় পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আর তওয়াফে কুদূম করিতে হইবে না। কিন্তু ইহা হইল সুন্নাতের খেলাফ কাজ। অবশ্য এই তওয়াফে কুদূম না করিবার কারণে তাহার প্রতি দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে না।

## মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কর্তন

সমস্ত মাথা নেড়া করাকে হালাক বলা হয় এবং কেশ কাটিয়া দেওয়াকে বলা হয় তাকসীর। হালাক হইল উত্তম, তাকসীর জায়েজ। রমনীদের জন্য





হালাক হারাম। মহিলাগন কেবল এক ইঞ্চি পরিমান চুলের অগ্রভাগ কর্তন করিয়া দিবে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মস্তক মুণ্ডন কারীদের জন্য তিন বার রহমাতের দুয়া করিয়াছেন এবং কেশ কর্তনকারীদের জন্য একবার দুয়া করিয়াছেন। তওয়াফে ও সায়ীর পরে হাজী অথবা উমরাহকারী হালাক করিতে পারে অথবা কেশ কর্তন করিতে পারে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তামাত্তু হজকারী মিনার কুরবানীর জন্য যদি জানোয়ার সঙ্গে লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য উমরার পরে ইহ্রাম খুলিয়া ফেলা জায়েজ হইবে না, বরং কিরান হজকারীর ন্যায় ইহ্রাম অবস্থায় থাকিবে এবং লাব্বাইক বলিতে থাকিবে দশই জিলহাজ্ রামি করিবার সাথে সাথে লাব্বাইক ত্যাগ করিবে। অতঃপর কুরবানী করিবার পরে হালাক - মস্তক মুণ্ডন করিয়া অথবা কেশ কাটিয়া ইহরাম থেকে বিরত হইয়া যাইবে। অতঃপর তামাত্তু হজকারী আটই জিলহাজ পর্যন্ত বিনা ইহ্রামে থাকিতে পারে। অবশ্য শীঘ্র হজের ইহ্রাম বাঁধিয়া নেওয়া উত্তম।

তওয়াফে কুদূম করিবার সময় ইজ্তিবা, রমল এবং সাফা, মারওয়ার সায়ী জরুরী নয়। তওয়াফে যিয়ারতের সময়ে এই কাজগুলি করিয়া দিলে হইবে।

## মক্কা শরীফে অবস্থান কালে

যাহারা মক্কা শরীফে অবস্থান করতঃ মিনা শরীফে যাইবার জন্য ৮ই জিলহাজের অপেক্ষায় রহিয়াছেন তাহারা ৮ই জিলহাজের পূর্ব পর্যন্ত যত বেশি সম্ভব তওয়াফ করিতে থাকিবেন। এই তওয়াফে না ইজ্তিবা করিতে হইবে, না রমল, না সায়ী করিতে হইবে। কেবল তওয়াফ আর তওয়াফ। কারণ, মক্কা মুয়াজ্জামাতে বিদেশীদের জন্য তওয়াফ করা হইল সবচাইতে উত্তম ইবাদত। দেশে ফিরিবার পর আপনি কোরয়ান শরীফ তিলায়াত করিতে পারিবেন। আবার নফল নামাজও পড়িতে পারিবেন কিন্তু তওয়াফ করিবার সুযোগ পাইবেন না। তবে তওয়াফে প্রত্যেক সাত ফেরার পরে মাকামে ইবরাহীমে আসিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিলাগনকে গভীর রাতের দিকে তওয়াফ ও সায়ী করিবার জন্য নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, এই সময়ে তুলনামূলক ভিড় কম হইয়া থাকে। মহিলাগন নিজ নিজ বাসায় নামাজ পড়িয়া নিবে। ইহাই হইল তাহাদের জন্য বেশি সওয়াবের কারণ। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - মহিলার জন্য আমার মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষা বাড়ীতে নামাজ পড়া বেশি সওয়াব। তবে মক্কা মুয়াজ্জামাতে থাকাবস্থায় প্রত্যেক দিন মহিলাগন সুযোগ মত একবার তওয়াফ করিয়া নিবে এবং মদীনা শরীফে থাকাকালীন প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় সলাত ও সালাম পাঠ করিবার জন্য হুজুর পাকের দরবারে হাজির হইবে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিনা অজুতে নফল তওয়াফ করা হারাম। অনুরূপ কাবা শরীফকে ডান হাতের দিকে রাখিয়া উল্টো ভাবে তওয়াফ করা হারাম। অনুরূপ সাত ফেরার কম তওয়াফ করা হারাম।

তওয়াফের মধ্যে অনেকগুলি জিনিষ মাকরূহ রহিয়াছে। যথা - ফজূল কথা বলা, ক্রয় বিক্রয় করা, নাপাক অবস্থায় তওয়াফ করা, ইমামের খুতবা পাঠ করিবার সময়ে তওয়াফ করিতে থাকে, তওয়াফ করিবার সময়ে আহার করা, পেশাব পায়খানা ও বায়ুকে চাপিয়া রাখিয়া তওয়াফ করা ইত্যাদি। তওয়াফ ও সায়ী করিবার সময়ে সালাম দেওয়া নেওয়া করা, প্রয়োজনে মসলা জিজ্ঞাসা করা বা ফতওয়া দেওয়া জায়েজ।

## মিনা শরীফে রওয়ানা

কাবা শরীফের কোন ওহাবী ইমাম অথবা কোন ওহাবী আলেমের নিকট থেকে কোন মসলা মাসায়েল শুনিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। ৭ই জিলহাজ জোহরের নামাজের পর মসজিদে হারামে কাবার ইমাম খুতবাহ্ দিয়া থাকেন এবং এই খুতবার মধ্যে মিনা ও আরফায় অবস্থান সম্পর্কে কিছু মসলা মাসায়েল বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার কোন অয়াজ নসীহত শুনিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। কারণ, বর্তমানে কাবার সমস্ত ইমাম হইলেন ওহাবী।

৮ই জিলহাজকে ইয়াউমুত্ তারবীহ বলা হয়। যাহারা ইহ্রাম বাঁধেন





নাই তাহারা এখনই ইহরাম বাঁধিয়া নিন। ভাল করিয়া গোসল করতঃ মাসজিদুল হারামে আসিয়া একটি তওয়াফ করিয়া নিবেন। তওয়াফের পরে দুই রাকায়াত তওয়াফের নামাজ পড়িয়া নিবেন। তারপর ইহ্রামের সুন্নাতের নিয়াতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া নিবেন, অতঃপর হজের নিয়াত করিবেন এবং লাব্বাইক বলিতে থাকিবেন, যখন সূর্য ভালভাবে প্রকাশ হইয়া যাইবে তখন মিনায় রওয়ানা হইয়া যাইবেন। যদি কেহ সূর্য উদয়ের পূর্বে চলিয়া যায় তাহাও জায়েজ হইবে। অবশ্য সূর্য উদয়ের পরে যাওয়া উত্তম। যদি কেহ সূর্য ঢলিয়া যাইবার পরে যায় তাহাও জায়েজ হইবে কিন্তু জোহরের নামাজ মিনা শরীফে আদায় করিতে হইবে।

সম্ভব হইলে পায়ে হাঁটিয়া মিনা শরীফে যাইতে হইবে। ইহাতে বহু বেশি সওয়াব রহিয়াছে। যতদিন মক্কা শরীফে ফিরিয়া না আসা হইবে ততোদিন প্রতি কদমে কদমে সাত কোটি করিয়া সওয়াব লেখা হইবে। ইয়া আল্লাহ! আমার সুন্নী ভাইদিগকে পায়ে হাঁটিয়া যাইবার তাওফীক দান করিও। রাস্তায় চলিবার সময়ে কোন প্রকার বাজে গল্পে সময় ব্যয় না করিয়া কেবল লাব্বাইক দোয়া ও দরূদ শরীফের মধ্যে থাকিতে হইবে। এইবার মিনা শরীফ সামনে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই দুয়া পাঠ করিবেন -

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ مِنًى فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَآئِكَ

আল্লাহু হাজিহী মিনা ফামনুন আলাইয়া বিমা মানানতা বিহী আলা আউলিয়াইকা।

মিনা শরীফে রাত কাটাইতে হইবে। মিনা শরীফে ৮ই জিলহাজের জোহর থেকে ৯ই জিলহাজের ফরজ পর্যন্ত পাঁচ অয়াক্তের নামাজ আদায় করিতে হইবে। সম্ভব হইলে এই নামাজগুলি মসজিদে খায়েফ এ আদায় করিতে হইবে। মিনা শরীফে অবস্থান করা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত। আজকাল বহু ওহাবী লোকেরা মিনাতে অবস্থান না করিয়া সরাসরি আরফায় চলিয়া যাইতেছে। খবরদার! খবরদার! কোন ওহাবী শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া হুজুর পাকের সুন্নাত ত্যাগ করিবেন না। সামনে সারা জীবন আরাম করিবার জন্য রহিয়াছে। মিনা শরীফে সারা রাত্রী জাগিয়া ইবাদত করিবার চেষ্টা করিবেন। সম্ভব না হইলে কমপক্ষে কাফেলার সহিত ঈশা ও ফজরের নামাজ জামায়াত করতঃ পড়িয়া নিবেন। ইহাতে সারা রাত ইবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যাইবে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

আজ ৯ই জিলহাজ্। এখনই আরফাতের দিকে রওয়ানা হইতে হইবে। সুতরাং মনের মাঝ থেকে দুনিয়ার মুহাব্বতের ঠাকুরগুলিকে বাহির করিয়া দিয়া দিল্‌কে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালি করিয়া ফেলিতে হইবে। আজ একদলের হজ কবূল হইবে এবং একদল মাহরূম হইয়া ফিরিবে। সুতরাং কাহারো সহিত কোন প্রকার বিতর্কে যাইবে না। একমাত্র নিজের অতীত জীবনের দিকে খেয়াল করতঃ পাপগুলিকে মাফ করাইবার জন্য দরবারে ইলাহীতে কান্না কাঁটার মধ্যে কাটাইতে হইবে। যেমন সূর্য মসজিদে খায়েফের সামনে থেকে দেখা দিবে তখনই আরফার দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) যাহারা ৮ই জিলহাজ্ মিনা শরীফে না গিয়া মক্কা শরীফে আরফার রাত কাটাইয়া ৯ই জিলহাজ্ ফজরের পরে সরাসরি মিনার উপর দিয়া আরফায় পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহাদের হজ হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে ত্যাগ করতঃ অন্যায় করিয়াছে। অনুরূপ যাহারা মিনায় অবস্থান করিয়াছে কিন্তু সূর্য উদয় হইবার পূর্বে খুব ভোর ভোর আরফায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছে তাহারও একটি সুন্নাত ত্যাগ করিবার কারণে অন্যায় করিয়াছে।
(খ) আরফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম। সুতরাং সঙ্গে মহিলা থাকিলে খুব সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে। খোদা না করিয়া থাকেন, হারাইয়া গেলে উভয়ের চঞ্চলতার শেষ থাকিবে না। আজইতো আপনাদের হজের দিন, আজই তো নিজেদের অতীত জীবনের আমলের দফতর দরবারে ইলাহীতে দেখাইয়া সংশোধন করিয়া নেওয়ার দিন। প্রয়োজন ছাড়া কেহ কাহারো সহিত কোন কথা বলিবে না। কেবল প্রয়োজন মতো পানাহার করিয়া নিতে হইবে। তারপর বাকী সময় ফানা ফিল্লাহ হইয়া যাইতে হইবে। ইয়া আল্লাহ! সুন্নী ভাইদিগকে ফানা ফিল্লাহর স্তরে পৌঁছিয়া দাও।
(গ) আজ গোসল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। একান্ত সম্ভব না হইলে অজু করিয়া নিতে হইবে।

## আরফায় জোহর ও আসর

সুন্নীভাইগন! খুব মনোযোগ দিয়া মসলাটি জানিয়া নিবেন। আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আসরের নামাজ এক সঙ্গে পড়িবার নির্দেশ। এই নির্দেশ





কাহাদের জন্য তাহা জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই নির্দেশ তাহাদের প্রতি যাহারা ইমামের সহিত জোহরের নামাজ জামায়াতে পড়িবে। যেহেতু বর্তমানে কাবা শরীফের ইমামগন হইলেন ওহাবী। এই কারণে না তাহাদের পশ্চাতে কাবা শরীফে নামাজ হইবে, না আরাফাতের ময়াদানে মসজিদে নামেরাহ্‌তে নামাজ হইবে। অতএব, আপনারা কেহ আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামেরাতে না ইমামের খুতবাহ শুনিবার চেষ্টা করিবেন, না তাহার পিছনে নামাজ পড়িবেন। যাহারা একা একা নামাজ পড়িবে অথবা নিজেদের তাঁবুতে নিজেরা জামায়ত করিয়া নামাজ পড়িবে, তাহারা জোহরের অয়াক্তে জোহর ও আসরের অয়াক্তে আসর পড়িবে। খবরদার! জোহরের অয়াক্তে আসর পড়িবেন না।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আরফায় অবস্থান করিবার সময় হইল ৯ই জিলহাজ সূর্য ঢালিয়া যাওয়া থেকে ১০ই জিলহাজের ফজর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আরফার ময়দানে যাহারা কমপক্ষে সামান্য সময়ের জন্য অবস্থান করে নাই তাহাদের হজ হয় নাই।
(খ) আরফার ময়দানে উপস্থিত না হইবার কারণে যাহার হজ হয় নাই, তাহার জন্য হজের বাকী কাজগুলি বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার হজের ইহ্‌রাম উমরার ইহ্‌রাম হইয়া যাইবে। সুতরাং সে এখন উমরাহ করিবার পর ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলিবে এবং আগামী বৎসর হজের কাজা আদায় করিবে।
(গ) যে ব্যক্তি ভিড়ের ভয়ে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে আরাফাতের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহার উপরে দম্ দেওয়া অয়াজিব। তবে যদি সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে পুনরায় আরফার সীমার মধ্যে চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে না।

## আরফা থেকে মুজদালফা

হাজীগণ! এখন তো আপনারা আরফার ময়দানে রহিয়াছে। সূর্য অস্ত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত এখানে থাকিতে হইবে। এখন সূর্য অস্ত চলিয়া গিয়াছে। এইবার মুজদালিফার দিকে রওয়ানা হইয়া যান। না আরফায় মাগরিবের নামাজ



pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়িবেন, না রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়িবেন। মাগরিবের অয়াক্তের মধ্যে মাগরিবের নামাজ পড়া নাজায়েজ। সারা রাস্তা খুব জিকির আজকারের মধ্যে থাকিবেন এবং খুব লাব্বাইক পাঠ করিতে থাকিবেন।

মুজদালিফায় উপস্থিত হইবার পরও যদি মাগরিবের অয়াক্ত বাকী থাকে, তাহা হইলে খবরদার! মাগরিবের নামাজ এখন পড়িবেন না। আজ মাগরিবের নামাজ মাগরিবের অয়াক্তে পড়া পাপের কাজ। যদি কেহ ভুল করিয়া পড়িয়া নিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশার অয়াক্তে আবার পড়িতে হইবে।

মুজদালিফায় যখন ঈশার অয়াক্ত হইয়া যাইবে তখনই কাজার নিয়াত করিয়া নয়, বরং আদায়ের নিয়াতে মাগরিবের নামাজের সালাম ফিরাইবার সাথে সাথে ঈশার ফরজ নামাজ পড়িয়া নিবেন। অতঃপর প্রথমে মাগরিবের সুন্নাত, তারপর ঈশার সুন্নাত, তারপর বিতির পড়িতে হইবে। এই নিয়ম একমাত্র তাহাদের জন্য যাহারা মুজদালিফায় অবস্থান করিতেছে। আর যাহারা কোন কারণে আরফায় রহিয়া গিয়াছে অথবা অন্য রাস্তা অবলম্বন করিয়াছে, মুজদালিফায় আসে নাই; তাহারা মাগরিবের অয়াক্তে মাগরিবের নামাজ পড়িয়া নিবে। অন্যথায় কাজা করিবার গোনাহ হইবে।

যদি কোন কারণে মুজদালিফায় পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে, ফজর হইয়া যাইবে, তাহা হইলে রাস্তায় মাগরিব ও ঈশা পড়িয়া নিবে। মুজদালিফায় আসিবার অপেক্ষা করিবে না।

আরফার ময়দানে জোহর ও আসরের জন্য এক আজান ও দুই ইকামাত এবং মুজদালিফায় মাগরিব ও ঈশার জন্য এক আজান ও এক ইকামাত। মাগরিব ও ঈশার মাঝখানে না কোন সুন্নাত পড়িবে, না কোন নফল পড়িবে, না কোন কাজ করিবে, যদি কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশার জন্য আবার ইকামাত দিতে হইবে।

মুজদালিফায় অবস্থান করিবার সময় হইল - ফজর থেকে সূর্য খুব পরিস্কার হইয়া যাওয়া পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কেহ অবস্থান না করিলে তাহার অকূফ বা অবস্থান হইল না। তবে যদি কেহ এই সময়ের মধ্যে এক মিনিটের জন্য এখান থেকে অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অকূফ আদায় হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি ফজরের পরে মুজদালিফায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার সুন্নাত ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতি দম অয়াজিব হইবে না, আর যে ব্যক্তি





ফজরের পূর্বে বিনা কারণে মুজদালিফা ত্যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য দম দেওয়া অয়াজিব।

# মিনা শরীফে রওয়ানা

যেহেতু মুজদালিফায় অবস্থান শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন মিনা শরীফের দিকে রওয়ানা হইয়া যাইতে হইবে। এখন এখান থেকে সাতটি ছোট ছোট পাথর কাঁকর কুড়াইয়া নিয়া নিবেন। কাঁকরগুলি খুব ক্ষুদ্র নয়। খেজুর আঁটির সমান। কাঁকরগুলি পবিত্র স্থান থেকে নিতে হইবে। তিন বার ধৌত করিয়া নিলে খুবই ভাল হইবে। কোন বড় পাথরকে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট করিয়া নিবেনা। কোন মসজিদের পাথর নেওয়া হইবে না, না যেখানে পাথর মারা হইতেছে সেখান থেকে নেওয়া হইবে। তিনদিন রামী করিবার মত সমস্ত পাথর মুজদালফা থেকে নেওয়া যাইতে পারে অথবা যে কোন স্থান থেকে নেওয়া যাইতে পারে। এইবার মিনা যাইবার পথে হাঁটিবার সময়ে খুব জিকির আজকার ও দরূদ শরীফ পাঠ করিবার মধ্যে থাকিতে হইবে এবং লাব্বাইক্ পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইবে।

মিনা ও মুজদালিফার মাঝখানে অদিয়ে মুহাস্সার নামক একটি স্থান রহিয়াছে। এইস্থানে ইয়ামানের বাদশা আবরাহা সৈন্য সামন্ত লইয়া কাবা শরীফকে ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়া অবস্থান করিয়া ছিলো। এই অভিশপ্তদের উপর আল্লাহর আযাব আসিয়াছিলো। এইজন্য অতি দ্রুত গতিতে হাঁটিয়া এই স্থানটি অতিক্রম করিতে হইয়া থাকে। মিনায় যাইবার পথে বাম হাতে যে পাহাড়টি পড়িয়া থাকে সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ হাত স্থান দ্রুত গতিতে অতিক্রম করিতে হইয়া থাকে। বর্তমানে এই স্থানের অবস্থা কেমন রহিয়াছে তাহা আমার জানা নাই। যাক, যদি এই স্থান বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই স্থান অতিক্রম করিবার সময় পাঠ করিবে -

"اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ"

আল্লাহুম্মা লা তাক্তুলনা বিগজাবিকা অলা তুহলিকুনা বি আজাবিকা অ আঁফিনা ক্বাবলা জালিক।

অতঃপর যখন মিনা শরীফ সামনে চলিয়া আসিবে তখন পাঠ করিবে

"اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ مِنًى فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ"



pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহুম্মা হাজিহী মানান ফামনুন আলাইয়া বিমা মানানতা বিহি আলা আউলিয়াইকা।

# জামরাতুল আকাবার রামী

মিনা শরীফে পৌঁছিবার পরে সর্ব প্রথম কাজ হইবে পাথর মারা। তাই প্রথমে জামরাতুল আকাবার নিকটে গিয়া কমপক্ষে পাঁচ হাত দুরে থাকিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া যাইবে যে, মিনা শরীফ থাকিবে ডান দিকে এবং কাবা থাকিবে বাম দিকে। এইবার জামরার দিকে মুখ করিয়া ডান হাতে পাথর নিয়া হাত খুব উঁচু করতঃ সাতটি পাথর পৃথক ভাবে মারিবে। যদি পাথরগুলি জামরা পর্যন্ত না পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে কমপক্ষে জামরার কাছে তিন হাতের মধ্যে পড়িতে হইবে। অন্যথায় ঐ পাথরটি গননার মধ্যে আসিবে না। প্রথম নিক্ষেপের পরে 'লাব্বাইক্' বন্ধ করিয়া দিবে। সাতটি পাথর নিক্ষেপ হইয়া যাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া গিয়া দুয়া দরূদ পাঠ করিতে থাকিবে। প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপ করিবার সময় পাঠ করিবে -

"بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطٰنِ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا"

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার রাগমান লিশ্‌শাইতানি রিদান লির্‌রহমানি আল্লাহুম্মাজ আলহু হাজ্জাম মাবরুরাউ অ সা' ইয়াম মাশকুরঁউ অ জামবাম মাগফুরা।

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) সাতের কমে পাথর মারা জায়েজ নয়। মোটেই না মারিলে অথবা কেবল তিনটি পাথর মারিলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। আর যদি কেবল চারটি পাথর মারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাকী তিনটি পাথরের বদলে সাদকা করিতে হইবে।

(খ) একের পর এক সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। দুই একটি মারিবার পর মাঝখানে কিছু করা সুন্নাতের খেলাফ। সমস্ত পাথর একসঙ্গে নিক্ষেপ করিলে একবার নিক্ষেপ বলিয়া গন্য হইবে। আরো বাকী ছয়টি পাথর নিক্ষেপ করিতে হইবে।

(গ) কাঁকরগুলি পাথরের হইতে হইবে এমন কথা নয়, মাটি জাতীয় হইলে





হইবে যাহাতে তাইয়াম্মুম করা জায়েজ।

(ঘ) জামরার আশপাশ থেকে কাঁকর উঠাইয়া নেওয়া মাকরূহ। কারণ, যে কাঁকরগুলি মাকবূল হয় নাই সেগুলি পড়িয়া থাকে। কোন নাপাক কাঁকর রামী করা মাকরূহ। কাঁকরগুলি ধুইয়া নেওয়া মুস্তাহাব।

(ঙ) প্রথম দিন রামী করিবার সময় হইল ১০ তারিখের ফজর থেকে এগারো তারিখের ফজর পর্যন্ত। তবে মাসনূন হইল যে, সূর্য উদয় থেকে যাওয়াল বা সূর্য ঢলিয়া যাওয়া পর্যন্ত। যাওয়াল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ। আর সূর্যাস্ত থেকে ফজর পর্যন্ত মাকরূহ। অনুরূপ ১০ তারিখের ফজর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত মাকরূহ। খুব জরুরী কারণে এই সময়ে রামী করিলে মাকরূহ হইবে না।

# হজের কুরবানী

১০ই জিলহাজ রামী করিয়া বা পাথর মারিবার পরে কুরবানী করিতে হইবে। এই কুরবানী বকরা ঈদের কুরবানী নয়, বরং হজের শুকরানা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কুরবাণী। এই কুরবানী কিরান হজ্‌কারী ও তামাত্তু হজকারীর প্রতি অয়াজিব। ইহারা ফকীর হইলেও অয়াজিব। ইফরাদ হজকারীর জন্য এই কুরবানী মুস্তাহাব, ধনী ব্যক্তি হইলেও মুস্তাহাব। অবশ্য এই কুরবানীর পশু ও ঈদের কুরবানীর পশুর একই হুকুম। বয়স ও দৈহিক দিক দিয়া সঠিক ও নিখুঁত হইতে হইবে।

কারিন বা কিরান হজাকারী, মুতামাত্তি বা তামাত্তু হজকারী যদি খুব দরিদ্র মানুষ হইয়া থাকে যে, কুরবানী করিবার কোন প্রকার সামর্থ নাই, তাহা হইলে তাহার জন্য দশটি রোযা রাখা অয়াজিব। তিনটি রোযা হজের মাসগুলিতে অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে জিলহাজের নয় তারিখ পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে এই সময়ের মধ্যে যখন ইচ্ছা তখন রোযাগুলি রাখিবে। এক সঙ্গে রাখা যাইতে পারে আবার পৃথক পৃথক রাখা যাইতে পারে। তবে উত্তম হইল যে, ৭ - ৮ - ৯ তারিখে তিনটি রোযা রাখিবে এবং বাকী সাতটি রোযা তেরই জিল হাজের পর যখন খুশি তখন রাখিবে। উত্তম হইল বাকী সাতটি রোযা দেশে ফিরিবার পর রাখিবে।

# মাথা নেড়া অথবা কেশ কাটা

কুরবানী করিবার পরে পুরুষগন মাথা নেড়া করিবে অথবা কেশ কাটিয়া ফেলিবে। অবশ্য নেড়া করাই হইল উত্তম। মহিলাদের জন্য মাথা নেড়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

করা হারাম। এক দেড় ইঞ্চি মত কেশ কাটিয়া ফেলিবে।

ইফরাদ হজকারী যদি কুরবানী করিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানীর পরে মাথা নেড়া করা মুস্তাহাব। অবশ্য নেড়া করিবার পরে কুরবানী করিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু কিরান হজকারী ও তামাত্তু হজকারীর জন্য কুরবানীর পরে মাথা নেড়া করা অয়াজিব। কুরবানীর পূর্বে মাথা নেড়া করিলে দম দেওয়া অয়াজিব।

কেশ কাটাইলে মাথায় যত কেশ রহিয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাটানো জরুরী। মাথা নেড়া ও কেশ কাটিবার সময় ১০, ১১, ১২ তারিখ। প্রথম দিন সবচাইতে উত্তম।

মাথায় চুল না থাকিলে তবু অস্ত্র বুলানো অয়াজিব। মাথায় ছোট চুল রহিয়াছে কিন্তু ফোঁড়া থাকিবার কারণে না নেড়া করা সম্ভব, না চুল কাটিয়া ফেলা সম্ভব, তাহা হইলে নেড়া হওয়া ও চুল কাটিয়া ফেলা সবই বাতিল হইয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তি নেড়া হওয়া অথবা কেশ কাটা ব্যক্তির ন্যায় হালাল হইয়া যাইবে। তবে কুরবানীর দিনগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত হালাল না হইয়া থাকা উত্তম।

মাথা নেড়া না করিলে অথবা কেশ না কাটিলে, তওয়াফ করা হইয়া গেলেও কোন জিনিষ হালাল হইবে না যে জিনিষগুলি ইহ্‌রামের অবস্থায় হারাম ছিলো।

বারো তারিখ পর্যন্ত মাথা নেড়া না করিলে অথবা কেশ না কাটিলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে। কারণ, এই কাজগুলির জন্য এই সময় হইল নির্ধারিত।

কোন অস্ত্র দ্বারা নেড়া না হইয়া অথবা কেশ না কাটিয়া যদি কোন রকম সাবান ইত্যাদি দ্বারা চুল দুর করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও জায়েজ হইবে।

খবরদার! নেড়া অথবা কেশ কাটিবার পূর্বে নোখ অথবা গোঁফ কাটিলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে।

## তওয়াফে যিয়ারত

এই তওয়াফকে তওয়াফে ফরজ ও তওয়াফে ইফাজা বলা হয়। এই তওয়াফ ১০ই জিলহাজ করা উত্তম। এই তওয়াফ করিবার সময় ইজতেবা





করিতে হইবে না। ইজতেবা বলা হয় ডান বগলের নিচে থেকে চাদর বাহির করিয়া নিয়া বাম কাঁধের উপর ফেলিয়া দেওয়া। (বাহারে শরীয়ত)

তওয়াফে যিয়ারত হইল হজের দ্বিতীয় ফরজ। এই তওয়াফের চারটি চক্র বা ফেরা হইল ফরজ। চার ফেরার কমে তওয়াফ করিলে হজ হইবে না। সম্পূর্ণ সাতফেরা পূর্ণ করা হইল অয়াজিব। যদি কেহ চার ফেরার পরে সহবাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে হজ হইয়া যাইবে। কিন্তু দম্ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

তওয়াফে যিয়ারত করিবার জন্য শর্ত হইল যে, প্রথম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা থাকিবে এবং আরফার অবস্থান হইয়া থাকিবে। আর অকারণে কাহারো কাঁধে উঠিয়া তওয়াফ করা হইবে না। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

বেহুঁশ ব্যক্তিকে কেহ নিজের কাঁধে করিয়া তওয়াফ করাইলে এবং নিজের যে কোন তওয়াফের নিয়াত থাকিলে উভয়ের তওয়াফ হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

দশই জিলহাজের ফজরের পূর্বে তওয়াফে যিয়ারত জায়েজ নয়। প্রত্যেক তওয়াফে নিয়াত থাকা শর্ত। বিনা নিয়াতে কোন তওয়াফ হইবে না। তবে তওয়াফে যিয়ারত কিংবা তওয়াফে কুদূমে এই প্রকার নিয়াত করা শর্ত নয়। যেমন কোন ব্যক্তি কোন হিংস্র পশুর অথবা কোন শত্রুর ভয়ে কাবা শরীফ সাত চক্র দিয়াছে। কিন্তু তওয়াফের নিয়াত ছিলো না। সুতরাং তাহার তওয়াফ হয় নাই। কিন্তু আরফার অকুফ বা অবস্থানের জন্য নিয়াত শর্ত নয়। কাহার ভয়ে আরফার উপর দিয়া অতিক্রম করিলে অকূফ আদায় হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত) হাজীদের জন্য মক্কায় ঈদুল আজহার নামাজ নাই। (রদ্দুল মাহতার)

কারিন ও মুফ্‌রিদ যদি তওয়াফে কুদূমে রমল ও সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফে যিয়ারতে রমল ও সায়ী কিছু করিতে হইবে না। অনুরূপ মুতামাত্তি হজের ইহ্‌রামের পরে কোন নফল তওয়াফে হজের রমল ও সায়ী দুই করিয়া থাকে, অথবা কেবল সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফে যিয়ারতে রমল ও সায়ী কিছু করিতে হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

দুর্বল ব্যক্তি অথবা মহিলা মানুষ ভিড়ের কারণে যদি দশ তারিখে যাইতে না পারে তাহা হইলে এগারো তরিখে যাইবে। এগারো তারিখে যাইতে না পারিলে বারো তারিখে যাইবে। ইহার পরে অকারণে বিলম্ব করিলে গোনাহ



pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে এবং দম দিতে হইবে। তবে যদি কোন মহিলার মাসিক হইয়া যায়, তাহা হইলে পাক হইবার পরে তওয়াফে যিয়ারত করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

এই তওয়াফের পরে রমনীগন হালাল হইয়া যাইবে। এই তওয়াফ না করিলে রমনীগন বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেলেও হালাল হইবে না। (আলামগিরী)

দশ, এগারো ও বারো তারিখের রাতগুলি মিনা শরীফে কাটানো সুন্নাত। তওয়াফ করিবার জন্য কাবাতে উপস্থিত হইলেও ফিরিয়া আসিয়া মিনাতে রাত কাটাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

## বাকী দিনগুলির রামী

এগারো তারিখ জোহরের নামাজের পরে পাথর মারিবার জন্য যাইতে হইবে। প্রথমে জামরায় উলাকে পাথর মারিবে। তারপর জামরায় উসতাকে পাথর মারিবে। তারপর জামরাতুল আকাবাকে পাথর মারিবে।

অনুরূপ বারো তারিখে জাওয়ালের পরে তিনটি স্থলে পাথর মারিতে হইবে। বারো তারিখে রামী করিবার পরে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে মক্কা শরীফে চলিয়া যাওয়া জায়েজ। কিন্তু সূর্য অস্ত যাইবার পরে যাওয়া দোষনীয়। তের তারিখে দুপুরের পরে রামী করতঃ মক্কা শরীফ রওয়ানা হইয়া যাওয়া উত্তম। মোটকথা, কোন কারণ বশতঃ তের তারিখ সকাল হইয়া গেলে বিনা রামীতে যাওয়া জায়েজ নয়। রামী না করিয়া তের তারিখে মক্কা শরীফে চলিয়া গেলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এগারো ও বারো তারিখে পাথর মারিবার সময় হইল সূর্য ঢলিবার পর থেকে সকাল পর্যন্ত। কিন্তু রাতে পাথর মারা মাকরূহ।

তের তারিখে পাথর মারিবার সময় হইল সকাল থেকে সূর্য ঢালিয়া যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু সকাল থেকে সূর্য ঢলিয়া যাওয়া পর্যন্ত মাকরূহ সময়। সূর্য ঢলিবার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাসনূন সময়।

দশ, এগার ও বারো তারিখে বিনা কারণে রাতে পাথর মারা মাকরূহ। যদি রাতেও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাজা হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়





দিনে কাজা করিতে হইবে এবং কাফ্ফারা দিতে হইবে। কাজ আদায় করিবার সময় হইল তের তারিখে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। যদি এই সময়ের মধ্যে সম্ভব হইয়া না থাকে, তাহা হইলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। (দুর্রে মুখতার)

যে ব্যক্তি কোন দিন রামী করেন নাই, তাহার জন্য কেবল একটি দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

যে ব্যক্তি চার দিন পাথর মারিবার জন্য সত্তরটি পাথর সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু বারো তারিখ পাথর মারিয়া মক্কা মুয়াজ্জামা রওয়ানা হইয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি বাকী পাথরগুলি পবিত্র স্থানে ফেলিয়া দিবে। আর যদি কাহারো প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দিয়া দিতে পারে। (বাহারে শরীয়ত) রামী করিবার পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করা জায়েজ নয়। (বাহারে শরীয়ত)

## কিছু মাকরূহ জিনিষের বিবরণ

রামীর মধ্যে কিছু জিনিষ মাকরূহ রহিয়াছে সেগুলি থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। যথা - (১) দশ তারিখে সূর্য অস্ত যাইবার পরে রামী করা (২) তের তারিখে দুপুরের পূর্বে রামী করা (৩) বড় পাথর নিক্ষেপ করা (৪) বড় পাথর ভাঙ্গিয়া ছোট করা (৫) মসজিদের পাথর নিক্ষেপ করা (৬) জামরার নিচে থেকে পাথর নিয়া নিক্ষেপ করা (৭) নাপাক পাথর নিক্ষপ করা (৮) সাতের অধিক পাথর নিক্ষেপ করা (৯) রামী করিবার জন্য যে দিক নির্ধারিত রহিয়াছে তাহার বিপরীত দিক থেকে রামী করা (১০) জামরা থেকে পাঁচ হাতের কম দুরত্বে দাঁড়ানো (১১) জামরাগুলিতে রামী করিবার সময় ধারাবাহিকতা বজায় না রাখা (১২) পাথর গুলি নিক্ষেপ না করিয়া সেখানে ঢালিয়া দেওয়া।

## মক্কা শরীফে রওয়ানা

যেহেতু মিনা শরীফের কাজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ বারো তারিখে অথবা তেরো তারিখে যখন মিনা শরীফ ত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফ রওয়ানা হইতে হইবে তখন সম্ভব হইলে জান্নাতুল মওলাতে নামিয়া কিছুক্ষণ দুয়া দরূদের মধ্যে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশা পর্যন্ত থাকিতে পারিলে খুবই ভাল।

মক্কা শরীফে যতদিন থাকা হইবে নিজের পিতা মাতা, পীর ও উস্তাদ



pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পক্ষ থেকে উমরাহ্ করিতে থাকিবে। এই উমরাহ্ করিবার জন্য মক্কা শরীফের নিকটবর্তী 'তানঈম' নামক স্থানে যাইতে হইবে। সেখান থেকে যথা নিয়মে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসিয়া তওয়াফ ও সায়ী করতঃ মাথা নেড়া অথবা কেশ কাটিয়া নিলে উমরাহ হইয়া যাইবে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মক্কা শরীফে থাকাকালীন পবিত্র স্থানগুলি খুব দর্শন করিবে। কোন ওহাবী শয়তানের প্ররচনায় পড়িবে না। জান্নাতুল মওলাতে গিয়া হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহুর রওযা পাক যিয়ারত করিবে।

জিদ্দায় হজরত হাওয়া আলাইহিস সালামের নকল কবর রহিয়াছে। সুতরাং তাহা দর্শন করিতে যাইবার আদৌ প্রয়োজন নাই।

## তওয়াফে রোখসাত

বিদেশীদের জন্য তওয়াফে রোখসাত বা শেষ বিদায়ের জন্য তওয়াফ করা অয়াজিব। এই তওয়াফে রমল, সায়ী ও ইজতিবা কিছুই করিতে হইবে না। যদি মহিলাগন মাসিকের অথবা নিফসের অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি এই তওয়াফ অয়াজিব নয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি কেবল উমরাহ করিয়াছে তাহার উপরেও এই তওয়াফ অয়াজিব নয়। তওয়াফে রোখসাতের পরে মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মক্কা শরীফ থেকে দেশে ফিরিবার উদ্দেশ্যে তওয়াফে রোখসাত করিয়া নিয়াছে কিন্তু কোন কারণে অল্প সময়ের জন্য অথবা অল্প দিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে, ইকামাতের নিয়াত করে নাই, তাহা হইলে এই তওয়াফই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য সুযোগ পাইলে পুনরায় তওয়াফ করিয়া নেওয়া মুস্তাহাব। (আলামগিরী)

মক্কাবাসী বা মীকাতের মধ্যে বসবাসকারীদের জন্য তওয়াফে রোখসাত অয়াজিব নয়। অনুরূপ কোন বিদেশী যদি মক্কা শরীফে অথবা মক্কা শরীফের আশেপাশে মীকাতের মধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া যাইবার জন্য বারো তারিখের মধ্যে নিয়াত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর এই তওয়াফ অয়াজিব হইবে না। আর যদি বারো তারিখের পরে নিয়াত করিয়া থাকে, তাহা হইলে



pdf By Syed Mostafa Sakib



অয়াজিব হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

তওয়াফে রোখসাতের জন্য কেবল তওয়াফের নিয়াত করা জরুরী। এমনকি নফলের নিয়াতে তওয়াফ করিলেও অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হইবার পূর্বে যদি মহিলাদের মাসিক ভাল হইয়া যায়, তাহা হইলে তওয়াফে রোখসাত অয়াজিব হইবে। মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হইবার পরে পাক হইয়া গেলে তওয়াফের জন্য ফিরিয়া আসা জরুরী নয়। তবে যদি মীকাতের বাহিরে না গিয়া থাকে এবং ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফ অয়াজিব হইয়া যাইবে। এখনো পর্যন্ত মীকাতের ভিতর রহিয়াছে এবং মাসিক ভাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু না গোসল করিয়াছে, না এক অয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রম করিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহার ফিরিয়া আসা অয়াজিব নয়। (আলামগিরী)

তওয়াফে রোখসাত না করিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মীকাতের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আর যদি মীকাতের বাহিরে চলিয়া যাইবার পরে স্মরন আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ফিরিয়া আসা জরুরী নয়। তবে দম্ দিতে হইবে। আর যদি ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসিবে এবং উমরাহ থেকে বিরত হইবার পর তওয়াফে রোখসাত আদায় করিবে। এই অবস্থায় আর দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে না। (আলামগিরী, রদ্দুল মোহতার)

## কিরাণ হজের বিবরণ

সবচাইতে উত্তম হইল কিরাণ হজ। কিরাণ হজের অর্থ হইল হজ ও উমরার ইহ্‌রাম এক সঙ্গে বাঁধিয়া নেওয়া। কিরাণের জন্য শর্ত হইল যে, আরফায় অবস্থান করিবার পূর্বে উমরার তওয়াফ করিয়া নেওয়া। কমপক্ষে তওয়াফের চার ফেরা আদায় করিয়া নেওয়া। যে ব্যক্তি আরফায় অবস্থান করিবার পূর্বে উমরার তওয়াফ করে নাই তাহার কিরাণ বাতিল। (বাহারে শরীয়ত)

কিরাণ হজে অয়াজিব হইল প্রথমে সাত ফেরা তওয়াফ করিয়া নিবে। এই তওয়াফে প্রথম তিন ফেরাতে রমল করা সুন্নাত। তওয়াফের পরে সায়ী করিবে। এই পর্যন্ত কিরাণ হজের একটি অংশ অর্থাৎ উমরাহ আদায় হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন মস্তক মুণ্ডন করিতে পারিবে না। যদি মাথা নেড়া করিয়া

ফেলিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহ্‌রাম থেকে বাহির হইবে না। কিন্তু মাথা নেড়া করিবার অপরাধে দুইটি দম্ দেওয়া জরুরী। (বাহারে শরীয়ত)

উমরাহ্ পূর্ণ করিবার পরে তওয়াফে কুদূম করিবে। এখন ইচ্ছা করিলে সায়ীও করিয়া নিতে পারিবে। অন্যথায় তওয়াফে যিয়ারতের পরে সায়ী করিয়া নিবে। (বাহারে শরীয়ত)

কিরাণ হজ্‌কারী উমরাহ্ থেকে বিরত হইবার পরে ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকিবে। হজের সমস্ত কাজ করতঃ দশ তারিখে মাথা নেড়া করতঃ তওয়াফে যিয়ারতের পরে হালাল হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কিরাণ হজ্‌কারীর জন্য দশ তারিখে রামী করিবার পরে কুরবানী করা অয়াজিব। এই কুরবানী হইল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য। কারণ, আল্লাহ্ পাক এক সঙ্গে দুইটি ইবাদত করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। যদি কুরবানী করিবার শক্তি সার্থ না থাকে, তাহা হইলে দশটি রোজা করিবে। তিনটি রোজা শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে জিলহাজের নয় তারিখ পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে যখন ইচ্ছা তখন রাখিবে, চাই পরাপর তিনটি রোজা রাখিবে অথবা মাঝে মধ্যে সুবিধা মতো রাখিয়া নিবে। আর বাকী সাতটি রোজা দেশে ফিরিবার পরে আদায় করা উত্তম। এই দশটি রোজাতে রাতে নিয়াত করা জরুরী। প্রথম তিনটি রোজা যদি জিলহাজের নয় তারিখ পর্যন্ত আদায় করিয়া না থাকে, তাহা হইলে পরে করিলে হইবে না, বরং দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। দম্ দেওয়ার পরে ইহ্‌রাম থেকে বিরত হইবে। যদি দম্ দেওয়ার সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে মাথা নেড়া করিয়া অথবা কেশ কাটিয়া ইহ্‌রাম থেকে বিরত হইয়া যাইবে। এই লোকটির প্রতি দুইটি দম্ দেওয়া অযাজিব হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

## তামাত্তু হজের বিবরণ

অধিকাংশ হাজীগন তামাত্তু করিয়া থাকে। কিরাণ অপেক্ষা তামাত্তু সহজ। এইজন্য কিরাণ অপেক্ষা তামাত্তু হজের সওয়াব কম। তামাত্তু করিবার জন্য মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিবে। যদি মীকাতের আগে থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেওয়া হইয়া থাকে তাহাও জায়েজ হইবে। যদি কেহ মীকাত অতিক্রম করিবার পরে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে তাহাতেও তামাত্তু হইবে কিন্তু বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করা হারাম ও গোনাহের কাজ এবং দম্ দেওয়া অয়াজিব।





মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু নাই। বিদেশীদের জন্য তামাত্তু। তামাত্তু করিতে হইলে প্রথমে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া উমরার পূর্ণ তওয়াফ অথবা তওয়াফের কমপক্ষে চার ফেরা করিয়া নিতে হইবে। হজ ও উমরা একই বৎসর হওয়া চাই।

এখন তামাত্তু করিবার বিস্তারিত বিবরণ হইল যে, মীকাত বা মীকাতের পূর্ব থেকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া মক্কা মুয়াজ্জামাতে আসিয়া তওয়াফ ও সায়ী করতঃ মাথা নেড়া করিয়া নিবে। ইহাতে উমরাহ শেষ হইয়া যাইবে। যখন তওয়াফ আরম্ভ করিবে এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সময় আসিবে তখন থেকে লাব্বাইক্ বলা ত্যাগ করিয়া দিবে। এখন বিনা ইহ্‌রামে মক্কা মুয়াজ্জামাতে থাকিয়া যাইবে। অতঃপর আটই জিলহাজ মাসজিদুল হারাম শরীফ থেকে হজের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিবে এবং হজের সমস্ত কাজ সমাপ্ত করিয়া নিবে। দশই জিলহাজ তামাত্তুকারীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য কুরবানী করা অয়াজিব। এই কুরবানীর পরে মাথা নেড়া করিবে। যদি কুরবানী করিবার সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে দশটি রোজা রাখিতে হইবে। তিনটি রোজা মক্কা শরীফে নয় জিলহাজ পর্যন্ত যে কোন দিন। আর বাকী সাতটি রোজা দেশে ফিরিবার পরে করা উত্তম।

## ইফরাদ হজের বিবরণ

মক্কাবাসীদের না কিরাণ হজ, না তামাত্তু হজ। ইহাদের জন্য কেবল ইফরাদ হজ। ইফরাদ হজ বলা হইয়া থাকে - কেবল হজের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজের সমস্ত কাজ সমাধা করা। মক্কাবাসীরা তামাত্তু ও কিরাণ করিলে গোনাহ্‌গার হইয়া যাইবে এবং এই গোনাহের কারণে তাহাদের উপর দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে।

## অপরাধ ও কাফ্‌ফারার বিবরণ

ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সমস্ত জিনিষ করা জায়েজ নয়, সেই জিনিষগুলি করিয়া ফেলিলে অপরাধী হইয়া যাইবে। এই অপরাধকে মাফ করাইবার জন্য তওবা ও কাফ্‌ফারার প্রয়োজন। কিছু অপরাধ এমন রহিয়াছে যেগুলির জন্য তওবা করিবার প্রয়োজন, কেবল কাফ্‌ফারা প্রদান করিলে হইবে না। কাফ্‌ফারাহ



pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিতে কখনো কুরবানী ও কখনো সাদকা। কুরবানী করাকে দম্ বলা হইয়া থাকে। এখন অপরাধ ও অপরাধের কাফ্ফারাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

## সুগন্ধ ও তৈল ব্যবহার

খুব বেশি পরিমানে সুগন্ধ ব্যবহার করিয়া ফেলিলে দম্ দিতে হইবে। আর যদি স্বল্প পরিমানে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সাদকা দিতে হইবে। এই ব্যবহারগুলি চাই নিজের দেহে হউক অথবা নিজের কাপড় জামাতে বা বিছানায় হউক। (আলামগিরী)

ইহ্রামের পূর্বে সুগন্ধ ব্যবহার করা ছিলো। পরে সেই সুগন্ধ খুব ছড়াইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য কোন কাফ্ফারা নাই। অনুরূপ কোন ফল অথবা ফুল শুঁইলে কাফ্ফারাহ দিতে হইবে না। অবশ্য ইহ্রামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোন সুগন্ধ শোঁয়া মাকরূহ। (রদ্দুল মুহতার)

খুব স্মরন রাখিয়া চলিতে হইবে যে, অনেকেই কাবা শরীফের দেওয়ালে ও হাজরে আসওয়াদের উপরে আতর গোলাবের শিশি ঢালিয়া দিয়া থাকে। সুতরাং কেহ যদি কাবা শরীফের দেওয়ালে কিংবা হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিতে গিয়া মুখে ও হাতে খুব বেশি সুগন্ধ লাগিয়া যায়, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে। আর যদি সামান্য লাগিয়া যায়, তাহা হইলে সাদকা করিতে হইবে। (আলামগিরী)

সুগন্ধময় সুরমা দুই একবার ব্যবহার করিলে সাদকা দিতে হইবে। আর যদি বারবার লাগাইয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে। তবে যে সুরমাতে সুগন্ধ নাই তাহা প্রয়োজনে ব্যবহার করায় দোষ নাই কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা মাকরূহ। (আলামগিরী)

খাঁটি সুগন্ধ - মুশ্ক, জাফরান, লবঙ্গ, এলাচ ও দারচিনী এত পরিমান খাইয়াছে যে, মুখের অধিকাংশ জায়গায় লাগিয়াছে, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে। অন্যথায় সাদকা দিতে হইবে। অনুরূপ যদি পান করিবার জিনিষে সুগন্ধ মিশিয়া যায় এবং সুগন্ধ খুব বেশি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে। অন্যথায় সাদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মাহতার)

কোন আতরের দোকানে সুগন্ধ শুঁইবার জন্য বসিলে মাকরূহ হইবে। অন্যথায় কোনো দোষ নাই। (আলামগিরী)





সুগন্ধ ব্যবহারের কারণে কাফ্ফারাহ আদায় করিবার পরে যদি সুগন্ধ দুর করিয়া না থাকে, তাহা হইলে পুনরায় কাফ্ফারাহ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

## সিলাই করা কাপড় পরিধান

ইহ্রামের অবস্থায় যদি সিলাই যুক্ত কাপড় সারা দিন পরিধান করিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। আর যদি অল্প সময়ে পরিয়া থাকে, তাহা হইলে সাদকা দিতে হইবে। আর যদি ধারাবাহিক কয়েকদিন পরিধান করিয়া থাকে, তাহা হইলেও একটি দম দেওয়া অয়াজিব থাকিবে। (বাহারে শরীয়ত)

সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করিয়াছে এবং কাফ্ফারাও আদায় করিয়াছে কিন্তু কাপড় পরিবর্তন করে নাই। এই অবস্থায় দ্বিতীয় দিন কাটিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আবার কাফ্ফারাহ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

সিলাই করা কাপড় পরিধান করিবার অর্থ হইল যেমন স্বাভাবিক ভাবে পরিধান করা হইয়া থাকে। সুতরাং যদি কেহ পায়জামা চাদরের মতো করিয়া জড়াইয়া নিয়া থাকে অথবা কোন সিলাই যুক্ত কাপড় ঘাড়ে ফেলিয়া নিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফ্ফারাহ দিতে হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

## কেশ কাটিয়া বা চাঁচিয়া ফেলা

মাথা অথবা দাড়ীর এক চতুর্থাংশ অথবা উহার বেশি কেশ কাটিয়া বা চাঁচিয়া ফেলিলে কিংবা কোন প্রকার তুলিয়া ফেলিলে দম্ দিতে হইবে। ইহার কমে সাদকা। অনুরূপ সম্পূর্ণ গর্দান অথবা সম্পূর্ণ একটি বগল চাঁচিয়া ফেলিলে দম্ দিতে হইবে। ইহার কমে সাদকা করিতে হইবে। মাথা নেড়া, দাড়ী চাঁচা, বগল ও লজ্জাস্থান এক সঙ্গে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিলে একটি কাফ্ফারাহ দিতে হইবে। আর পৃথক পৃথক বৈঠকে একটি একটি অঙ্গ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিলে পৃথক পৃথক কাফ্ফারা লাগিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মাথা, দাড়ী, ঘাড়, বগল ও লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য অঙ্গের কেশ কাটিলে বা চাঁচিলে কেবল সাদকা করিতে হইবে। যেমন গোঁফ সম্পূর্ণ কাটিলে বা



pdf By Syed Mostafa Sakib

চাঁচিলে সাদকা দিতে হইবে। (রদ্দুল মুহাতার)

রুটি করিতে গিয়া যদি কিছু কেশ পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে সাদকা করিতে হইবে। চুলকাইতে গিয়া কিংবা চিরুনী করিতে গিয়া চুল পড়িয়া গেলে পূর্ণ সাদকা দিতে হইবে। কেহ বলিয়াছেন - দুই তিনটি চুল পড়িয়া গেলে প্রত্যেক চুলের বদলে একটি খেজুর অথবা এক টুকরা রুটি দিলে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কোন মহিলা যদি সম্পূর্ণ মাথার অথবা মাথার এক চতুর্থাংশের কেশ এক ইঞ্চির মত কাটিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে। আর যদি কম কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে সাদকা করিয়া দিবে। (বাহারে শরীয়ত)

## নোখ কাটা

এক হাত ও এক পায়ের পাঁচটি নোখ অথবা হাত পায়ের কুড়িটি নোখ এক সঙ্গে কাটিয়া ফেলিলে একটি দম্ দিতে হইবে। আর যদি কোন হাত অথবা কোন পায়ের সমস্ত নোখ না কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে যে কয়টি নোখ কাটিবে সেই কয়টি সাদকা দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

একই বৈঠকে এক হাতের পাঁচটি নোখ কাটিয়াছে, মাথার চতুর্থাংশ নেড়া করিয়াছে ও কোন অঙ্গের উপরে সুগন্ধ লাগাইয়াছে; এইরূপ অবস্থায় তিনটি দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। (আলামগিরী)

## স্বামী ও স্ত্রীর আলিঙ্গন

উত্তেজনা বশতঃ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আলিঙ্গন হইলে অথবা একে অন্যকে চুম্বন করিলে বীর্যপাত হউক অথবা না হউক দম্ দিতে হইবে। এই কাজগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় করিলে কিছুই নাই। উত্তেজনা বশতঃ এই কাজগুলি পুরুষে পুরুষে হইলেও দম দিতে হইবে। পুরুষের আলিঙ্গনে বা চুম্বন দেওয়ায় যদি মহিলার মধ্যে স্বাদ চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে মহিলার উপরেও দম্ দেওয়া জরুরী হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

হস্ত মৈথুনে বীর্যপাত হইয়া গেলে দম্ দিতে হইবে। অন্যথায় মাকরূহ হইবে। স্বপ্নদোষ হইলে কিছুই নাই। (আলামগিরী)

আরফায় অবস্থান করিবার পূর্বে সহবাস করিলে হজ বাতিল হইয়া





যাইবে। তবে হজের সমস্ত কাজ পূর্ণ করতঃ দম্ দিবে এবং পরের বৎসর উহার কাজা আদায় করিয়া দিবে। মহিলা যদি হজের ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহারও এইরূপ করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

আরফায় অবস্থান করিবার পরে মাথা নেড়া করিবার পূর্বে একই স্থানে একাধিকবার সহবাস করিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করিতে হইবে। আর যদি দুই স্থানে সহবাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে একটি উট বা গরু এবং একটি দম্ দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

আরফায় অবস্থান করিবার পূর্বে সহবাস করিয়া ফেলিলে হজ বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু উমরাহ বাতিল হইবে না। দুইটি দম দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কিরাণ হজকারী উমরার তওয়াফ করিবার পূর্বে সহবাস করিয়া ফেলিলে হজ ও উমরাহ দুই বাতিল হইয়া যাইবে। তবে হজ ও উমরার সমস্ত কাজ আদায় করিবে এবং দুইটি দম দিবে। পরের বৎসর হজ ও উমরাহ দুই আদায় করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

## তওয়াফে ভুল ভ্রান্তি

তওয়াফে ফরজ সম্পূর্ণ অথবা চারফেরা যদি কেহ হায়েজ, নিফাস অথবা নাপাক অবস্থায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে একটি বাদনাহ্ অর্থাৎ উট বা গরু দিতে হইবে। আর ফরজ তওয়াফ বিনা অজুতে করিলে দম্ দিতে হইবে। যে ফরজ তওয়াফ নাপাক অবস্থায় করা হইয়াছে তাহা পুরনায় পবিত্র অবস্থায় করা অয়াজিব। আর যে ফরজ তওয়াফ বিনা অজুতে করা হইয়াছে তাহা পুনরায় করা মুস্তাহাব। ফরজ তওয়াফ যদি নাপাক অবস্থায় করা হইয়া থাকে এবং বারো তারিখ পর্যন্ত যদি পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় পুনরায় তওয়াফ করিয়া থাকে, তাহা হইলে জারমানা মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি বারো তারিখের পরে পুনরায় তওয়াফ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল দম্ দিতে হইবে। বাদনাহ্ মাফ। আর যদি ফরজ তওয়াফ বিনা অজুতে করিয়া থাকে এবং পরে অজু করতঃ পুনরায় তওয়াফ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দম দিতে হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

ফরজ তওয়াফ ব্যতিত অন্য তওয়াফ নাপাক অবস্থায় করিলে দম্ দিতে হইবে। বিনা অজুতে করিলে সাদকা দিতে হইবে। নাপাক অবস্থায় এক ফেরা অথবা দুইফেরা অথবা তিন ফেরা করিলে প্রত্যেক ফেরাতে একটি



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া সাদকা দিতে হইবে। তবে যদি পাক অবস্থায় তিন ফেরা বা যে এক দুই ফেরা তওয়াফ করিয়াছে সেগুলি পুনরায় করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফ্ফারাহ মাফ হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

তওয়াফে রোখসাত ত্যাগ করিলে দম্ দেওয়া অয়াজিব হইবে। চার ফেরার কম ত্যাগ করিলে প্রত্যেক ফেরার বদলে একটি করিয়া সাদকা দিতে হইবে। তওয়াফে কুদূম ত্যাগ করিলে কাফ্ফারাহ নাই কিন্তু ইহা মোটেই ভাল নয়। উমরার তওয়াফ যদি একফেরা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দেওয়া জরুরী। আর যদি সম্পূর্ণ তওয়াফ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফ্ফারাহ নাই কিন্তু আদায় করা জরুরী। (বাহারে শরীয়ত)

কিরাণ হজকারী তওয়াফে কুদূম ও তওয়াফে উমরাহ - দুই তওয়াফ বিনা অজুতে করিয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলে দশই জিলহাজের পূর্বে তওয়াফে উমরাহ পুনরায় করিয়া নিবে। আর যদি পুনরায় না করিয়া থাকে এবং দশ তারিখের ফজর উদয় হইয়া যায়, তাহা হইলে দম দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে এবং তওয়াফে যিয়ারতে রমল ও সায়ী করিয়া নিবে। (বাহারে শরীয়ত)

নাপাক কাপড়ে তওয়াফ করা মাকরূহ। কিন্তু কাফ্ফারাহ নাই। (আলামগিরী)

## সায়ীতে ভুল ভ্রান্তি

অকারণে সায়ীর চার ফেরা অথবা চারের বেশি ফেরা ত্যাগ করিলে হজ হইয়া যাইবে কিন্তু দম দিতে হইবে। আর যদি চারের কম ফেরা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ফেরার বদলে সাদকা করিতে হইবে। আর যদি পুনরায় সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে দম ও সাদকা সবই মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি বিশেষ কারণে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সবই মাফ। (আলামগিরী, রদ্দুল মুহতার)

তওয়াফের পূর্বে সায়ী করিলে এবং পুনরায় সায়ী না করিলে দম দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

নাপাক অবস্থায় অথবা বিনা অজুতে তওয়াফ করিয়া সায়ী করিয়াছে, তাহা হইলে পুনরায় সায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। (দুর্রে মুখতার)

## আরফা ও মুজদালিফার অবস্থান

যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে আরফা ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে দম্





দিতে হইবে। তবে সে যদি সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ মাফ হইয়া যাইবে। অনুরূপ দশ তারিখের সকালে মুজদালিফায় অকারণে অবস্থান না করিলে তাহাকে দম্ দিতে হইবে। অবশ্য যদি দুর্বলতার কারণে অথবা কোন মহিলা প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে অবস্থান ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

## রমী, কুরবানী ও মস্তক মুণ্ডন

কোন দিন রমী করে নাই অথবা একদিন মোটেই রমী করে নাই কিংবা প্রত্যেক দিন দুই তিনটি করিয়া কাঁকর মারিয়াছে মাত্র। এই রকম অবস্থায় দম দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

হারাম শরীফে হালাক করে নাই। হারামের সীমার বাহিরে হালাক করিয়াছে অথবা বারো তারিখের পরে করিয়াছে অথবা রমী করিবার পূর্বে করিয়াছে অথবা কিরাণ হজকারী ও তামাত্তু হজকারী কুরবানী করিবার পূর্বে করিয়াছে অথবা ইহারা রমী করিবার পূর্বে কুরবানী করিয়াছে; এই সব অবস্থায় দম্ দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

উমরাহ্ করিবার পরে মস্তক মুণ্ডন যদি কেহ হারামের বাহিরে করিয়া থাকে; তাহা হইলে দম্ দিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

হজকারী যদি বারো তারিখের পরে হারামের বাহিরে মাথা নেড়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুই দম্ দিতে হইবে। একটি হারামের বাহিরে নেড়া করিবার কারণে ও একটি বারো তারিখের পরে হইবার কারণে। (রদ্দুল মুহতার)

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) ইহ্‌রামের অবস্থায় বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধ করিলে কাফ্ফারাহ দেওয়া অয়াজিব হইবে এবং সে গোনাহ্‌গারও হইবে। অতএব, এই পাপ থেকে পাক হইবার জন্য তওবা করা অয়াজিব। কেবল কাফ্ফারাহ দিলে হইবে না। অনিচ্ছায় ও কারণবশতঃ অপরাধ করিয়া ফেলিলে কাফ্ফারাহ যথেষ্ট হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

(খ) যেখানে দম্ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে সেখানে দম্ বলিতে কমপক্ষে একটি ছাগল অথবা ভেড়া। আর কুরবানীর ক্ষেত্রে যেখানে 'বাদানাহ' বলা



pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইয়াছে সেখানে উট অথবা গরু।

(গ) যেখানে সাদকা বলা হইয়াছে সেখানে সাদকার অর্থ হইল একটি ফিৎরা। ফিৎরা বলিতে বর্তমান হিসাবে দুই কিলো ছেচল্লিশ গ্রাম গম বা উহার মূল্য।

## ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা

ইহ্‌রামের অবস্থায় জংলী জানোয়ার শিকার করা অথবা তাহার দিকে ইংগিত করিয়া দেওয়া অথবা কোন প্রকারে কাহারো বলিয়া দেওয়া সবই হারাম। এই সব কাজে কাফ্‌ফারাহ্‌ অয়াজিব। (বাহারে শরীয়ত)

পানির জানোয়ার শিকার করা জায়েজ। পানির জানোয়ার বলিতে সেই সমস্ত জানোয়ার, যেগুলি পানিতে পয়দা হইয়া থাকে যদিও সেগুলি মাঝে মধ্যে উপরে আসিয়া থাকে। (বাহারে শরীয়ত)

ইহ্‌রাম অবস্থায় জংগলী জানোয়ার জবাহ্‌ করিলেও তাহা হালাল হইবে না, বরং মুর্দার বলিয়া গন্য হইবে। জবাহ্‌ করিবার জন্য কাফ্‌ফারাহ্‌ দিতে হইবে। কাফ্‌ফারাহ্‌ আদায় করিবার পরে খাইলে আবার খাইবার জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। অন্যথায় একটি কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কাক, চিল, সাপ, ইঁদুর, ছুঁচো, কুকুর, কেঁকড়া, মশা, মাছি, কামুড়ে পিপিলীকা এবং আক্রমনকারী জানোয়ার মারিলে কাফ্‌ফারাহ্‌ নাই। (আলামগিরী, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

নিজের উকুন নিজের দেহের উপরে অথবা নিজের কাপড়ের উপরে মারিলে অথবা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলে - একটিতে এক টুকরা রুটি, দুই অথবা তিনটি হইলে এক মুষ্টি আনাজ দিতে হইবে। আর যদি তিনের অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাদকা করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শিকার অধ্যায়ে যেখানে হারাম জানোয়ার হত্যার জন্য কাফ্‌ফারার কথা বলা হইয়াছে সেখানে কাফ্‌ফারাহ্‌ বলিতে একটি ছাগলের মূল্যের বেশি নয়। যেমন কেহ একটি হাতী মারিয়া দিয়াছে। ছাগল অপেক্ষা হাতীর মূল্য বহুগুনে বেশি। তবুও হাতী হত্যা করিলে কেবল একটি ছাগলের কাফ্‌ফারাহ্‌ অয়াজিব হইবে। (বাহারে শরীয়ত)





## বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করা

বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করা হারাম। বিনা ইহ্‌রামে ও বিনা হজ্‌ অথবা উমরার নিয়াতে মক্কা শরীফে উপস্থিত হইলে হজ অথবা উমরাহ অয়াজিব হইয়া যাইবে। এখন যদি মক্কা শরীফে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিয়া থাকে, তাহা হইলে দম্‌ দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে। আর যদি মীকাতের বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিয়া যায়, তাহা হইলে দম্‌ বাতিল হইয়া যাইবে। বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করিবার কারণে যে হজ্‌ অথবা উমরাহ অযাজিব হইয়া গিয়াছে এখন তাহা পালন করিলে দায়িত্ব খালাস হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

বিনা ইহ্‌রামে মক্কা মুয়াজ্জামার মধ্যে যতবার প্রবেশ করিবে ততোবার তাহার উপরে হজ্‌ অথবা উমরাহ অয়াজিব হইয়া যাইবে। শেষ বারে কেবল মীকাতের বাহিরে আসিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্‌ অথবা উমরাহ আদায় করিয়াছে, তাহা হইলে কেবল শেষের হজ্‌ অথবা উমরাহ আদায় হইয়া গিয়াছে। বাকী হজ্‌ অথবা উমরাহ আদায় করা তাহার দায়িত্বে রহিয়াছে গিয়াছে। (আলামগিরী)

হজ্‌ অথবা উমরার নিয়াত ছিলো কিন্তু বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করিয়াছে। এখন যদি এই ভয় হইয়া থাকে যে, মীকতের বাহিরে গিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিয়া যাইতে হইবে না। যেখানে পৌঁছিয়াছে সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিয়া হজ্‌ করিয়া নিবে এবং দম্‌ দিয়া দিবে। (বাহারে শরীয়ত)

তামাত্তু হজ্‌কারী যদি হারাম শরীফের বাহির থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে এবং এখনো পর্যন্ত আরফার অবস্থান না করিয়া থাকে এবং হজ্‌ শেষ হইয়া যাইবার ভয় না থাকে, তাহা হইলে হারাম শরীফে ফিরিয়া আসিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিয়া 'লাব্বাইক' বলিয়া নিলে দম্‌ দিতে হইবে না। অন্যথায় দম্‌ দেওয়া অয়াজিব হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

## ইহ্‌সারের বিবরণ

'ইহ্‌সার' এর অর্থ বিরত রাখা। যাহাকে বিরত রাখা হইয়া থাকে, তাহাকে বলা হইয়া থাকে মোহসার। শরীয়তে সেই ব্যক্তিকে 'মোহসার' বলা হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি হজ্‌ অথবা উমরাহ করিবার জন্য 'ইহ্‌রাম' বাঁধিয়াছে কিন্তু কোন কারণে পূর্ণ করিতে পারে নাই। এই কারণগুলি অনেক প্রকার হইতে পারে। যথা - দুশমনের ভয়ে, হিংস্র জন্তুর আক্রমনের ভয়ে, কোন রোগ মারাত্মক হইয়া যাইবার ভয়ে, হাত পা ভাঙ্গিয়া যাওয়া, বন্দী হইয়া যাওয়া, মহিলার পিতা

অথবা পুত্র অথবা এই প্রকার কোন মোহরাম ব্যক্তি, যাহার সহিত সে হজে যাইতে ছিলো তাহার মরিয়া যাওয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণ উপস্থিত হইয়া গেলে ইহ্‌রাম খুলিয়া দেওয়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

যাহার সহিত বিবাহ করা হালাল তাহার সহিত হজ্ করিতে যাওয়া হারাম। সুতরাং পর পুরুষের সহিত যে মহিলা ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে সে মহিলা মোহসার বলিয়া গন্য। (আলামগিরী)

কোন মহিলা যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল হজের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী নিষেধ করিতে পারে। অতএব স্বামী যদি নিষেধ করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে মহিলা মোহসার বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে। তবে কোন স্বামী ফরজ হজ্ করিতে বাঁধা দিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সময়ের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী ইহ্‌রাম খুলাইতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

কোন মহিলার ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে স্বামী তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে মহিলার সহিত মোহরাম থাকিলেও মহিলা মোহসার বলিয়া গন্য হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মোহসার অর্থাৎ যে মোহরম ব্যক্তি শরীয়ত সাপেক্ষ কোন কারণে না আরফায় অবস্থান করিতে পারিয়াছে, না তওয়াফ করিতে পারিয়াছে তাহার জন্য দম্ দিয়া হালাল হইয়া যাওয়া জায়েজ। হালাল হইবার নিয়ম হইল যে, মুফরিদ অর্থাৎ কেবল হজকারী একটি ছাগল অথবা উহার মূল্য এবং কারেন অর্থাৎ এক সঙ্গে উমরাহ ও হজকারী দুইটি ছাগল অথবা উহার মুল্য হারাম শরীফে পাঠাইয়া দিবে যে, সেখানে জবাহ করিয়া দিবে। যাহার হাতে প্রেরণ করিবে তাহাকে বলিয়া দিবে যে, অমুক দিন অমুক সময়ে জবাহ করিয়া দিবে। ঠিক সেই দিন সেই সময়ে মুহরিম হালাল হইয়া যাইবে। ইহার পূর্বে হালাল হওয়া জায়েজ হইবে না। (ইজাহুশ শুকুরী শারাহ কুদূরী)

## হজ না পাইবার বিবরণ

যে ব্যক্তি হজ্ পায় নাই অর্থাৎ আরফায় অবস্থান করিতে পারে নাই, সে ব্যক্তি তওয়াফ ও সায়ী করিয়া মাথা মুণ্ডন অথবা কেশ কাটিয়া ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলিবে এবং পরের বৎসর হজ্ করিবে। এই ব্যক্তির উপরে দম অয়াজিব নয়। (বাহারে শরীয়ত)





কারিণ যদি হজ না পাইয়া থাকে, তাহা হইলে উমরার জন্য সায়ী ও তওয়াফ করিবে। অতঃপর আরো একটি তোয়াফ ও সায়ী করিয়া হালাক করিবে এবং পরের বৎসর হজের কাজা আদায় করিবে। উমরার জন্য কাজা করিতে হইবে না। কারণ, উমরাহ করিয়া নিয়াছে। (বাহারে শরীয়ত)

## বদল হজের বিবরণ

একজনের পরিবর্তে আর একজনের হজ করাকে হজে বদল বলা হইয়া থাকে। শরীয়তে ইহা জায়েজ রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, ইবাদত তিন প্রকার - দৈহিক ইবাদত, আর্থিক ইবাদত ও দেহ ও অর্থ দিয়া ইবাদত। দৈহিক ইবাদত যেমন নামাজ ও রোজা। এই ইবাদত একে অন্যের তরফ থেকে করিলে হইবে না। আর্থিক ইবাদত, যেমন যাকাত ও সাদকা। এই ইবাদত একে অন্যের পরিবর্তে করিতে পারে। কিন্তু যে ইবাদতে দেহ ও অর্থ দুই প্রয়োজন হইয়া থাকে সেই ইবাদত নিজে শরীয়ত সাপেক্ষ কারণ বশতঃ না করিতে পারিলে অন্য কেহ করিয়া দিতে পারে। যেমন হজ। হজ করিতে হইলে দেহের ও প্রয়োজন এবং মালের প্রয়োজন। যদি কেহ দৈহিক দিক দিয়া অক্ষম হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বদলে অন্য কেহ করিয়া দিতে পারে। ইহাকে বদলা হজ বলা হইয়া থাকে। এখন একটি প্রশ্ন হইল যে, বদলা হজে সওয়াব কে পাইবে? এই স্থলে আহলে সুন্নাতের অভিমত ইহাই যে, দরবারে ইলাহীতে কিছু কম নাই। সুতরাং সবাই সমান সওয়াব পাইবে। যিনি বদলা হজ করিয়াছে, যাহার বদলে হজ্ করিয়াছে ও যিনি হজ করাইয়াছে। যেমন পিতা হজ্ করিতে পারে নাই। ইন্তেকাল করিয়া গিয়াছে। পুত্র পিতার বদলে কাহারো হজ করিতে পাঠাইয়াছে। এখন তিনজন সমান সওয়াব পাইবে। এখান থেকে আরো একটি মসলা পরিস্কার করিয়া নিতে হইবে যে, আহলে সুন্নাতের নিকট সমস্ত ইবাদত, চাই ফরজ হউক অথবা নফল; নিজে করিয়া অন্যকে সওয়াব পৌছাইলে তাহার পৌছিয়া যাইবে, চাই সে ব্যক্তি মুর্দা হউক অথবা জিন্দা। এই স্থলে ওহাবী সম্প্রদায় গোমরাহ হইয়াছে। ইহারা বলিয়া থাকে, কেহ কাহারো সওয়াব পৌছাইতে পারেনা। কখনো বলিয়া থাকে মরা গরু ঘাস খাইয়া থাকে না। সুন্নীগন! ওহাবী সম্প্রদায়ের শয়তানী কথায় কর্ণপাত করিবেন না।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# বদলা হজের শর্তাবলী

বদলা হজের জন্য কিছু শর্ত রহিয়াছে। শর্তগুলি পাওয়া গেলে তবে বদলা হজ্ হইবে। অন্যথায় নয়। যথা -

(ক) যে ব্যক্তি হজ্ করাইতেছে তাহার প্রতি হজ্ ফরজ হওয়া চাই। যদি তাহার উপর হজ ফরজ হইয়া না থাকে এবং সে হজ করাইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন তাহার উপরে হজ্ ফরজ হইবে তখন এই হজ তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে না। বরং তাহাকে নিজে হজ্ করিতে হইবে। আর যদি নিজে হজ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবার বদলা হজ করাইতে হইবে।

(খ) যাহার পক্ষ থেকে হজ করা হইতেছে তাহার পক্ষে হজ করিতে অক্ষম হওয়া অর্থাৎ কোন সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলা হজ্ করিলে হইবে না।

(গ) হজের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষমতা বাকী থাকা। তবে এমন কারণ ছিলো যাহা কোন সময়ে পরিবর্তন হইবার ছিলো না কিন্তু বদলা হজ করাইবার পরে হঠাৎ যদি সেই কারণ দুর হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় হজ্ করিতে হইবে না। এই বদলা হজ্ তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তি বদলা হজ করাইবার পরে চোখের জ্যোতি ফিরিয়া পাইয়াছে। এখন এই ব্যক্তির পুনরায় হজ করিবার প্রয়োজন নাই।

(ঘ) যাহার পক্ষ থেকে হজ করা হইবে তাহার নির্দেশ থাকিতে হইবে। অন্যথায় হজ হইবে না। অবশ্য কোন অয়ারিস যদি মু'রিসের পক্ষ থেকে হজ্ করিয়া তাকে, তাহা হইলে নির্দেশের প্রয়োজন নাই।

(ঙ) যাহার পক্ষ থেকে হজ্ করা হইতেছে হজের খরচা তাহার পয়সায় হওয়া চাই। হজকারী নিজের পয়সায় হজ করিলে তাহার নিজের হজ হইয়া যাইবে কিন্তু যাহার পক্ষ থেকে হজ্ করিয়াছে তাহার হজ্ হইবে না। অবশ্য যদি অল্প স্বল্প কিছু পয়সা নিজের খরচ হইয়া যায়, তাহা হইলে বদলা হজ হইয়া যাইবে।

(চ) যাহাকে বদলা হজ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে হজ্ করিতে হইবে। সে যদি অন্য কাহারো দ্বারায় হজ্ করাইয়া থাকে, তাহা হইলে বদলা হজ্ হইবে না।

(ছ) যাহার বদলে হজ করিবে তাহার দেশ থেকে সফর শুরু করিতে হইবে।

(জ) যাহার বদলে হজ করিবে তাহার তরফ থেকে নিয়াত করিবে। উত্তম হইল - জবানে ও তাহার পক্ষ থেকে 'লাব্বাইক' বলিবে - লাব্বাইক আন ফুলাননি। যদি তাহার নাম ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ নিয়াত করিবে - যিনি আমাকে





প্রেরণ করিয়াছে তাহার তরফ থেকে। প্রকাশ থাকে যে, সমস্ত শর্তাবলী ফরজ হজের জন্য। নফল হজের জন্য কোন শর্ত নাই। (বাহারে শরীয়ত)

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কেহ যদি অসীয়ত করিয়া থাকে যে, আমার পক্ষ থেকে বদলা হজ করিয়া দিবে কিন্তু এই কথা বলে নাই যে, আমার সম্পদ থেকে হজ করিয়া দিবে। অয়ারিস নিজের মাল থেকে করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বদলা হজ হইয়া যাইবে। (শামী)

কোন মৃত ব্যক্তি এই বলিয়া অসীয়ত করিয়া ছিলো যে, আমার পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তি হজ করিবে কিন্তু সেই ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে অথবা যাইতে অস্বীকার করিয়া দিয়াছে তাহা হইলে অন্য ব্যক্তির দ্বারায় হজ করাইলে জায়েজ হইবে। (শামী)

বদলা হজের জন্য যতগুলি শর্ত রহিয়াছে সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলে তবেই যাহার পক্ষ থেকে হজ করিবে তাহার ফরজ আদায় হইবে। আর যে ব্যক্তি হজ করিয়াছে সে সওয়াব পাইবে কিন্তু এই হজ্ করিবার কারণে তাহার নিজের ফরজ হজ আদায় হইবে না। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

বদলা হজের জন্য এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা উত্তম, যে ব্যক্তি নিজে ফরজ হজ আদায় করিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজে হজ্ করে নাই তাহাকে বদলা হজে প্রেরন করিলে হজ্ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির উপরে হজ ফরজ হইয়া গিয়াছে কিন্তু নিজে হজ করে নাই, তাহাকে বদলা হজ করিবার জন্য প্রেরণ করা মাকরূহ তাহরিমী। (বাহারে শরীয়ত)

যে ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে হজ করে নাই, আবার মরণাপন্ন হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষ থেকে হজ করিবার অসীয়ত করিয়া যাওয়া অয়াজিব। (বাহারে শরীয়ত)

যে ব্যক্তির উপরে হজ্ ফরজ হইয়া গিয়াছে কিন্তু না হজ করিয়াছে, না অসীয়ত করিয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি সর্ব সম্মতিক্রমে গোনাহ্গার হইয়া গিয়াছে। যদি তাহার অয়ারিস তাহার পক্ষ থেকে বদলা হজ্ করিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে আশা করা যায় যে, ইনশা আল্লাহ হজ আদায় হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

যে ব্যক্তি বদলা হজে যাইবে তাহার সমস্ত খরচা প্রেরকের বহন করিতে



pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে। সমস্ত খরচ বলিতে একজন মানুষের সফরে যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। যথা - পানাহার, পরিধানের কাপড়, ইহরামের কাপড়, তেল ও সাবান ইত্যাদি। অবশ্য এই জিনিষগুলি না একেবারে উন্নতমানের হইবে না একেবারে নিম্ন মানের। মাঝামাঝি ধরণের হইবে। যে ব্যক্তি বদলা হজে যাইবে সে প্রেরকের পয়সা না ফকীর মিসকিনকে দান করিতে পারিবে, না কাহারো খাওয়াইতে পারিবে। অবশ্য প্রেরকের অনুমতি থাকিলে পারিবে। হজ থেকে ফিরিয়া আসিবার পর যাহা কিছু বাঁচিয়া গিয়াছে সবই প্রেরককে প্রদান করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

## জরুরী মসলা

সুন্নী মুসলমান! খবরদার, খবরদার! কোন ওহাবী দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামীকে বদলা হজের জন্য পাঠাইবেন না। পাঠাইলে অবশ্য অবশ্যই হজ আদায় হইবে না। কারণ, ইহারা নিজেদের বদ আকীদার কারণে হজের উপযুক্ত নয়। খাঁটি সুন্নী মানুষকে পাঠাইবেন। কোন সুন্নী আলেমকে পাঠাইলে সব চাইতে উত্তম হইবে।

## 'হাদি' এর বিবরণ

'হাদইউ' শব্দের অর্থ উপঢৌকন। শরীয়তের ভাষায় হাদি সেই পশুকে বলা হইয়া থাকে যাহাকে কুরবানীর জন্য হারাম শরীফে নিয়া যাওয়া হইয়া থাকে। এই পশু তিন প্রকার - ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা হইল এক প্রকার। গরু, মহিষ হইল এক প্রকার। আর তৃতীয় প্রকার হইল উট। সবচাইতে নিম্নমানের হাদি হইল ছাগল। প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর জন্য যে শর্তাবলী রহিয়াছে সেই শর্তাবলী হাদির জন্য। যেমন উটের জন্য পাঁচ বৎসর, গরুর জন্য দুই বৎসর ও ছাগলের জন্য এক বৎসর হওয়া চাই। তবে ভেড়া ও দুম্বা ছয় মাস বয়সের যদি খুব মোট তাজা হইয়া এক বৎসরের মতো দেখায়, তাহা হইলে তাহার কুরবানী জায়েজ হইবে। আরো প্রকাশ থাকে যে, উট ও গরুতে সাতজন মানুষ শরীক হইতে পারে।

হাদি যদি কিরান অথবা তামাত্তু হজের হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার কিছু মাংস খাইয়া নেওয়া উত্তম। যে কুরবানীর মাংস নিজের জন্য





খাওয়া জায়েজ নয়, সেই কুরবানীর মাংস কোন মালদার মানুষের খাওয়ানো জায়েজ নয়। অনুরূপ যে কুরবানীর মাংস নিজের জন্য খাওয়া জায়েজ নয় তাহার চামড়া ইত্যাদি থেকে কোন প্রকার উপকার নেওয়া জায়েজ নয়। সম্পূর্ণ গরীব মিসকিনকে দান করিয়া দিতে হইবে। যেমন মান্নতের কুরবানীর মাংস না নিজে খাইতে পারিবে, না কোন মালদার মানুষকে খাওয়াইতে পারিবে। সুতরাং ইহার চামড়াও নিজের কাজে লাগাইতে পারিবেনা। (দুর্রে মুখতার)

## হজের মান্নত করিবার বিবরণ

হজ করিবার মান্নত করিলে হজ করা অয়াজিব হইয়া যাইবে। কোন প্রকার কাফ্ফারাহ প্রদান করিলে এই দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে না। হজ্ করিতে হইবে। হজ্ করিবার মান্নত - যেমন কেহ বলিল, আল্লাহর জন্য আমার প্রতি হজ রহিয়াছে। অথবা কেহ বলিল যে, অমুক কাজ হইয়া গেলে আমি হজ্ করিয়া দিবো। সেই কাজ হইয়া গেলে তাহাকে হজ্ করা জরুরী হইয়া যাইবে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যেখানে সুন্নীদের মসজিদ নাই, সুন্নীগন সুন্নীয়াতের উপরে থাকিয়া স্বাধীন ভাবে নামাজ পড়িতে পারিতেছেনা সেখানে মসজিদ করিয়া দেওয়া নফল হজ করা অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ যদি কোন সুন্নী মানুষ অথবা কোন সুন্নী আলেম কিংবা তালিবুল ইল্ম প্রকৃত পক্ষে কোন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে নফল হজ করা অপেক্ষা ইহাদিগকে হজের টাকা সাদকা করিয়া দেওয়া উত্তম।

জুময়ার দিন যদি অকূফে আরফা বা আরাফায় অবস্থান করিবার দিন পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আল্ হামদু লিল্লাহ! হজের সওয়াব বহুগুনে বেশি হইবে। কারণ, দুই ঈদ একত্রিত হইয়া গিয়াছে - জুময়া ও অকূফে আরফা। ইহাকে 'হজ্জে আকবার' বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে আরব শরীফের ওহাবী সরকার নিজেদের সুবিধার্থে অনেক সময়ে হজের দিনোক্ষন পরিবর্তন করিয়া দিয়া থাকে। জুময়ার দিনের হজকে তাহারা একদিন অগ্র পশ্চাৎ করিয়া দিয়া থাকে। সুন্নী মুসলমানগন! আপনারা কাবা শরীফে ও মসজিদে নবুবীতে কাঁদিয়া আসিবেন যে, আরব শরীফে রাজতন্ত্র খতম হইয়া গনতন্ত্র চলিয়া আসুক।



pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যথায় ওহাবী যালেমদের অত্যাচারের হাত থেকে সুন্নীদের রেহাই নাই।

# প্রিয় পয়গম্বরের দরবারে উপস্থিতি

মদীনা মুনাওয়ারা হইল সেই দরবার, যে দরবারে হাজির হইবার জন্য রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন -

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

যদি মানুষ নিজেদের প্রাণের প্রতি অত্যাচর করিয়া থাকে এবং হে প্রিয় পয়গম্বর! তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়া আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিয়া থাকে এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহকে তওবা কবূলকারী দয়াময় পাইবে।

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! হাবীবের দরবার কোন্ দরবার! যে দরবারে পাপী তাপীরা হাজির হইয়া নিজেদের পাপ তাপের কথা দরবারে ইলাহীতে বলিয়া ক্ষমার আবেদন করিলে এবং সেই সঙ্গে যদি মোস্তফায়ী জবান দরবারে ইলাহীতে হেলাইয়া দিয়া থাকে, তবেই পাপীর পাপ মাফ হইবে। আল হামদু লিল্লাহ! আল্ হামদু লিল্লাহ! হাজীগন! আজ সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে যে, সরাসরি শাফীয়ে মাহশারের দরবারে হাজির হইয়া গিয়াছেন। যিনি না হইলে কিছুই হইতো না, যাহাকে না করিলে আল্লাহ তায়ালা কিছুই করিতেন না, যিনি না হইলে আমাদের কিছুই হইবে না। আজ সেই দরবারে হাজির, আজ সেই দরবারের ফকীর, আজ দয়ালু দাতার নিকট থেকে শাফায়াতের ভিক্ষা নিয়া নিন।

# রওযা পাক যিয়ারত সম্পর্কে হাদীস

" حَدَّثَنَا الْقَاضِىْ اَبُوْ الْفَضْلِ بْنُ خَيْرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوالْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاضِىْ الْمُحَامِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسىٰ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ "





হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত অয়াজিব হইয়া যাইবে। (শিফা শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা)

বর্তমান হাদীসটি সনদ সহ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, যে কেহ যাচাই করিয়া নিতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য যাঁচাই করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, বড় বড় মুহাদ্দিসগন যখন হাদীসটি কবুল করিয়াছেন তখন তাহা সহী বলিয়া গন্য।

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَنِىْ فِى الْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ وَكُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে আমাকে যিয়ারত করিবে সে হইবে আমার প্রতিবেশি এবং আমি হইবো তাহার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ কারী। (শিফা শরীফ)

" قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ وَكَثِيْرٌ مِّنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَزَارَنِىْ بَعْدَ وَفَاتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ "

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে আমার কবরকে যিয়ারত করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত অয়াজিব। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে - তাহার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হইয়া যাইবে। এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম দারু কতনী ও হাদীসের বহু ইমামগন। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে - যে আমার ইন্তেকালের পরে আমাকে যিয়ারত করিবে সে যেন আমার হায়াতে যিয়ারত করিয়াছে। (আকীদাতুস সুন্নাত)

" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَنِىْ زَائِرًا لَا يَعْلَمُ لَهُ حَاجَةً اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْاَوْسَطِ الْكَبِيْرِ "

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি আমার নিকটে আসিবে একমাত্র আমার যিয়ারতের জন্য, আমার উপর হক হইয়া যাইবে যে, আমি তাহার জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়তকারী হইবো। হাদীসটি ইমাম তিবরানী



pdf By Syed Mostafa Sakib

আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি যে হাদীসগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি বহু কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। খবরদার! খবরদার! কোন ওহাবী দেওবন্দী শয়তানের চক্রান্তমূলব কথায় কর্ণপাত করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা শরীফ যিয়ারত করিতে কোন প্রকার দ্বিধা করিবেন না। অন্যথায় বড় নিয়ামত থেকে মাহরূম হইয়া যাইবেন। তাঁহার পবিত্র রওয়া যিয়ারত করা অয়াজিবের কাছাকাছি। হজরত ইমরান মালিকী বলিয়াছেন - "اَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَاجِبَةٌ"

নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর শরীফ যিয়ারত করা অয়াজিব।

অনুরূপ আব্দিল মালেকী বলিয়াছেন -

"اَنَّ الْمَشْيَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ اَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ"

নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর শরীফ যিয়ারত করিবার জন্য মদীনা শরীফে যাওয়া কাবা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম। (সংগৃহীত আকীদাতুস্ সুন্নাহ)

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিঃসন্দেহে জায়েজ, বরং মুস্তাহাব। ইহাতে উলামায়ে ইসলামের কোন প্রকার দ্বিমত নাই। কেবল গোমরাহ ও গোমরাহকারী ইবনো তাইমিয়া এই সফরকে নাজায়েজ বলিয়াছে। আর এই গোমরাহ ইবনো তাইমিয়ার অনুসরণে বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায়ও নাজায়েজ বলিয়া থাকে। ওহাবীরা বলিয়া থাকে - কাবা শরীফ, মসজিদে নবূবী ও বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়া কোন জায়গায় সফর করা যাইবে না। হাদীস পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ওহাবীদের বুঝ বলিহারী! অবশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিনটি মসজিদ সম্পর্কে বলিয়াছেন - "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ"

"তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা চলিবেনা।" এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায় কিরাম বলিয়াছেন - "فَمَعْنَاهُ اَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ لِلصَّلٰوةِ اِلَّا اِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ"





হাদীসের অর্থ হইল নামাজের জন্য তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা যাইবে না। (আকীদাতুস সুন্নাত)

মোটকথা, বেশি সওয়াবের উদ্দেশ্যে বর্ণিত তিনটি মসজিদ ছাড়া দুনিয়ার কোন মসজিদের জন্য সফর করা জায়েজ নয়। বহু মানুষ মহল্লার ছোট মসজিদকে ছাড়িয়া কোন বড় মসজিদে বেশি সওয়াবের আশায় চলিয়া যায়। আবার অনেকে গ্রামের মসজিদকে ছাড়িয়া শহরের মসজিদে চলিয়া যায়। বর্তমানে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে দুর দুরান্ত থেকে দিল্লীতে বস্তি নিজামুদ্দীনের মারকায মসজিদে বেশি সওয়াবের আশায় নামাজ ও ই'তেকাফের জন্য সফর করিয়া থাকে। বর্তমান হাদীস পাকে এইগুলিকে নিষেধ করা হইয়াছে। হাদীস পাকে আউলিয়ায় কিরাম ও আম্বিয়ায় কিরাম, বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারতের জন্য সফর করা নিষেধ করা হয় নাই। ওহাবী সম্প্রদায় হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। দুনিয়ার সমস্ত সফর জায়েজ, আর কেবল হুজুর পাকের রওযা শরীফ যিয়ারতের জন্য সফর নাজায়েজ! লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করিবার জন্য সফর করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। সমস্ত দুনিয়া এই সফর করিয়া আসিতেছে। এই সফর জায়েজ হওয়াতে চার ইমাম একমত। কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে -

"كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَبْعَثُ بِالرَّسُوْلِ قَاصِدًا مِنَ اشَامِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُقْرِئَ النَّبِيَّ السَّلَامَ يَرْجِعُ"

হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ শাম থেকে মদীনা শরীফে দূত প্রেরণ করিতেন যে, তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সালাম দিয়া ফিরিয়া আসিবেন। (সংগৃহীত আকীদাতুস্ সুন্নাত)

বর্তমানে কিছু মাওদূদী মার্কা মাষ্টার ও ডাক্তার এবং দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা বাড়ী থেকেই স্থির করিয়া যাইতেছে যে, হজের পরে মদীনা শরীফে যাইবার প্রয়োজন নাই। কেহ দেশ দেখিবার জন্য যাইবার ইচ্ছা করিলে মসজিদে নবূবীর নিয়াত করিয়া যাইবে। রওযা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া হইবে না। লা হউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! সুন্নী মুসলমান! খুব সাবধান! কোন ওহাবীর ধোকায় পড়িবেন না।



pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর পাকের দরবারে হাজিরী দেওয়ার জন্য একমাত্র রওযা পাক যিয়ারত করিবার নিয়াত করিবে। ইমাম ইবনুল হুমাম বলিয়াছেন - এইবারে মসজিদে নবুবীর নিয়াত করিবেনা। আল্লাহু আকবার! এক ঢিলে দুই পাখি মারিবো বলিলে হইবে না।

হজ যদি ফরজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে হজ করিয়া মদীনা শরীফে হাজির হইবে। আর যদি মদীনা শরীফ রাস্তায় পড়িয়া যায়, তাহা হইলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে অনুমতি না নিয়া চলিয়া যাওয়া হইবে পাষান অন্তরের কাজ। খবরদার! যেন এই প্রকার না হইয়া থাকে। বরং হাবীবের দরবারে হাজিরীকে হজ কবূল হইবার মাধ্যম করিয়া নিতে হইবে।

আর হজ যদি নফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমে হজ্ করিয়া পাক সাফ হইয়া হাবীবের দরবারে হাজির হইয়া যাইবে অথবা প্রথমে হাবীবের দরবারে হাজিরী দিয়া হজকে মাকবুল করিবার অসীলা বানাইতে হইবে। নফল হজে যাহা করা হইবে তাহা সঠিক হইবে।

## এই সেই পবিত্র দরবার

যে দরবারের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। এখন সেই পবিত্র দরবারে হাজির হইয়া গিয়াছেন। যাহার পর নয় সেই আদবের সহিত মাথা নিচু করিয়া চোখ, কান, হাত, পা, দিল ও দিমাগ; সমস্ত দেহকে অন্যের থেকে আলাদা করতঃ অত্যন্ত বিনয়ীর সহিত পূর্ণ বিশ্বাস নিয়া দাঁড়াইয়া যাইবেন যে, প্রিয় পয়গম্বর আমাকে লক্ষ করিতেছেন। খবরদার! জালিতে না হাত লাগাইবার চেষ্টা করিবে, না চুম্বন দেওয়ার চেষ্টা করিবে। কারণ, এইগুলি হইল আদবের খেলাফ। নামাজে যেমন দাঁড়ানো হইয়া থাকে তেমন দাঁড়াইয়া খুব লজ্জিত ও খুব জড়সড় হইয়া অতি আদবের সহিত না খুব উচ্চ স্বরে, না খুব মৃদুস্বরে, বরং যৎসামান্য উঁচু স্বরে সালাম পাঠ করিবেন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ





اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খয়রা খল্‌কিল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নূরাম মিন নূরিল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাহিবাশ্ শাফায়াত
আস্ আলু কাশ্ - শাফায়াতা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

## সিদ্দিকের দরবারে সালাম

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করিবার পরে ডান দিকে এক হাত মতো সরিয়া হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর সামনে দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করিবেন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া অযীরা রাসূলিল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাহিবা রাসূলিল্লাহ
ফিল গার রহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহ্।

## ফারুকের দরবারে সালাম

হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে সালাম পেশ করিবার পরে আরো এক হাত মতো ডান দিকে সরিয়া হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুর সামনে দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করিবেন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُتِمَّ الْاَرْبَعِيْنَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الْاِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ



pdf By Syed Mostafa Sakib

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুতিম্মাল আর বাঈন
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ইজ্জাল ইসলামে অল
মুসলিমীন অ রহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহ্।

## আবার দুই দরবারে সালাম

হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে সালাম পেশ করিবার পরে আধ হাত মতো বাম দিকে সরিয়া হজরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুমার সামনা সামনি হইয়া আবেদন করিবেন - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا خَلِيْفَتَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَاضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسْئَلُكُمَا

اَلشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلَيْكُمَا وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ

আস্‌সালামু আলাইকুমা ইয়া খলীয়াতাই রাসূলিল্লাহ
আস্‌সালামু আলাইকুমা ইয়া অযীরাই রাসূলিল্লাহ
রহমা তুল্লাহি অ বরাকাতুহ্
আস্‌য়ালু কুমাশ শাফায়াতা ইন্‌দা রাসূলিল্লাহি
তায়ালা আলাইহি অ আলাইকুমা অ বারাকা অ সাল্লামা।

## আরো কিছু কথা স্মরণ রাখিবেন

(ক) যাহারা আপনাকে রসূল পাকের দরবারে সালাম পৌঁছাইতে বলিয়াছে তাহাদের পক্ষ থেকে সালাম অবশ্যই দিয়া দিবেন - অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ থেকে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।
(খ) খবরদার! শাহানশার দরবারে যেন চুল পরিমান বেয়াদবী না হইয়া থাকে। কাহারো সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া সালাম দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি একান্ত





কাছাকাছি হওয়া সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটু তফাৎ থেকে আদবের সহিত মাথা নিচু করিয়া মৃদু আওয়াজে সালাম দিয়া দিবেন।
(গ) মক্কা ও মদীনা শরীফে কমপক্ষে দুই একটি রোজা করিবার চেষ্টা করিবেন। অনুরূপ কমপক্ষে কোরয়ান শরীফ এক খতম করিবার চেষ্টা করিবেন।
(ঘ) চেষ্টা করিবেন, মসজিদে নবুবীতে এমন স্থানে নামাজ পড়িবেন যাহাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাকের দিকে পিছন না হইয়া যায়। যখন কোন মসজিদে যাইবেন চাই হুজুর পাকের মসজিদে হউক অথবা মদীনা শরীফের কোন মসজিদে ই'তেকাফের নিয়াত করিয়া নিবেন।
(ঙ) মদীনা শরীফে থাকাবস্থায় যেন এক মুহূর্ত কোন বাজে কথায় বা বাজে কাজে ব্যয় না হইয়া থাকে। সব সময়ে দরূদ ও সালামের মধ্যে মত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। কখনো কখনো অবসর বুঝিয়া জান্নাতুল বাকী শরীফ থেকে আরম্ভ করিয়া অহুদ পাহাড় পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতঃ যিয়ারতের কাজগুলি সমাধা করিয়া নিবেন। মদীনা শরীফে হুজুর পাকের পবিত্র মসজিদে কমপক্ষে চল্লিশ অয়াক্ত নামাজ আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন। তবে যেহেতু ওহাবী ইমামদের পিছনে নামাজই হইবে না। এই কারণে খবরদার! জামায়াত ধরিবেন না। মদীনা শরীফে ঘোরাফেরা করিবার সময় যেখান থেকে হউক না কেন রওযা পাকের গম্বুজের উপর নজর পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই আদবের সহিত দাঁড়াইয়া দরূদ ও সালাম পড়িয়া দিবেন।

## আমার জরুরী আবেদন

নিশ্চয় আপনি আমার একজন সুন্নী ভাই। তাই আপনার নিকট আমার আন্তরিক আবেদন যে, আপনি শাফীউল মুজনিবীনের দরবারে হাজির হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। বাজারে বাজারে ঘুরিয়া কেবল কেনা কাটায় ব্যস্ত হইয়া থাকিবেন না। আমি যে দরূদ শরীফগুলি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রদান করিতেছি সেগুলি সম্ভব হইলে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার রওযা পাকের আশেপাশে অথবা মসজিদে নবুবীতে বসিয়া পাঠ করিবার অবশ্যই চেষ্টা করিবেন। আর যদি গোনাহ্‌গার গোলাম ছামদানীর কথা মনে পড়িয়া যায়, আমার জন্য দোয়া করিয়া দিবেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

## দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلٰوةً تُنَجِّنَا بِهَا جَمِيْعَ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ

## দরূদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ☆ دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ☆ اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ☆ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ☆ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ☆ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ☆ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ☆ صَاحِبِ الْجُوْدِ الْكَرَمِ☆ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ☆ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ☆ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ☆ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ☆ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ☆ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ☆ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ☆ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ☆ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ☆ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ☆ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ☆ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ☆ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ☆ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ☆ مُجِيْبِ الْفُقَرَآءِ وَ الْمَسَاكِيْنَ☆ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ☆ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ☆ وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ☆ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِاللّٰهِ يَآاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا☆





## দরূদে জুময়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ ﷺ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

## দরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَ دَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَ شِفَائِهَا وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ دَائِمًا اَبَدًا

## দরূদে হিফজে ঈমান

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

## দরূদে মাহী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَ اَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنُّشُرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى كُلِّ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ وَصَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

## দরূদে ওয়াইসিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْعَدَدِ فِىْ كُلِّ لَحْظَةٍ وَّلَحْظَةٍ مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ وَ اٰلِهٖ وَسَلِّمْ



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رَسُوْلَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّاجِ وَ الْمِعْرَاجِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ وَ الْكَوْثَرِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّعْمَةِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الْمَدَنِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الْحَرَمِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الْحِجَازِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ التِّهَامِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الزَّكِيُّ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ الْاُمِّيُّ

بِسْمِ اَللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِيْنَ





# দরূদে আকবার

بِسْمِ اَللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَكِّيَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُرَشِيَّ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيَّ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَارَهُ اَللّٰهُ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اَللّٰهُ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَضْرَةَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صِفْوَةَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اَللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اَللّٰهِ



pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib



اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَلِّيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَارِئِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَزْهَدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوْقِنِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَائِعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْشِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاظِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَارِكِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوَحِّدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنْصُوْرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاصِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّافِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِثِيْنَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِا لصّٰلِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْلِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصادِقِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَدِّقِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصابرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاهِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْهُوْدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَابِطِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَجِّيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْجِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجِيْبِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاهِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَآئِفِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاطِفِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاكِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطِيْعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْحُوْمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَغْفُوْرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّالِبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَطْلُوْبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّوَّامِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَوَّامِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّابِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاصِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحِبِّيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْبُوْبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْرُدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَقْبُوْلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْتَاقِيْنَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْفَّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْزُوْقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاغِبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّائِحِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّوَّابِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنِيْبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَابِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسَاكِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوَافِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَافِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَامِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَائِزِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاجِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّاهِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّاهِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّابِعِيْنَ



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَرِبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَابِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَبِّحِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدِّسِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَتِّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَامُوْلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَقِّقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُدَقِّقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّائِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاكِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَامِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْبُوْقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْصُوْمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْفُوْظِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشَفَّعِيْنَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْشُوْقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَارِفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَذْكُوْرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْعَمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَظَّمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَلِّغِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَادِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَذِّنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَسِّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَلِّمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاقِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاذِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَجْوَدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَبِّدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَمِعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَرَّضِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَرَّجِيْنَ



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقِيْمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَافِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَاجِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْهِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَرْهِنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِحِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِتِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْفِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاضِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّؤُفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَهَجِّدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَغْفِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجْتَهِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَغْفُوْرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَذَيِّنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْضِيْنَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَظِّمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُونَلِّفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَظْهَرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوَفَّقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَافِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْتَوِّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَكِّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْرُوْرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَبَتِّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَمِيْنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَكِّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَجَّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُمَجِّدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَاخِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَجَمِّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاسِمِيْنَ



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَادِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَرْفَعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَشِّرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْذِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَدَبِّرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْشِئِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاضِعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَمِّلِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوْرَعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَالِصِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَرِّعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَطْهَرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَكْرَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُكَرَّمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْجَبِيْنَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْجَعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَفْضَلِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْوَرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْرُوْفِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّالِكِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَاهِدِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَادِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَهْدِيِّيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَبِسِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُمَكِّنِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِقِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاتِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْاَرْضِ اِذَا بُدِّلَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الصُّدُوْرِ اِذَا حُصِّلَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَسَنَاتِ اِذَا اُظْهِرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّاٰتِ اِذَا اُبْدِلَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّاٰتِ اِذَا تُرِكَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَاجَاتِ اِذَا قُضِيَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْجَنَّةِ اِذَا اُزْلِفَتْ



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ النُّفُوْسِ اِذَا زُوِّجَتْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْاَمِيْنِ عَلٰى
وَحْيِكَ صَلٰوةً لَّا حَدَّلَهَا وَلَا مُنْتَهٰى
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ
وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَضْعَافَ مَا صَلّٰى عَلَيْهِ
جَمِيْعُ الْمُصَلِّيْنَ مِنَ السَّابِقِيْنَ وَ الْمُؤَخَّرِيْنَ
اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اَلْفَ اَلْفِ اَلْفِ فِىْ اَلْفِ اَلْفِ
اَلْفِ وَّصَلِّ كَذٰلِكَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَىْءٍ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ صَلَوٰتُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَآئِهٖ
وَرُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ
وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَحْفَادِهٖ اَجْمَعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ
وَ عِزْرَائِيْلَ وَ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ وَّ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ
وَعَلٰى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا





مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ صَلٰوةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ
الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ
وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ
اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ
جَمِيْعِ الْخَيْرٰتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ
وَسَلِّمْ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا
كَثِيْرًا ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ
اَنْ تُكْرِمَنِىْ بِرُؤْيَةِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ فِى الْمَنَامِ
وَ اَنْ تَغْفِرَلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِاُسْتَاذِىْ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ
وَالْاَمْوَاتِ وَتُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِكَ وَتُوْجِبَ لِىْ
رِضْوَانَكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ☆

## দরূদে গাওসিল আ'যম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَقْبَلُ بِهَا دُعَآئَنَا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَسْمَعُ بِهَآ اِسْتِغَاثَتَنَا وَنِدَاءَ نَا



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُجِيْرُنَا بِهَا مِنْ شَرِّالْاِنْسِ وَالْجَآنِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنْ شَرِّالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَحْفَظُنَا بِهَا الزِّلَّةِ وَالْبَلَّةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَحْفَظُنَا بِهَا عَمَّايَشْغَلُنَا عَنْكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُوَفِّقُنَا بِهَا لِمَا تُقَرِّبُنَا مِنْكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَجْعَلُ بِهَا سَعْيَنَا مَشْكُوْرًا عَمَلَنَا مَقْبُوْلاً

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَّقَبُوْلاً

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَقْطَعُ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ اِحْتِيَاجَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُدِيْمُ بِهَا بِنَعْمَآئِكَ اِبْتِهَاجَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ بِهَا فِىْ جَمِيْعِ اُمُوْرِنَا وَكِيْلاً

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ بِهَا لِقَضَآءِ حَوَآئِجِنَا كَفِيْلاً

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَايَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا جَزِيْلَ الْعَطَايَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَرْزُقُنَا بِهَا عَيْشَ الرُّغْدَآءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْحُنَا بِهَا عَيْشَ السُّعَدَآءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيْعَ الْاُمُوْرِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُدِيْمُ بِهَا بَرْدَالْعَيْشِ وَالسُّرُوْرِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُبَارِكُ بِهَا فِيْمَآ اَعْطَيْتَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَآءَ بِمَآ اٰتَيْتَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُزَكِّىْ بِهَا عَنِ الْهَوٰى نُفُوْسَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُطَهِّرُ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ قُلُوْبَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُصَغِّرُ بِهَا الدُّنْيَا فِىْ عُيُوْنِنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُعَظِّمُ بِهَا جَلَالَكَ فِىْ قُلُوْبِنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُرْضِيْنَا بِهَا بِقَضَآئِكَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُسَلِّمُ بِهَآ اَمَانَتَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُقَوِّىْ بِهَآ اِيْقَانَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَغْفِرُ بِهَآ ذُنُوْبَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَسْتُرُ بِهَآ عُيُوْبَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَحْفَظُنَا بِهَآ مِنْ اِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُوَفِّقُنَا بِهَآ لِعَمَلِ الصَّلٰحٰتِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنْجِحُ بِهَآ عَمَّايُرْدِيْنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكْسِبُ بِهَآ مَايُنْجِيْنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُجَنِّبُ بِهَآ عَنَّا الشَّرَّكُلَّهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَسِّنُ بِهَا اَخْلَاقَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُصْلِحُ بِهَا اَحْوَالَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَعْصِمُنَا بِهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَرْزُقُنَا بِهَا اِتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُبَعِّدُنَا بِهَا اِقْتِرَانِ الْاٰفَتِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُكْلِئُنَا بِهَا عَنِ الزَّآلَّاتِ وَالْهَفَوَاتِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَصِّلُ بِهَآ اٰمَالَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُخَلِّصُ بِهَآ لَكَ اَعْمَالَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَجْعَلُ بِهَآ التَّقْوٰى زَادَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَزِيْدُ بِهَا فِىْ دِيْنِكَ اِجْتِهَادَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَرْزُقُنَا بِهَا الْاِسْتِقَامَةَ فِىْ طَاعَتِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا الْاُنْسَ بِعِبَادَتِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَسِّنُ بِهَا نِيَّتَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَسِّنُ بِهَا اِخْلَاصَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا اُمْنِيَّتَنَا



pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْحُوْ بِهَا فِىْ ذَاتِكَ ذَاوَتَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَقِّقُ بِهَآ اِلَيْكَ لِقَآئَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُدِيْمُ بِهَا بِتَوَاتُرِ اَنْوَارِكَ صِفَاتَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَسْلُكُنَا بِهَا مَسْلَكَ اَوْلِيَائِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُرْوِيْنَا بِهَا مِنْ شَرَابِ اَصْفِيَآئِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُوْصِلُنَا بِهَآ اِلَيْكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُدِيْمُ بِهَا حُضُوْرَنَا اِلَيْكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُجِيْرُنَا بِهَا مِنْ وَّحْشَةِ الْقَبْرِ وَكُرْبَتِهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْلَأُ بِهَا قُبُوْرَنَا بِاَنْوَارِ الرَّحْمَةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَجْعَلُ بِهَا قُبُوْرَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَبْعَثُنَا بِهَا مَعَ الشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَهٗ وَشَفَاعَتَهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُفِيْضُ بِهَا عَلَيْنَا بَرَكَاتِهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَشْمَلُنَا يَوْمَ الْجَزَآءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُثَقِّلُ بِهَا مِيْزَانَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُثَبِّتُ بِهَا عَلٰى صِرَاطِ اَقْدَامَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُدْخِلُنَا بِهَا جَنّٰتِ النَّعِيْمِ بِلَا حِسَابٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُبِيْحُ لَنَا

بِهَا النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ مَعَ الْاَحْبَابِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنْحِلُنَا بِهَا حُبَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ عِنْدَكَ وَ بِقَدْرِهٖ لَدَيْكَ نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَآءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَآءِ وَعَيْشَ





اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُوْزِعُنَا بِهَا شُكْرَ نِعْمَآئِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُضَجِّجُ بِهَا تَوَكُّلَنَا وَاعْتِمَادَنَا عَلَيْكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَقِّقُ بِهَا وُثُوْقَنَا وَ الْتِجَآءَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُجِيْرُنَا بِهَا مَافَاتَ مِنَّا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنَ الْعُجْبِ وَالرِّيَآءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِيَآءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُكَسِّرُ بِهَا شَهَوَاتِنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُجْزِءُ بِهَا عَادَاتِنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَصْرِفُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا قُلُوْبَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَجْمَعُ بِهَا فِى الْاِشْتِيَاقِ اِلَيْكَ هُمُوْمَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُوْحِشُنَا بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُؤْنِسُنَا بِهَا بِقُرْبِ وِلَآئِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُقِرُّ بِهَا فِىْ مُنَاجَاتِكَ عُيُوْنَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَسِّنُ بِهَا بِكَ ظُنُوْنَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَشْرَحُ بِهَا بِمَعْرِفَتِكَ صُدُوْرَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُدِيْمُ بِهَا فِىْ ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ سُرُوْرَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَرْفَعُ بِهَا عَنْ قُلُوْبِنَا الْحُجُبَ وَالْاَسْتَارَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْنَحُنَا بِهَا شُهُوْدَكَ فِىْ جَمِيْعِ الْاٰثَارِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَقْطَعُ بِهَا حَدِيْثَ نُفُوْسِنَا بِاَعْلَامِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُبَدِّلُ بِهَا خَوَاجِسَ قُلُوْبِنَا بِاِلْهَامِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُفِيْضُ بِهَا عَلَيْنَا جَذَبَاتِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُشْمِلُنَا بِهَا بِنَفَحَاتِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحِلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّائِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَرْفَعُ بِهَا مَنْزِلَتَنَا وَمَكَانَتَنَا لَدَيْكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَسْحَقُ بِهَا فِىْ اِرَادَتِكَ اٰمَالَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَمْحَقُ بِهَا فِىْ اَفْعَالِكَ اَفْعَلَنَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَفْنِىْ بِهَا صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا



pdf By Syed Mostafa Sakib

السُّعَدَآءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَآءِ وَمُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَآءِ وَنَحْنُ عِبَادُكَ الضُّعَفَآءُ لَانَعْبُدُ سِوَاكَ

وَلَانَطْلُبُ اِذَامَسَّنَا الضُّرُّ اِلَّا اِيَّاكَ فَامْنُنْ رَوْعَاتِنَا وَاَجِبْ دَعْوَاتِنَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا

فَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا يَارَحِيْمُ يَاكَرِيْمُ يَا حَلِيْمُ وَارْحَمْنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

وَبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ ٥ نِعْمَ النَّصِيْرُ ٥ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا عُبَيْدُكَ وَجُنْدٌ مِّنْ جُنُوْدِكَ مُتَعَلِّقُوْنَ بِجَنَابِ نَبِيِّكَ مُتَشَفِّعُوْنَ اِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَيَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

وَاِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَارْضَ عَنْ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆

# আরো কিছু প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন নং - ১ ঃ-** যে মহিলার স্বামী নাই এবং পিতা, পুত্রও নাই, কিংবা পিতা ও পুত্র রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নিয়া যাইবার সামর্থ নাই, এমতাবস্থায় ঐ মহিলা কি প্রকারে হজ করিবে?

**উত্তর ঃ-** আল্লাহ ও তাহার রসূলের নির্দেশ মানিয়া চলিবার নাম হইল ঈমান। যেখানে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ নাই সেখানে জোরের কিছুই নাই। প্রকাশ থাকে যে, স্বামী, পিতা, পুত্র ও ভাই; এই প্রকার কোন পুরুষ যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম, একমাত্র তাহাদের সহিত সফর করা জায়েজ। অন্যথায় কোন পরপুরুষের সহিত কোন সফর জায়েজ নয়। সুতরাং কোন অল্প বয়স্কা অথবা অতি বৃদ্ধা হউক না কেন, কোন পরপুরুষের সহিত হজ করিতে যাইতে পারিবেনা। যাহাদের সহিত বিবাহ হালাল এই প্রকার পুরুষের সহিত কোন মহিলার হজ করিতে যাওয়া হারাম। বাড়িতে ফিরিবার পূর্ব পর্যন্ত পদে পদে পাপ হইবে। আল্লাহ ও তাহার রসূলের অবাধ্য হইয়া কেন পাপ কাজে পা বাড়াইবে? যে মহিলা হারাম পুরুষ না পাইবে, যথা - স্বামী, পিতা, পুত্র, ভাই ও ভাইপো ইত্যাদি; সে মহিলার উপরে হজ ফরজ অযাজিব নয়। ইহাই হইল শরীয়ত, ইহাই হইল ইমাম আবু হানীফার অভিমত। তবে যদি কোন মহিলা





একান্ত অবাধ্য হইয়া অন্যের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটি মাত্র রাস্তা রহিয়াছে, যে রাস্তায় চলা সামাজিক দিক দিয়া সম্ভব হইবে না। চরম সমালোচনার সম্মুখিন হইতে হইবে। একমাত্র শরীয়তের ভয় থাকিলে তবে সম্ভব হইবে। সেই রাস্তা হইল - যাহার সহিত যাইবে তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। অবশ্য এই বিবাহ নিম্নো শর্তের উপর করিলে হজ থেকে বাড়িতে ফিরিবার পরে বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। কোন প্রকার তালাক দেওয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। সেই শর্ত এইরূপ - যদি অমুক আমার সহিত এই বৎসর হজ করিতে না যাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার উপর এক তালাক বাইন থাকিবে। আর যদি আমার সহিত যায়, তাহা হইলে হজ থেকে ফিরিয়া বাড়িতে পৌছিবার সাথে সাথে আমার উপরে তালাকে বায়েন পড়িয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম দ্বিতীয় খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর অয়াস্তে কেহ কিছু মনে নিবেন না। শরীয়ত খুব সূক্ষ্ম পথ। এই কারণে কিতাবের কথা কলমে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল আমার দায়িত্ব। যেহেতু আমি কলম ধরিয়াছি। জানিয়া রাখিবেন - আপনার আশি বৎসরের বৃদ্ধা মা, বোনকে কোন একশত বৎসর বয়সের পীর দরবেশের সহিত পাঠাইলেও আপনার মা, বোন পাপের হাত থেকে বাঁচিতে পারিবে না।

**প্রশ্ন নং - ২ ঃ-** যদি কোন মহিলা মাসিকের অবস্থায় থাকে এবং তাহার দেশে ফিরিবার সময় হইয়া যায়, তাহা হইলে সে বিদায়ী তওয়াফ কেমন করিয়া আদায় করিবে? এই তওয়াফ তো জরুরী।

**উত্তর ঃ-** বিদায়ী তওয়াফ বা তওয়াফে রোখসাত হইল হজের শেষ অয়াজিব। দেশে ফিরিবার জন্য এই তওয়াফ করিতে হয়। তবে যে মহিলার মাসিক হইয়া গিয়াছে অথবা সন্তান প্রসব হইয়া খুন ভাঙ্গিতেছে তাহার জন্য এই তওয়াফ মাফ। এই প্রকার মহিলার বিদায়ী তওয়াফ করিতে হইবে না। কারণ, নাপাক অবস্থায় তওয়াফ করা, মসজিদে প্রবেশ করা, নামাজ পড়া, কোরয়ান শরীফ তিলওয়াত করা হারাম। সুতরাং নাপাক অবস্থায় মহিলা বিদায়ী তওয়াফ করিবেনা। তবে তাহার উচিত, হারাম শরীফের দরওয়াজার বাহিরে দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়া নিবে।

**প্রশ্ন নং - ৩ ঃ-** হজের কাজ কর্ম চলাকালীন যদি কোন মহিলার মাসিক হইয়া যায় অথবা সন্তান প্রসবের খুন ভাঙ্গিতে থাকে, তাহা হইলে সে কি কবিরে?

**উত্তর ঃ-** এইরূপ অবস্থায় মহিলা নামাজ, কোরয়ান তিলাওয়াত ও কাবা



pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফের তওয়াফ ব্যতিত হজের সমস্ত কাজ করিতে পারিবে। পবিত্র হইবার পরে তওয়াফে যিয়ারত করিবে।

**প্রশ্ন নং - ৪ ঃ-** হজের পরে তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যদি কোন মহিলার হায়েজ (মাসিক) অথবা নিফাস (সন্তান প্রসবের খুন) হইয়া যায় এবং এই হায়েজ ও নিফাস শেষ হইবার পূর্বে দেশে ফিরিবার সময় হইয়া যায় যে, কোন প্রকারে মক্কা শরীফে থাকিবার সুযোগ নাই, তাহা হইলে এই অবস্থায় মহিলা কি করিবে?

**উত্তর ঃ-** যেহেতু তওয়াফে যিয়ারত হইল হজের দ্বিতীয় ফরজ। ইহা মাফ হইবার নয়। সুতরাং মহিলা মাসিকের অবস্থায় বা নিফাসের অবস্থায় বাধ্য হইয়া তওয়াফে যিয়ারত করিয়া নিবে এবং কাফ্ফারাহ আদায় করিয়া দিবে। কিন্তু তওয়াফের পরের নামাজ পড়িবেনা। এই দুই রাকয়াত নামাজ পবিত্র হইবার পর আদায় করিবে। হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় বাধ্য হইয়া তওয়াফে যিয়ারত করিবার কারণে যে কাফ্ফারাহ দিতে হইবে তাহা হইল একটি উট অথবা গরু। অনুরূপ কোন পুরুষ যদি নাপাক অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও কাফ্ফারাহ স্বরূপ উট অথবা গরু দিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৫ ঃ-** খুব ভিড় হইবার কারণে কি কোন মহিলা কাহারো দ্বারায় রমী করাইতে পারে?

**উত্তর ঃ-** ভিড় কোন কারণের মধ্যে নয়। উলামায় কিরামদিগের অভিমত ইহাই যে, কেবল প্রচণ্ড ভিড়ের ভয়ে কোন মহিলা কাহারো দ্বারায় রমী করাইতে পারিবেনা। অবশ্য কোন বিশেষ কারণ থাকিলে পারিবে যে, এমনই বৃদ্ধা কিংবা এমনই দুর্বল যে, কোন প্রকারে তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহা হইলে কাহারো দ্বারায় রমী করাইতে পারিবে। সুতরাং এখানে মহিলা বলিয়া নয়, বরং যে কেহ রোগের কারণে কিংবা অতি বৃদ্ধ হইবার কারণে পাথর মারিবার কাজ সমাধা করিতে পারে।

**প্রশ্ন নং - ৬ ঃ-** যদি মহিলাগণ ভিড়ের ভয়ে মুজদালিফায় অকূফ বা অবস্থান না করিয়া আরফা থেকে সরাসরি মিনায় পৌছিয়া যায়, তাহা হইলে কি কোনো দোষ হইবে?

**উত্তর ঃ-** মুজদালফায় সারা রাত্রী থাকা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং দশই জিলহাজের ফজর থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা অয়াজিব। এই





অবস্থানকে অকূফে মুজদালিফা বলা হইয়া থাকে। সূতরাং কেবল ভিড় থেকে বাঁচিবার জন্য মহিলাদের অকূফে মুজদালিফা ত্যাগ করা হইবে না। এই অকূফ বা অবস্থানকে ত্যাগ করিলে কুরবানী করা অয়াজিব হইয়া যাইবে। তবে মহিলা বলিয়া কোন কথা নয়, যদি কেহ মারাত্মক রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে অথবা অতি দুর্বল বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা এই অবস্থান ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি কোন কাফ্ফারাহ বা কুরবানী অয়াজিব হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ৭ ঃ-** কোন পুরুষের পক্ষ থেকে কি কোন মহিলা বদলা হজ করিতে পারে?

**উত্তর ঃ-** পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলা এবং মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ বদলা হজ করিতে পারে। তবে এই কথা স্মরন রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মহিলা কোন পুরুষের পক্ষ থেকে বদলা হজ করিতে যায়, তাহা হইলে সেই মহিলার সহিত তাহার পিতা কিংবা পুত্র অথবা স্বামী কিংবা ভাই অথবা এই ধরনের কোন পুরুষ সঙ্গে থাকা চাই। যদি স্বামী সঙ্গে না থাকে, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি থাকা চাই। বদলা হজের ক্ষেত্রে সবচাইতে উত্তম হইল যে, কোন সুন্নী আমলদার বিজ্ঞ আলেমের দ্বারায় বদলা হজ করাইবে। খবরদার! খবরদার! কোন ওহাবী আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকার লোককে দিয়া বদলা হজ করাইবে না। সব বেকার হইয়া যাইবে।

**প্রশ্ন নং - ৮ ঃ-** যদি শর্ত সাপেক্ষ কোন কারণে কোন মহিলা ইহ্রামের অবস্থায় কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া থাকে, তাহা হইলে কি কোন দোষ হইবে?

**উত্তর ঃ-** মহিলার মুখের উপর কাপড় যদি দীর্ঘক্ষণ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কমপক্ষে একটি ছাগল কুরবানী করিতে হইবে অথবা তিনটি রোজা রাখিতে হইবে অথবা ছয়টি মিসকিনকে ফিৎরার পরিমান সাদকা দিতে হইবে। এই তিনটির মধ্যে কোন একটি করা জরুরী। আর যদি এই অপরাধ স্বল্প সময়ের জন্য হইয়া থাকে যে, মুখের উপর কাপড় পড়িয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা সরাইয়া দিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহার জন্য হুকুম হইল যে, একটি মিসকিনকে একটি ফিৎরা প্রদান করিবে অথবা একটি রোজা রাখিয়া দিবে। আর যদি অকারণে এইরূপ দীর্ঘক্ষণ মুখের উপর কাপড় রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে কুরবানী করিতে হইবে। রোজা করিলে অথবা সাদকা দিলে হইবে না। আর যদি অকারণে স্বল্প সময়ের জন্য মুখে কাপড় ফেলিয়া থাকে, তাহা হইলে একটি মিসকিনকে একটি



pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিৎরা প্রদান করিতে হইবে। রোজা রাখিলে হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ৯ ঃ-** হজের মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তিতে সাদকা করিবার কথা বলা হইয়াছে, সাদকা বলিতে সাদকায় ফিৎরা। সাদাকায়ে ফিৎরার সঠিক পরিমান কত?

**উত্তর ঃ-** ফিৎরার পরিমান হইল অর্ধ সা'গম। প্রকাশ থাকে যে, সায়ার পরিমান সম্পর্কে হানাফীদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবু ইউসুফের নিকট সওয়া পাঁচ রত্বলে এক সায়া। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মোহম্মাদের নিকটে আট রত্বলের সমান এক সায়া। অবশ্য এখানে রত্বল বলিতে ইরাকী রত্বল। যেহেতু আমরা হানাফী। এই কারণে আমাদের জন্য ইমাম আবু হানীফার অভিমতকে মানিয়া নেওয়া উচিত। সুতরাং ইমাম আবু হানীফার অভিমত অনুযায়ী বর্তমানে অর্ধ সায়ার সমান হইল দুই কিলো প্রায় সাতচল্লিশ গ্রামের মতো। ইহাই হইল সমস্ত সুন্নী উলামায় কিরাম, বিশেষ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির হিসাব। তাই আমরা সুন্নীগন দুই কিলো সাতচল্লিশ গ্রাম ফিৎরা প্রদান করিয়া থাকি। আর দেওবন্দী - তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা দিয়া থাকে এক কিলো ছয় শত ষাট গ্রাম। আমার বই যখন আপনার হাতে রহিয়াছে তখন আপনি একজন সুন্নী হইবেন। সুতরাং সুন্নী উলামাদের অনুসরণ করা জরুরী। 'সায়া' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে 'ইজাহুশ্ শুকুরী শারহে কুদূরী' দেখিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ১০ ঃ-** শীতের সময় শীতবস্ত্র যথা চাদর, লেপ ইত্যাদি ইহ্রামের অবস্থায় ব্যবহার করা যাইবে না?

**উত্তর ঃ-** একমাত্র পুরুষের জন্য ইহ্রামের অবস্থায় সিলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা জরুরী। ইহার অর্থ হইল যে, যে পোষাকগুলি দেহের মাপে সিলাই করতঃ তৈরী করা হইয়া থাকে। যথা - জামা, গেঞ্জী, পায়জামা, শেরওয়ানী, সদরী ইত্যাদি। অন্যথায় চাদর, লেপ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে।

**প্রশ্ন নং - ১১ ঃ-** মক্কা ও মদীনা শরীফে পৌছিবার পরে পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে, না কসর করিতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** আপনি প্রথমে মসলাটি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তর তৈরি হইয়া যাইবে। সাড়ে সাতান্ন মাইল রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বাহির হইলে শরীয়তে মুসাফির বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে। যতদিন





পর্যন্ত দেশে না ফিরিবে অথবা কোন স্থানে পনেরো দিন থাকিবার নিয়াত না করিবে ততোদিন পর্যন্ত মুসাফির থাকিবে। মুসাফির সব সময়ে চার রাকয়াত ওয়ালা ফরজ নামাজগুলি দুই রাকয়াত করিয়া পড়িবে। ইহাকে কসর বলা হইয়া থাকে। যখন মুসাফির নিজের মহল্লা থেকে বাহির হইয়া যাইবে তখন থেকে কসর করিতে আরম্ভ করিয়া দিবে। নিজের মহল্লা থেকে বাহির হইয়া মাত্র ১/২ কিলোমিটার দুরে পৌছিবার পরে যদি জোহর আসর অথবা ঈসার নামাজের অয়াক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে এই নামাজগুলি দুই রাকয়াত করিয়া আদায় করিতে হইবে। সম্পূর্ণ নামাজ পড়িলে গোনাহ হইবে। সুন্নাত নামাজ ও অন্য নামাজগুলি যেমন কার তেমনই পড়িবে।

এইবার আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, মক্কা শরীফে অথবা মদীনা শরীফে পৌছিবার পরে যদি সেখানে পনের দিনের পূর্বে মিনা, মুজদালিফা ও আরফায় যাইতে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আর মুসাফির নাই। এখন আপনি মুকীম হইয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে। যেহেতু আপনি আর মুসাফির নাই বরং মক্কা শরীফের মুকীম হইয়া গিয়াছেন। এইবার যখন এইখান থেকে মিনা বা আরফায় যাইবেন তখন আপনি আর মুসাফির হইতে পারিবেন না। কারণ, মক্কা শরীফ থেকে আরফার দুরত্ব সাড়ে সাতান্ন মাইল বা বিরানব্বই কিলোমিটার নয়। মাত্র নয় মাইলের ব্যবধান। অতএব, মিনা, মুজদালিফা ও আরফায় আপনাকে পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে।

আর যদি মক্কা শরীফে এমন সময় পৌছিয়া গিয়াছেন যে, সেখানে পনের দিন অবস্থান করিবার পূর্বে হজ করিবার জন্য আরফায় যাইতে হইবে, তাহা হইলে আপনি মুসাফির থাকিতেছেন। সুতরাং মক্কা শরীফ থেকে আরফা পর্যন্ত যেখানে থাকিবেন বা যাইবেন সব জায়গায় কসর পড়িতে হইবে। মোটকথা, যতদিন পর্যন্ত কোন জায়গায় পনের দিন অবস্থান করিবার নিয়াত না করিবেন ততোদিন পর্যন্ত মুকীম হইতে পারিবেন না। মুসাফির থাকিবেন এবং কসর করিবেন। তবে মনে রাখিবেন, আপনি মুসাফির হইলেও কোন মুকীম ইমামের পিছনে নামাজ পড়িলে পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সফরের ব্যবধান সম্পর্কে বহু উক্তি রহিয়াছে। অনেকে আটচল্লিশ মাইল বলিয়াছেন। এই স্থলে যেহেতু আমরা হইলাম সুন্নী হানাফী বেরেলবী মুসলমান এবং আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর পূর্ণ পদাংক অনুসরণকারী। সুতরাং তাহার কথা বা হিসাব মানিয়া



pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib



নেওয়া আমাদের জন্য কর্তব্য। তিনি ফতওয়ায় শামীর শারহ জাদ্দুল মুমতারের মধ্যে সাড়ে সাতান্ন মাইল প্রমান করিয়াছেন। অতএব, সাড়ে সাতান্ন মাইল বা বিরানব্বই কিলোমিটার রাস্তা হইল সফরের ব্যবধান। আ'লা হজরতের এ কিতাবখানা চার খণ্ডে সমাপ্ত আরবী ভাষায় লেখা। আমাদের মত আলেমদের জন্য কিতাব খানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন নং - ১২ ঃ-** আমাদের দেশ থেকে যাহারা হজ্ করিতে যাইতেছে তাহারা মক্কা শরীফে পৌছিয়া উমরাহ করিবার পরে বেশ কয়েকদিন - জিল-হাজের আট তারিখ পর্যন্ত হজের অপেক্ষায় থাকে। এইদিনগুলি তাহারা তওয়াফ করিতে পারিবে কিনা?

**উত্তর ঃ-** ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান 'আনওয়ারুল বাশারাত' কিতাবের মধ্যে বলিয়াছেন - এখন এই হাজীগন চাই কিরানকারী হউক অথবা তামাত্তুকারী অথবা ইফরাদকারী হউক; সবাই যাহারা মক্কা শরীফে অবস্থান করতঃ আটই জিলহাজের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই কেবল তওয়াফ করিতে পারিবে। তবে এই তওয়াফে ইজতেবা, রমল ও সায়ী কিছুই নাই। প্রত্যেক সাতফেরার পরে মাকামে ইবরাহীমে পৌছিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। বিদেশীদের জন্য তওয়াফই হইল সব চাইতে উত্তম ইবাদাত।

**প্রশ্ন নং - ১৩ ঃ-** ইহ্রাম বাঁধিবার পূর্বে মহিলাদের মাসিক হইয়া গেলে কিংবা নিফাসের খুন ভাঙ্গিতে থাকিলে ইহ্রাম বাধা চলিবে কিনা?

উত্তর ঃ- মাসিকের সময় মহিলাদের জন্য একমাত্র তওয়াফ করা নাজায়েজ। অন্যথায় হজের সমস্ত কাজ করিতে পারিবে। সুতরাং মাসিকের অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধিবে এবং হজের সমস্ত কাজ করিবে।

**প্রশ্ন নং - ১৪ ঃ-** অনেক সময়ে পিতা মাতার সহিত শিশু বাচ্চা হজে যাইয়া থাকে। এই বাচ্চার কি হজ্ হইয়া যাইবে?

**উত্তর ঃ-** নাবালেগ বাচ্চা যতই ছোট হউক কেন, তাহার হজ সহী হইবে। যদি বাচ্চা বুঝ্দার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে নিজে ইহ্রাম বাঁধিবে এবং 'লাব্বাইক' পাঠ করিবে। আর যদি অবুঝ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষ থেকে তাহার পিতা মাতা 'লাব্বাইক্' পাঠ করিবে এবং দেহ থেকে সিলাইযুক্ত কাপড় খুলিয়া নিয়া ইহ্রামের কাপড় পরাইয়া দিবে। তবে এই নাবালেগ বাচ্চা বালেগ হইবার পর যদি তাহার উপরে হজ্ ফরজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে





আবার তাহাকে হজ্ করিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ১৫ ঃ-** হজে কুরবানী করা কি জরুরী? যদি কুরবানী করিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য একটি কুরবানী করা অয়াজিব, চাই আপনি কিরান হজ করিয়া থাকেন অথবা তামাত্তু হজ্ করিয়া থাকেন। যদি কুরবানী করা সম্ভব হইয়া না থাকে, তাহা হইলে দশটি রোজা রাখিতে হইবে। ১লা শাওয়াল থেকে ৯ই জিলহাজ্ পর্যন্ত তিনটি রোজা রাখা জরুরী। আর বাকী রোজাগুলি ১৩ই জিলহাজের পর থেকে যখন তখন রাখিলে চলিবে। সবচাইতে ভাল এই সাতটি রোজা দেশে ফিরিবার পর আদায় করিবেন। এইবার যদি হজের ভিতরে আপনার কোন বড় ধরনের অপরাধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষমার জন্য আরো একটি কুরবানী করা অয়াজিব হইবে।

**প্রশ্ন নং - ১৬ ঃ-** বর্তমানে সৌদী সরকার ১১/১২ জিলহাজ শয়তানকে কাঁকর মারিবার সময় করিয়া দিয়াছে - সকাল থেকে। জাওয়ালের পূর্বে কাঁকর মারা কি জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** এগার ও বার জিলহাজ কাঁকর মারিবার সময় হইল জাওয়ালের পর বা সূর্য ঢলিয়া যাইবার পর থেকে সকাল পর্যন্ত। দুপুরের পূর্বে কাঁকর মারা আসল মাযহাব অনুযায়ী জায়েজ হইবেনা। একটি যঈফ বা দুর্বল বর্ণনায় সকালে মারিবার সূত্র পাওয়া যায়। এই দুর্বল বর্ণনার প্রতি আমল করা হানাফীদের জায়েজ হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ১৭ ঃ-** কোন মহিলার যদি জিদ্দায় পৌছিবার পূর্বে মাসিক আরম্ভ হইয়া যায় এবং মক্কা শরীফে একদিন থাকিবার পরে মদীনা শরীফে চলিয়া যায়, তাহা হইলে উমরার ইহ্রাম খুলিয়া ফেলিবে, না বাঁধা থাকিবে? এই মাসিকের অবস্থায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করিতে পারিবে?

**উত্তর ঃ-** ইহ্রাম খুলিতে হইবে না। পাক হইবার পরে গোসল করতঃ আল্লাহর রসূলের রওজা পাক যিয়ারত করিবে। অতঃপর মক্কা শরীফে পৌছিয়া উমরার সমস্ত কাজ করিয়া ইহ্রাম খুলিয়া দিবে।

**প্রশ্ন নং - ১৮ ঃ-** যে ব্যক্তির জীবনে বহু নামাজ, রোজা কাজা রহিয়াছে। এইগুলি আদায় না করিয়া হজ করিয়া নিয়াছে। এখন কি তাহার নামাজ ও রোজার কাজা আদায় করিতে হইবে? অনেকে বলিতেছে যে, হজ করিলে সব

pdf By Syed Mostafa Sakib



গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

**উত্তর ঃ-** ইহা খুবই ভুল ধারণা। হজ করিলে ফরজ নামাজ, রোজা ক্ষমা হইয়া থাকে না। বিশেষ করিয়া কোন বান্দার হক মারা থাকিলে তাহা ক্ষমা হইবে না। অবিলম্বে সমস্ত নামাজ ও রোজার কাজা আদায় করিয়া দিতে হইবে এবং কাহার হক্ব মারা থাকিলে তাহার হক আদায় করিতে হইবে অথবা ক্ষমা করাইতে হইবে এবং কাবীরাহ গোনাহ করা থাকিলে তওবা ইস্তিগফার করিতে হইবে। তবে মিশকাত শরীফের মধ্যে যে হাদীসে বলা হইয়াছে - যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করিয়াছে এবং কোন প্রকার বদকারী কাজ করে নাই সে ব্যক্তি হজ করিয়া ফিরিয়াছে যেন এই দিনে জন্ম গ্রহন করিয়াছে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ফকীহগন বলিয়াছেন - এই হাদীসে সমস্ত সগীরা গোনাহ ক্ষমা হইবার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

**প্রশ্ন নং - ১৯ ঃ-** হজ কিংবা উমরার নিয়াত কখন করিবে? ইহ্‌রাম বাঁধিবার সময়ে অথবা নামাজ পড়িবার পরে অথবা তালবীহ পাঠ করিবার পরে?

**উত্তর ঃ-** ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবার পরে তাল্‌বীহ পাঠ করিবার পূর্বে নিয়াত করিবে।

**প্রশ্ন নং - ২০ ঃ-** ঋণ পরিশোধ না করিয়া হজে যাওয়া কি জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** হজে যাইবার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যদি কোন বিশেষ কারণে পরিশোধ না করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ফিরিবার পরে অতি শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দিবে এবং মহাজনকে সন্তুষ্ট করিয়া নিবে।

**প্রশ্ন নং - ২১ ঃ-** পোষ্ট অফিস অথবা সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে যে মুনাফা পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা হজ করা যাইবে কিনা?

**উত্তর ঃ-** হ্যাঁ, ইহা জায়েজ হইবে। এখানকার পোষ্ট অফিস ও সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে যে মুনাফা পাওয়া যায়, তাহা শরীয়তে সূদ বলিয়া গন্য নয়। এ বিষয়ে আমার লেখা - ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। আপনার চমকাইবার কোন কারণ নাই।

**প্রশ্ন নং - ২২ ঃ-** যদি কোন হাজী মক্কা শরীফে শুকরানার কুরবানী অথবা দমের কুরবানী না করিয়া বাড়িতে ফোনের মাধ্যমে এই কুরবানী করিবার ব্যবস্থা





করিলে তাহা জায়েজ হইবে কিনা?

**উত্তর ঃ-** কখনই নয়। এই কুরবানীগুলি মক্কা শরীফে করা অয়াজিব।

**প্রশ্ন নং - ২৩ ঃ-** যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে পৌঁছিয়া দুই চার দিন থাকিয়া মদীনা শরীফ রওয়ানা হইয়া গিয়াছে এবং সেখানে ৮/১০ দিন থাকিয়া আবার মক্কা শরীফে চলিয়া আসিয়াছে এবং দুই তিন দিন পরে মিনা ও আরফায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। তারপর মক্কা শরীফে ফিরিয়া পনের দিনের পূর্বে দেশে চলিয়া আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি কি প্রকারে নামাজ আদায় করিবে?

**উত্তর ঃ-** যেহেতু মক্কা শরীফে পৌঁছিয়া পনের দিনের পূর্বে মদীনা শরীফ রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। আবার মদীনা শরীফ থেকে ফিরিয়া পনের দিনের পূর্বে মিনা ও আরফায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। আবার মক্কা শরীফে পৌঁছিয়া পনের দিনের পূর্বে দেশে ফিরিবার দিন হইয়া গিয়াছে। এই কারণে কোন সময়ে সফর বাতিল হইতেছে না। সব সময়ে মুসাফির থাকিতেছে। সুতরাং সমস্ত স্থানে কসরের নামাজ পড়িয়া আসিতে হইবে। মুকীম হইবার জন্য এক স্থানে পনের দিন থাকিবার নিয়াত করা শর্ত।

**প্রশ্ন নং - ২৪ ঃ-** যে ব্যক্তি প্রথমে অবগত হইয়াছে যে, মক্কা শরীফে পৌঁছিয়া সেখানে ষোল দিন থাকিবার পরে মিনা ও আরফায় যাইবে। কিন্তু মক্কা শরীফে পৌঁছিয়া কয়েক দিন পরে জানিতে পারিতেছে যে, পনের দিনের পূর্বে মিনা ও আরফায় যাইতে হইবে। এই ব্যক্তি নামাজ কি প্রকারে আদায় করিবে?

**উত্তর ঃ-** যেহেতু মক্কা শরীফে ষোল দিন থাকিবার কথা অবগত হইয়া ষোল দিনের নিয়াত করিয়া নিয়াছে। এই কারণে মক্কা শরীফ পৌঁছিবার সাথে সাথে তাহার সফর বাতিল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কসর না করিয়া পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে। তারপর যখন মিনা ও আরফায় যাইবে সেখানে কসর করতঃ নামাজ পড়িতে হইবে। কারণ, মক্কা শরীফ থেকে মিনা ও আরফা সাতান্ন মাইল রাস্তা নয়। এই কারণে মুসাফির হইবে না। আবার মক্কা শরীফে ফিরিবার পরে যদি মদীনা শরীফ রওয়ানা হইয়া যায় তাহা হইলে মুসাফির হইয়া যাইবে এবং নামাজ কসর করিবে। কারণ, মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের দুরত্ব সাতান্ন মাইলের বহু বেশি।

**প্রশ্ন নং - ২৫ ঃ-** হজের দিনগুলি যে সমস্ত সাদকা করা অয়াজিব। সেই

সাদকার পয়সাগুলি মক্কা শরীফে বিতরণ না করিয়া যদি দেশে আনিয়া বিতরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** দেশে আনিয়া বিতরণ করিলে জায়েজ হইবে কিন্তু মক্কা শরীফে বিতরণ করিলে একের বদলে এক লক্ষ সওয়াব পাওয়া যাইবে। তবে যেহেতু সেখানকার মানুষ বেশির ভাগ ওহাবী। এই কারণে তাহাদের দান করা জায়েজ নয়। অবশ্য যদি বুঝিতে পারা যায় যে, ভিখারী সৌদির কিন্তু সুন্নী কিংবা বিদেশী সুন্নী, তাহা হইলে সেখানে অবশ্যই দান করিয়া দিবে। বহু সওয়াব পাওয়া যাইবে।

**প্রশ্ন নং - ২৬ ঃ-** কেহ ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে যদি তওয়াফ ও সায়ী করিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফে জিয়ারতে কি সায়ী করিতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** কেবল নফল তওয়াফের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া তওয়াফ ও সায়ীর পরে চাই ফরজ হউক অথবা নফল, নফল তওয়াফে রমল ও সায়ী করিলে তওয়াফে যিয়ারতের পরে রমল ও সায়ী করিবার প্রয়োজন হইবে না। সাদরুশ শরীয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বাহারে শরীয়তে লিখিয়াছেন - হজের ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে একটি নফল তওয়াফে রমল ও সায়ী করিলে তওয়াফে যিয়ারতে রমল ও সায়ী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ২৭ ঃ-** যদি কোন মহিলার ৯ই জিলহাজ মিনাতে মাসিক আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে কি করিবে?

**উত্তর ঃ-** যে মহিলার মাসিক শুরু হইয়া গিয়াছে এবং ১২ই জিলহাজ সূর্য অস্ত যাইবার পর পর্যন্ত মাসিক থাকিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সে তওয়াফ ও সায়ী ছাড়া হজের সমস্ত কাজ করিবে এবং পবিত্র হইবার পরে তওয়াফ করিয়া নিবে। তওয়াফ করিতে বিলম্ব হইবার কারণে মহিলার উপরে দম দেওয়া কিংবা সাদকা করা অয়াজিব নয়।

**প্রশ্ন নং - ২৮ ঃ-** আমাদের দেশে আম ও লিচুর বাগান এক বৎসর পূর্বে বিক্রয় হইয়া যায়। এই পয়সা নিয়া হজ করিলে কি হজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** না, হজ হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাগানে ফল না আসিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা বিক্রয় করা হারাম হইবে। এই পয়সায় হজ করিলে হজ হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ২৯ ঃ-** সাত ফেরায় এক তওয়াফ হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি দুর্বলতার কারণে দুইতিন ফেরা বা চক্র দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়া বাকী চক্রগুলি আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফে কি কোন ক্ষতি হইবে?





**উত্তর ঃ-** তওয়াফের চক্রগুলির মধ্যে খুব বেশি সময়ের বিলম্ব হইলে মাকরূহ হইবে। তবে যদি কোন ব্যক্তি খুব দুর্বলতার কারণে কিংবা ব্লাড প্রেসারের রোগী হইবার কারণে দুই এক চক্রের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়া বাকী চক্রগুলি আদায় করিলে কোন দোষ হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ৩০ ঃ-** যদি কোন হাজী হজের শুকরানার কোরবানীর জন্য মুয়াল্লিমকে পয়সা দিয়া থাকে, তাহা হইলে কি কোরবানী হইয়া যাইবে?

**উত্তর ঃ-** বর্তমানে সেখানকার মুয়াল্লিমরা অধিকাংশই বদ আকীদাহ নজদী ওহাবী এবং ফকীহগনের নির্দেশানুযায়ী কাফের মুর্তাদ। সুতরাং তাহারা জবাহ করিলে কোরবানী হইবে না। নিজেদের কোরবানী করা জরুরী।

**প্রশ্ন নং - ৩১ ঃ-** মক্কা শরীফ পৌছিবার পরে উমরাহ করতঃ ইহ্‌রাম খুলিয়া যদি কেহ মদীনা শরীফে যায় অথবা হারামের বাহিরে কোন জায়গায় বেড়াইতে যায়, তাহা হইলে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবার জন্য কি ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** মক্কা শরীফে পৌছিবার পরে ইহ্‌রাম খুলিবার পর যদি কেহ মীকাতের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে মক্কা শরীফে পুনরায় প্রবেশ করিবার জন্য অবশ্যই ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৩২ ঃ-** মক্কা শরীফের কোন মুকীম ব্যক্তির দ্বারা বদলা হজ করানো কি জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** যাহার বদলে হজ করানো হইবে, যদি তাহার উপরে হজ ফরজ থাকে, তাহা হইলে হইবে না। কারণ, যাহার বদলে হজ করিবে তাহার দেশ থেকে রওয়ানা হওয়া শর্ত।

**প্রশ্ন নং - ৩৩ ঃ-** এমন বহু ধনী ব্যক্তি হজ করিতে যাইয়া থাকে, যাহাদের উপরে কোরবানী করা অয়াজিব। এই ব্যক্তির কয়টি কোরবানী করিতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** যদি কোন ধনী ব্যক্তি তামাত্তু অথবা কিরাণ হজ্ করিয়া থাকে এবং কোরবানীর দিনগুলিতে মুকীম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য দুইটি কোরবানী করা অয়াজিব হইবে। একটি হজের শুকরানার ও একটি মালদার হইবার কারণে।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাজী সাহেব যদি প্রথমে বুঝিতে পারিয়া থাকে যে, মক্কা শরীফে তাহার



pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরে কোরবানী করা অয়াজিব হইবে, তাহা হইলে সব চাইতে উত্তম হইল - দেশের বাড়িতে কুরবানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাওয়া।

**প্রশ্ন নং - ৩৪ ঃ-** যে ব্যক্তি হজ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। কিছু টাকা জমাও দিয়াছে। বাকী টাকা নিজের কাছে জমা রহিয়াছে। এই টাকার উপরে যাকাত দিতে হইবে কিনা?

**উত্তর ঃ-** যদি কোন ব্যক্তি খাস করিয়া হজ করিবার নিয়াতে টাকা জমা করিয়া রাখিয়া থাকে এবং সেই টাকার উপরে এক বৎসর অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে যাকাত দিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৩৫ ঃ-** যাহাদের উপরে হজ করা ফরজ হইয়া গিয়াছে কিন্তু যদি ভারত সরকার কোন রকম বাধা দিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হজ মাফ হইয়া যাইবে? যেমন কুড়ি হাজার মানুষের উপরে হজ ফরজ কিন্তু সরকার দশ হাজারের বেশি যাইতে দিবে না।

**উত্তর ঃ-** হজ মাফ হইবে না কিন্তু এই অবস্থায় সমস্ত মুসলমানদের উপরে জরুরী যে, আইনের মাধ্যমে লড়াই করিয়া সরকারকে অনুমতি দিতে বাধ্য করা।

**প্রশ্ন নং - ৩৬ ঃ-** শরীয়তে ফটো তোলা নাজায়েজ - হারাম। কিন্তু বিনা ফটোতে হজ করিতে যাওয়া অসম্ভব হইয়া গিয়াছে। এখন ফটো করিয়া হজে যাওয়া ভাল হইবে, না না যাওয়া ভাল হইবে?

**উত্তর ঃ-** ইহা মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, একটি শরীয়ত বিরোধী কাজ সরকারী ভাবে জরুরী হইয়া গিয়াছে। যেহেতু ইসলামের মধ্যে হজ হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। এই কারণে ফটো করিতে বাধ্য হইলেও হজ করিতে যাইতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৩৭ ঃ-** যদি কোন হাজী যাহার উপরে দম দেওয়া অয়াজিব ছিল কিন্তু দম না দিয়া দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এখন সে কি প্রকারে দমের কোরবানী আদায় করিবে? এই হাজীর কিন্তু দ্বিতীয় বারে মক্কা শরীফে যাইবার সামর্থ নাই।

**উত্তর ঃ-** যেহেতু মক্কা শরীফের কোরবানী মক্কা শরীফে করা জরুরী। এখন হাজী সাহেব কাহার হাতে একটি ছাগলের মূল্য পাঠাইয়া দিবে। সে সেখানে পৌঁছিয়া হারাম শরীফের এলাকায় একটি ছাগল ক্রয় করিয়া জবাহ করতঃ ফকীর মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।

**প্রশ্ন নং - ৩৮ ঃ-** যে ব্যক্তির উপার্জন সম্পূর্ণ হারাম। সুদের কারবার





করিয়া থাকে অথবা ঘুষ নিয়া থাকে কিংবা কোন অবৈধ কারবারের সহিত জড়িত। এই ব্যক্তির উপরে হজ কি ফরজ? যদি সে হজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি তাহা কবুল হইবে?

**উত্তর ঃ-** যাহার নিকটে হারাম পয়সা ছাড়া অন্য হালাল পয়সা নাই তাহার উপরে হজ ফরজ নয়। কারণ, সে আসলে হারাম পয়সার মুল মালিক নয়। এই ব্যক্তি হজে গিয়া যখন বলিবে - 'লাব্বাইক' তখন ফিরিশতাগন তাহার জবাবে বলিবে - তোর লাব্বাইক কবুল নয়। তোর হজ তোকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে যতক্ষণ না হারাম মাল তোর হাত থেকে আসল মালিকের কাছে চলিয়া না যায়। এই ব্যক্তির জন্য পরামর্শ - যদি একান্ত হজ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিবার নিয়াতে ঋণ নিয়া হজ করিয়া আসিবে।

**প্রশ্ন নং - ৩৯ ঃ-** যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে বিনা ইহ্‌রামে মক্কা শরীফে প্রবেশ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে কি করিবে?

**উত্তর ঃ-** বিনা ইহ্‌রামে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা নাজায়েজ। প্রবেশ করিলে তাহার উপরে উমরাহ অথবা হজ ফরজ হইয়া যাইবে। এখন যদি মক্কা শরীফের ভিতর থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে, তাহা হইলে একটি কোরবানী করা অয়াজিব হইবে। আর যদি মীকাতের বাহির থেকে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে কোরবানী করা অয়াজিব হইবে না কিন্তু বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করিবার জন্য তওবা ইস্তিগফার করিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৪০ ঃ-** কেহ যদি মাকরূহ অয়াক্তে তওয়াফ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফের পরে দুই রাকয়াত নামাজ কখন আদায় করিবে?

**উত্তর ঃ-** ফজরের নামাজের পরে, আসরের নামাজের পরে ও ঠিক দুপুরবেলা এই তিন টাইম হইল মাকরূহ অয়াক্ত। এই সমস্ত অয়াক্ত তওয়াফ করিলে মাকরূহ সময় অতিক্রম করিবার পরে তওয়াফের নামাজ পড়িতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৪১ ঃ-** এক সঙ্গে অনেকগুলি তওয়াফ করিবার পরে তওয়াফের নামাজ দুই রাকয়াত পড়িতে হইবে, না প্রত্যেক তওয়াফের জন্য দুই দুই রাকয়াত করিয়া পড়িতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** প্রত্যেক তওয়াফের জন্য দুই দুই রাকয়াত করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। এক সঙ্গে অনেকগুলি তওয়াফ করতঃ এক সঙ্গে তওয়াফের নামাজগুলি আদায় করা মাকরূহ। অবশ্য মাকরূহ সময় হইলে পরে একসঙ্গে নামাজ পড়িয়া দিলে কোন দোষ হইবে না।



pdf By Syed Mostafa Sakib

**প্রশ্ন নং - ৪২ ঃ-** যদি কোন মহিলার উপরে হজ ফরজ হইয়া থাকে এবং স্বামী না স্ত্রীর সহিত যাইতে রাজি হইয়া থাকে, না স্ত্রীর ভাই কিংবা পিতার সহিত পাঠাইতে রাজি হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহিলা হজ করিতে যাইবে কিনা?

**উত্তর ঃ-** স্বামীর উচিত দ্বীনের কাজে বাধা না দেওয়া। স্ত্রীর সহিত নিজে যাওয়া জরুরী। অথবা স্ত্রীর পিতা ও ভায়ের সহিত যাইতে অনুমতি দেওয়া জরুরী। যদি একান্ত কোন দিকে রাজি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর বাধা উপেক্ষা করতঃ পিতা পুত্র কিংবা ভাইয়ের সহিত হজ করতঃ আল্লাহর নির্দেশ পালন করিয়া নিবে। এই ক্ষেত্রে স্বামীর অবাধ্যতায় কোন গোনাহ হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ৪৩ ঃ-** ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন খোশবুদার পানাহারে কি কোন দোষ হইবে?

**উত্তর ঃ-** কোন খোশবুদার জিনিষ দিয়া যে খানাপানি তৈরি হইয়াছে তাহা খাওয়ায় কোন দোষ নাই। যেমন জাফরান, কেওড়া ও গোলাপ পানি শরবতে কিংবা বিরিয়ানিতে দিলে তাহা খাইলে না কোরবানী অয়াজিব হইবে, না সাদকা করা অয়াজিব হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৪৪ ঃ-** হজ করিতে গিয়া সেখান থেকে দামি দামি জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া আনা কি জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** বর্তমানে সেখানে ওহাবী সরকার। ইহারা বিশ্ব ব্যাপী সুন্নীয়াতকে খতম করিয়া দিয়া ওহাবীয়াত প্রচারের লক্ষে রহিয়াছে। এই কারণে সুন্নী মুসলমানদের একান্ত উচিত যে, সেখানে প্রয়োজনের বাহিরে কিছু কেনা কাটা না করা। আজ তাহারা হাজীদের নিকট থেকে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে ট্যাক্স নিয়া থাকে। ইহা তাহাদের অত্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। সুন্নী হাজীগণ! অবশ্যই কাবা শরীফে পৌছিয়া দরবারে ইলাহীতে এবং মদীনা শরীফে পৌছিয়া হুজুর পাকের দরবারে আবেদন করিয়া আসিবেন যে, অবিলম্বে ওহাবীদের রাজত্ব খতম করিয়া দাও।

**প্রশ্ন - নং ৪৫ ঃ-** বর্তমানে হাজী সাহেবগন নিজেদের সুবিধার্থে নিজেরা কোরবানী করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া সেখানকার ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কে সবাইকে কোরবানী করিবার একটি নির্ধারিত টাইম দিয়া থাকে। সেই সময়টি পার হইবার পরে হাজিগন মাথা ন্যাড়া করিয়া থাকে। এই প্রকার কোরবানী করা কি জায়েজ হইবে?





**উত্তর ঃ-** না, কখনই না। এই প্রকার কোরবানী জায়েজ হইবে না। হাজার হাজার মানুষকে কোরবানী করিবার একই সময় দিয়া থাকে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব! আমি যতদুর অবগত হইয়াছি যে, তাহারা আদৌ এই কোরবানী করিয়া থাকেনা। এইভাবে তাহারা দুনিয়ার হাজার হাজার হাজীদের ধোকা দিয়া কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করিতেছে। এই অবৈধ টাকা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী, জামায়াতে ইসলামী ও আহলে হাদীসদের মাধ্যমে। এই টাকায় রাতারাতি তৈরি হইতেছে ওহাবীদের মসজিদ, মাদ্রাসা ও মারকায। আর সর্বনাশ হইতেছে হাজীদের হজ। কেবল এই নয়, আর বহু দুই নম্বর কারবারিরা হাজীদের নিকট থেকে কোরবানী করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া পয়সা নিয়া থাকে। তাহারাও বেশিরভাগ কোরবানী করিয়া থাকে না। মোট কথা, সেখানে শত শয়তানী কারবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যথাসাধ্য নিজেদের কাজ নিজেরা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৪৬ ঃ-** হুজুর পাকের পবিত্র দরবারে দরূদ ও সালাম পেশ করিবার সময়ে যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহা হইলে কি রওযা পাকের রেলিংয়ে কিংবা জালিতে চুম্বন দেওয়া জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** নিজের অপবিত্র হাত দিয়া ধরিয়া অপবিত্র মুখ দিয়া চুম্বন দিতে যাইবেন কেন? ইহা কি কম যে, আল্লাহর রসূল আপনাকে খুব কাছে ডাকিয়া নিয়া আপনার সমস্ত অবস্থা দেখিতেছেন এবং আপনার দরূদ ও সালাম শ্রবন করিতেছেন! আপনি আপনার ঈমান দিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবশ্যই আপনার উপস্থিতি, আপনার কিয়াম ও সালাম, বরং আপনার সমস্ত কাজ ও সমস্ত অবস্থা থেকে অবগত রহিয়াছেন।

**প্রশ্ন নং - ৪৭ ঃ-** আমাদের দেশ থেকে যে সমস্ত মানুষ একাধিক বার হজ করিতেছে তাহাদের কি বার বার মদীনা শরীফে উপস্থিত হইতে হইবে?

**উত্তর ঃ-** বার বার হুজুর পাকের দরবারে হাজিরী দেওয়াই হইল সৌভাগ্যের বিষয়। হুজুর পাক বলিয়াছেন - যে হজ করিয়াছে এবং আমার যিয়ারত করে নাই সে নিশ্চয় আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। এই হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, যে যতবার হজ করিবে, তাহার ততোবার প্রিয় পয়গম্বরের দরবারে হাজিরী দিতে হইবে।

**প্রশ্ন নং - ৪৮ ঃ-** আমাদের দেশে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হইয়া থাকে না। পাসপোর্ট করাইতে হইলে ঘুষ দিতে হইয়া থাকে। এই পাসপোর্ট নিয়া হজে



pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib



যাওয়া হইয়া থাকে। এমনকি খাস হজে বাহির হইয়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হইয়া থাকে। এই প্রকার ঘুষ দিয়া হজে যাওয়া জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ-** যদি হজ ফরজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজের ফরজ আদায় করিবার জন্য যদি ঘুষ দিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘুষ দিয়াও যাইতে হইবে। ইহাতে ঘুষ দেওয়া গোনাহ হইবে না। অন্যথায় ঘুষ দিয়া নফল হজের জন্য যাওয়া জায়েজ হইবে না।

**প্রশ্ন নং - ৪৯ ঃ-** শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সৌদির সমস্ত মাংস ইউরোপ থেকে আসিয়া থাকে। ইহা কতদুর সত্য? এই মাংস কি খাওয়া চলিবে?

**উত্তর ঃ-** আমি যতদূর অবগত হইয়াছি যে, এই মাংস ইউরোপের হল্যাণ্ড থেকে সাপ্লাই দেওয়া হইয়া থাকে। খৃষ্টানদের কাছে তো জবাহ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। তাহারা মেশিনে কাটিয়া প্যাকিং করিয়া দিয়া থাকে। এই মাংস খাওয়া হারাম। হাজীগন! সৌদীতে গিয়া তাহাদের দেওয়া কোন মাংস খাইবেন না।

# হজের পাঁচটি দিন

বড় বড় আলেম ছাড়া হজের সমস্ত মসলা জ্ঞাত হইয়া সেই মুতাবিক কাজ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার এই বইটির মধ্যে যে সমস্ত মসলা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাও নয়। তবুও যাহা আলোচনা করিয়াছি সেগুলি সবই মনে রাখিয়া চলাও সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চল থেকে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ হজ করিতে যাইয়া থাকে। তাহাদের সহজ করিয়া দেওয়ার জন্য কেবল মুল হজের পাঁচটি দিন সম্পর্কে আবার বলিতেছি। এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন, সেগুলি কিন্তু হজের কিছুই নয়। আজ ৮ই জিলহাজ থেকে আপনার হজের কাজ আরম্ভ হইয়া যাইবে। অতএব, আপনি খুব মনোযোগ সহকারে বুঝিয়া নিন।

## প্রথম দিন ৮ই জিলহাজ

যেহেতু আজ ৮ই জিলহাজ। সবাইকে মিনা শরীফে যাইতে হইবে। ৭ই জিলহাজ ঈশার নামাজের পর থেকে মিনা শরীফে যাওয়া আরম্ভ হইয়া যায়। অন্যথায় ৮ই জিলহাজ সূর্য উদয়ের পরে যাইতে হইবে। ৮ই জিলহাজের





জোহর থেকে ৯ই জিলহাজের ফজর পর্যন্ত পাঁচ অয়াক্তের নামাজ মিনা শরীফে আদায় করা ও সেখানে রাত কাটানো সুন্নাত। সুতরাং মিনা শরীফে রওয়ানা হইবার পূর্বে যাহাদের ইহ্‌রাম নাই তাহারা ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নিবে। (যাহারা বলিতে, যাহারা তামাত্তু হজ করিতেছে তাহাদের ইহ্‌রাম নাই। আর যাহারা কিরান হজ করিতেছে তাহারা তো ইহ্‌রামের অবস্থায় রহিয়াছে)

ইহ্‌রাম বাঁধিবার জন্য প্রথমে গোসল করিয়া অথবা অজু করিয়া ইহ্‌রামের চাদরগুলি পরিয়া নিবে। অতঃপর গায়ের চাদর মাথায় তুলিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া নিবে। সালাম ফিরাইবার পরে পরেই মাথা থেকে চাদর হটাইয়া হজের নিয়াত করিবে - হে আল্লাহ! আমি একমাত্র তোমার জন্যই হজ্ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। তুমি আমার জন্য ইহা সহজ করিয়া দাও এবং কবুল করিয়া নাও। অতঃপর লাব্বাইক্ পাঠ করিবে। এই 'লাব্বাইক্' পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হজের ইহ্‌রাম আরম্ভ হইয়া যাইবে। এইবার মিনা শরীফ রওয়ানা হইয়া যাইবে। সেখানে রহিয়াছে মসজিদে খায়েফ। সম্ভব হইলে এই মসজিদে কমপক্ষে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হুজ্জাতুল বিদাতে এই মসজিদে নামাজ পড়িয়াছেন। কোন সময়ে সেখানকার ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কারণ, ওহাবী ইমামের পিছনে নামাজ পড়িলে নামাজ মুলতঃ হইবেনা।

## দ্বিতীয় দিন ৯ই জিলহাজ

সুবহানাল্লাহ! আজ হইল এক মহা দিন। হজের সবচাইতে বড় ফরজ আজই আরফার ময়দানে আদায় হইবে। সকালে সূর্য উদয়ের পরে মিনা শরীফ থেকে আরফা রওয়ানা হইতে হইবে। এক মনে এক ধ্যানে একমাত্র আল্লাহই আল্লাহকে স্মরণ করতঃ 'লাব্বাইক' পাঠ করিতে করিতে তন্ময়াবস্থায় হইয়া আরফায় পৌছিয়া যাইবে। সেখানে রহিয়াছে মসজিদে নামেরা। এই মসজিদ হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের নির্মান করা। সম্ভব হইলে এখানেও কমপক্ষে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবার চেষ্টা করিবে।

মসজিদে নামেরা রহিয়াছে আরফার ময়দানের একেবারে এক প্রান্তে। এই মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের নিচের অংশ আরফার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। এখানে বহু তাঁবু থাকে। খবরদার! খবরদার! কাহারো তাঁবু যদি এই

স্থানে থাকে, তাহা হইলে এই তাঁবুগুলিতে অবস্থান করিয়া আসিলে হজ হইবে না। কমপক্ষে এক মুহূর্তের জন্য আরফায় অবস্থান করিতে হইবে। আরফার ময়দানে আপনার কোন কাজ নাই। কেবল অতীত জীবনের পাপের কথা স্মরন করতঃ মাফের জন্য রহমা তুল্লিল আ'লামীনের অসীলা দিয়া রব্বুল আ'লামীনের দরবারে কাঁদিতে থাকা। বিনা প্রয়োজনে না কাহারো সহিত একটি কথা বলিবে, না এক মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হইবে। জোহরের অয়াক্তে জোহর ও আসরের অযাক্তে আসর পড়িবে। মুসাফির থাকিলে দুই রাকয়াত করিয়া। মুকীম থাকিলে পূর্ণ নামাজ পড়িতে হইবে। জোহর ও আসরকে খবরদার! এক সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবেন না। সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে মুজদালিফা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। যেমন সূর্য অস্ত যাইবে সঙ্গে সঙ্গে মুজদালিফায় রওয়ানা হইয়া যাইতে হইবে। না আরফায় মাগরিবের নামাজ পড়িবে, না রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়িবে। এমনকি মুজদালিফায় পৌছিবার পরেও যদি মাগরিবের অয়াক্ত থাকে, তবুও মাগরিবের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না। যখন ঈশার অয়াক্ত চলিয়া আসিবে তখন - প্রথমে মাগরিবের ফরজ নামাজ পড়িবে। তারপর ঈশার ফরজ নামাজ পড়িবে। তারপর মাগরিবের সুন্নাত। তারপর ঈশার সুন্নাত ও বিতির পড়িবে। যদি কেহ আরফায় অথবা রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মুজদালিফায় পৌছিয়া ঈশার অয়াক্তে প্রথমে মাগরিব, তারপর ঈশা পূর্ব নিয়মে পড়িতে হইবে। এখানে সারা রাত্রী জিকির আজকার ছাড়া কিছু নাই। কেবল ঈশার নামাজের পর সত্তরটি ছোট পাথর কুড়াইয়া নিতে পারিবে। মুজদালিফায় রাত কাটানো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

## তৃতীয় দিন ১০ই জিলহাজ

হাজীদের ব্যস্ততার জন্য আজ তাহাদের ঈদের নামাজ নাই। যদিও হাজীগন প্রায় সবাই রাতারাতি মুজদালিফায় পৌছিয়া গিয়াছে কিন্তু মুজদালিফার অবস্থান যে তাহাদের উপর অয়াজিব, সেই অকূফ বা অবস্থানের সময় হইল ফজর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত। অকারণে এই সময়ের পূর্বে মিনা শরীফে রওয়ানা হওয়া যাইবে না। মুজদালিফায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করা যাইবে। কেবল 'অদিয়ে মুহাস্‌সার' নামক স্থানে অবস্থান করা যাইবেনা। এই স্থানটি হইল অভিশপ্ত। এই স্থানে আবরাহার হাতী বাহিনীদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ





হইয়া ছিলো। বর্তমানে সৌদি সরকার সেই স্থানটি চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।

সূর্য উদয়ের পরে মিনা শরীফে পৌছিয়া জামরায় আকাবার রমী করিতে হইবে। ইহা হইল অয়াজিব। আজ কেবল এই জামরাতে সাতটি কাঁকর মারিবে। এই কাকর মারিবার মাসনূন অয়াক্ত হইল সূর্য উদয় থেকে যাওয়াল বা সূর্য ঢলিয়া যাওয়া পর্যন্ত। যাওয়ালের পরে সন্ধ্যা পর্যন্ত মারা জায়েজ। দুর্বল লোকেরা যদি ভিড়ের ভয়ে সন্ধ্যার পরে মারিয়া থাকে, তাহাও জায়েজ। জামরার নিকট পৌছিয়া 'লাব্বাইক্' বন্ধ করিয়া দিবে। প্রত্যেক কাঁকর পাথর নিক্ষেপ করিবার সময় 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলিবে। আর দোয়া করিবে - আল্লাহ! তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং শয়তানকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এই পাথর নিক্ষেপ করিতেছি। আল্লাহ! তুমি আমার হজ্‌কে কবুল করিয়া নাও এবং আমার পাপকে মাফ করিয়া দাও। পাথর মারিবার কাজ শেষ করিয়া কিরান ও তামাত্তু হজকারীগন মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কর্তন করিবার পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিবে। ইহা অয়াজিব। কুরবানীর পূর্বে কেশ কাটিলে বা মাথা নেড়া করিলে দম দেওয়া অয়াজিব হইয়া যাইবে।

কুবরানী করিবার পরে কেশ কাটা বা মাথা নেড়া করা অয়াজিব। কিন্তু এইগুলি দশ তারিখে সমাধা করিয়া নেওয়া অয়াজিব নয়। দশ তারিখে সুন্নাত। বারো তারিখ পর্যন্ত করিতে পারিবে। কিন্তু যতক্ষণ না এইগুলি করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্‌রাম থাকিয়া যাইবে। মহিলাগন কেবল চুলের অগ্রভাগ থেকে দেড় ইঞ্চি মতো কাটিয়া দিলে যথেষ্ট হইবে। যদি দশ তারিখে সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া যায় - কুরবানী করা, কেশ কাটা বা মাথা নেড়া ইত্যাদি তাহা হইলে ইহ্‌রাম শেষ হইয়া যাইবে। এখন স্বাভাবিক অবস্থায় সমস্ত রকমের পোষাক পরিধান করিতে পারিবে। কিন্তু স্ত্রীর সহিত মেলামেশা করা যাইবেনা। তওয়াফে যিয়ারতের পরে সব কিছু হালাল হইয়া যাইবে।

তওয়াফে যিয়ারত ফরজ। ইহা কোন সময় মাফ হইবে না। দশই জিলহাজ করিয়া নেওয়া উত্তম। সম্ভব না হইলে বারোই জিলহাজের সূর্য অস্ত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত জায়েজ। ইহার পরে করিলে দম দেওয়া অযজিব হইবে। প্রকাশ থাকে যে, তওয়াফে যিয়ারতের পরে সায়ী করা জরুরী। তবে যদি কেহ তওয়াফে কুদূমের পরে একটি সায়ী করিয়া নিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফে যিয়ারতের পরে সায়ী করিবার প্রয়োজন নাই।



pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib



# চতুর্থ দিন ১১ই জিলহাজ

আজ ১১ই জিলহাজ - হজের চতুর্থ দিন। যদি ১০ই জিলহাজ কোন কারণে কুরবানী ও তওয়াফে যিয়ারত করা হইয়া না থাকে, তাহা হইলে আজ করিয়া নিতে হইবে। জোহরের পূর্বে এইগুলি করিয়া নেওয়া উত্তম। অতঃপর জোহরের নামাজ পড়িবার পরে তিনটি জামরাতে পাথর মারিবার কাজ শেষ করিয়া নিবে। আজ রমী করিবার সময় হইল যাওয়ালের পর থেকে ফজর পর্যন্ত। অবশ্য সূর্য অস্ত যাইবার পরে রমী করা মাকরূহ। যদি বারো তারিখের সকাল হইয়া যায়, তাহা হইলে দম দেওয়া অয়াজিব হইবে এবং রমীর কাজাও করিতে হইবে। অর্থাৎ বারো তারিখের রমীও করিতে হইবে এবং এগারো তারিখের রমীও করিতে হইবে।

আজ রমী করিবার নিয়ম হইল যে, প্রথমে জামরায়ে উলাতে সাতটি কাঁকর মারিবে। তারপর জামরায় উসতাতে মারিবে। তারপর জামরায় আকাবার কাঁকর মারা শেষ করিয়া রাতে মিনা শরীফে থাকিয়া দুয়া ইস্তেগফার করিতে থাকিবে।

# পঞ্চম দিন ১২ই জিলহাজ

আজ ১২ই জিলহাজ - হজের পঞ্চম দিন। যাহারা কুরবানী ও তওয়াফে যিয়ারত করে নাই তাহারা আজো করিতে পারিবে। তবে আজ বিশেষ কাজ হইল যাওয়ালের পরে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করিবে। প্রথমে জামরায় উলাতে। তারপর জামরায় উসতাতে। তারপর জামরায় আকাবাতে পাথর মারিতে হইবে।

কেহ যদি বারো তারিখে রমী করিবার পরেও মিনা ত্যাগ না করিয়া সেখানে রাত কাটাইয়া থাকে এবং মিনাতে তের তারিখের সকাল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উপরে তের তারিখেও রমী করা অয়াজিব হইয়া যাইবে। অবশ্য তের তারিখের রমী যাওয়ালের পূর্বে করা জায়েজ।

আলহামদু লিল্লাহ, অস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ! আজ হাজীগনের হজের সমস্ত কাজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল বাকী রহিল দেশে ফিরিবার জন্য বিদায়ী তওয়াফ। বিদেশীদের জন্য এই তওয়াফ অযাজিব। এই তওয়াফ ত্যাগ করিলে কুরবানী করা জরুরী। তবে তওয়াফে যিয়ারতের পরে





যদি কেহ কোন নফল তওয়াফ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তওয়াফে বিদা আদায় হইয়া যাইবে। তবে আসিবার সময় শেষ বারের মতো তওয়াফ করিয়া নেওয়া উত্তম। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত, ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়তুল্লাহ শরীফ জিন্দাবাদ। মক্কা ও মদীনা শরীফ - জিন্দাবাদ। হাজীগন - জিন্দাবাদ।

# শেষে আমার কিছু কথা

(১) আমার এই পুস্তকটি একমাত্র সুন্নী হানাফীদের জন্য লেখা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া যাহারা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির মাসলাকের উপর চলিয়া থাকেন তাহাদের নিকটে আমি অনুরোধ নয়, বরং দাবী রাখিবো যে, বাজারী কোন হজ্ গাইড্ হাতে নিবেন না। কোন ওহাবী, আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলিগী, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকার লোকের লেখা হজের বই হাতে নিবেন না। একমাত্র আমার এই বইখানা হাতে রাখা জরুরী মনে করিবেন। তবে যদি কোন খাঁটি সুন্নী বেরেলবী আলেমের কিতাব সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই নিবেন। আরো বলিয়া রাখিতেছি, হজ্ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানিতে হইলে 'বাহারে শরীয়ত' সংগ্রহ করিবেন - লেখক ফকীহুল হিন্দ আল্লামা আমজাদ আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। আমি আল্লামার কিতাব থেকে ব্যাপক পরিমানে মসলা সংগ্রহ করিয়াছি।

(২) হজের সঙ্গী ভাল না হইলে বিপদের সীমা থাকিবেনা। প্রথমতঃ ওহাবী সম্প্রদায়ের সঙ্গ এড়াইবার আপ্রান চেষ্টা করিতে হইবে। যদি একান্ত সঙ্গী হইতে হয়, তাহা হইলে খবরদার! সঙ্গী না সঙ্গী এতটুকু মাত্র। কোন মসলা মাসায়েল তাহার কাছ থেকে শুনিতে হইবে না। সব সময়ে আপনার হাতের এই বইখানাকে প্রিয় সঙ্গী মনে করিবেন। আবার বলিতেছি, মনের মতো মানুষকে সঙ্গী করিবার চেষ্টা করিবেন। অন্যথায় বিপদের শেষ থাকিবেনা। হজ্ বর্বাদ হইবে, হজ বর্বাদ হইবে। হজ্ বর্বাদ হইবার বিশেষ কারণ হইল হজে গিয়া ঝগড়া মারামারি করা। অতি দুঃখের সহিত বাস্তব কথা বলিতেছি ঝগড়া মারামারি পর্যন্ত হইয়া থাকে। কি লজ্জা ও দুঃখের কথা, যাহা যাহাদের মধ্যে দেশে হয় নাই তাহা হজ্ করিতে গিয়া হইয়াছে! আমার কাছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত

রহিয়াছে। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এমন বহু হাজী দেশে ফিরিবার পরে শুধু সঙ্গীদের গিল্লা গীবৎ করিয়া বেড়াইতেছে। জানিতে হইবে এই হাজীর হজ্ হয় নাই। আমি আপনাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি, যদি সঙ্গী খারাপ হইয়া থাকে, তবে আপনি যেন খারাপ হইবেন না। খারাপ সঙ্গী তো মাত্র কয়েকদিন সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু হজ হইল আপনার সারা জীবনের সঙ্গী। খারাপ সঙ্গীর সহিত যদি আপনি খারাপ হইয়া যান, তাহা হইলে হজ্ সঙ্গী সারা জীবনের মতো আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিবে। সুতরাং আপনি হজ্কে বাঁচাইবার জন্য মাটির মানুষ হইয়া যান।

(৩) ওহাবী সম্প্রদায় মক্কা ও মদীনা শরীফে সুন্নীদের গোমরাহ করিবার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বই পুস্তক বিতরণ করিতেছে। খবরদার! এই সমস্ত বই পুস্তকে হাত দিবেন না। অনুরূপ সেখান থেকে সহজে কিছু শিক্ষা নিতে যাবেন না। কারণ, সেখানে এখন ওহাবীদের রাজত্ব চলিতেছে। তাহারা আমাদের মাযহাবের কেহ নয়। সেখানকার আজান, নামাজ ইত্যাদির সিস্টেমই আলাদা। আবার সারা দুনিয়ার মানুষ সেখানে আসিয়া থাকে। কতো মাযহাবের কতো রকমের মানুষ আসিয়া থাকে। তাহাদের এক একজনের এক এক প্রকারের নিয়ম। আপনি কাহার কাছ থেকে কোন্‌টি গ্রহন করিবেন! আপনি হানাফী হানাফীই হইয়া থাকিবেন। বহু ডাক্তার, মাষ্টার হজ করিয়া আসিবার পর গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। কেবল তাই নয়, এখানকার মানুষকে সেখানকার কথা বলিয়া গোমরাহ করিতেছে।

(৪) মক্কা ও মদীনা শরীফে যেখানে থাকিবেন সেখানে সুন্নী ভায়েরা একত্রিত হইয়া মীলাদ কিয়ামের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। দুই চারজন হইলেও মীলাদ কিয়াম করিবেন।

(৫) আমার সুন্নী ভায়েরা! জানিয়া রাখিবেন, ইবাদতের প্রাণ হইল ঈমান। যাহার ঈমান নাই তাহার ইবাদত নাই। সুতরাং যে ইমামের ঈমান নাই তাহার পিছনে নামাজ পড়িবার কোন মূল্যই নাই। বরং এই প্রকার ইমামের পিছনে নামাজ পড়া হারাম। নিরুপায় হইয়া পড়িয়া ফেলিলে পুনরায় নামাজ আদায় করা ফরজ। অন্যথায় ফরজ ত্যাগের গোনাহ মাথায় থাকিয়া যাইবে। নিশ্চয় নামাজ, রোজা হজ্ ও যাকাত; সবইতো রব্বুল আ'লামীন আল্লাহর জন্য। তবে কেন আপনি আপনার অমূল্য সম্পদ - নামাজকে শয়তানদের কাছে বিক্রয় করিবেন? বর্তমান আরব শরীফে ওহাবীদের রাজত্ব চলিতেছে।





সেখানকার সমস্ত ইমাম হইল ওহাবী। এইজন্য তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ - হারাম। যাহারা হজ্ করিতে গিয়া তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া আসিয়াছেন তাহাদের উপর ফরজ পুনরায় নামাজগুলি আদায় করিয়া দেওয়া। আর যাহারা হজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাহারা যেন নিজেদের ঈমান ও ইবাদতকে বাঁচাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। তবে আল্লাহ তায়ালা তাওফীক না দিলে কাহারো পক্ষে কিছু সম্ভব হইবে না। আমি একজন ছোটমাপের আলেম বলিয়া হয়তো আমার কথা আপনার কানে ঢুকিতে না পারে। এইজন্য আমি একজন বড় মাপের আলেমের উক্তিকে উদ্ধৃত করিতেছি, যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হিদায়েত করিয়া থাকেন।

"আজকাল মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের নজদীদের রাজত্ব। নজদীরা হইল আক্বীদা সমূহের দিক দিয়া গোমরাহ বদ্দ্বীন, বরং অধিকাংশ ফকীহগনের কথা মতে কাফের। তাহাদের ধারণা হইল যে, পৃথিবীতে কেবল তাহারাই মুসলমান। তাহারা ব্যতিত সারা দুনিয়ার মুসলমান হইল কাফের মোশরেক। যেমন দেওবন্দের প্রাক্তন শায়খুল হাদীস মৌলবী হুসাইন আহমাদ টাণ্ডুবী 'আশ্ শিহাবুস্ সাকিব' এর মধ্যে লিখিয়াছেন। আর এই কথা হইল সর্ব সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি সারা দুনিয়াকে তো হইল অনেক বড় কথা, কোন একজন মুসলমানকে কাফের বলিবে সে নিজে কাফের হইবে। যেমন এই কথার সাক্ষী হইল বহু হাদীস ও ফিকহার বহু উক্তি এবং নামাজ সহী হইবার জন্য ঈমান হইল শর্ত। যখন ঈমানই নাই তখন নামাজই কেমন? এই কারণে মুসলমানদের জন্য নজদী ইমামের পশ্চাতে অবশ্য অবশ্যই নামাজ না পড়া উচিত। ইহা ছাড়াও মিনা ও আরফায় নজদী ইমাম মুকীম হওয়া সত্ত্বেও কসর করিয়া থাকে। ইহাতেও তাহার নামাজ সঠিক নয়। তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া হইল না পড়িবার সমান, বরং তাহা অপেক্ষা খারাপ - কুফরের দিকে ধাবিত। (নুজহাতুল ক্বারী শারহে বোখরী তৃতীয় খণ্ড ৪৫৭ পৃষ্ঠা)

এখন আপনার অভিমত কি! কাবা শরীফের ইমামের পশ্চাতে যে নামাজ হইবে না তাহা কি কেবল আমার কথা! না, কখনোই না। বরং ইহা সমস্ত সুন্নী উলামাদের কথা। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির রাহমাতু অর রিদওয়ান জীবনে আট বার হজ্ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একবারও তাহাদের পিছনে এক অয়াক্ত নামাজ পড়েন নাই। এই কারণে প্রায় প্রতিবার তিনি বন্দী হইয়াছেন এবং কাবার ইমামদের সহিত বাহাসও



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছেন। তাহারা সব সময়ে পরাস্ত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সেখানকার কাজী কোরয়ান ও হাদীস থেকে নিজেদের মতাদর্শকে সঠিক প্রমান করিতে না পারিয়া সরকারী শক্তির দাপট দেখাইয়া বলিয়াছিলো - আমি কে জানেন? মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছিলেন - আমি খুব জানি, আপনি এখন বড় কাজী। অতঃপর কাজী বলিয়াছিলো - আমি কি করিতে পারি তাহা জানেন? মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছিলেন - হাঁ, তাহাও জানি। আপনি বন্দী করিতে পারেন, জেল দিতে পারেন, শেষ পর্যন্ত কতল করিতে পারেন কিন্তু জোরপূর্বক আপনার পিছনে নামাজ পড়াইতে পারিবেন না। নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত - ইয়া রাসূলাল্লাহ। ফায়যানে মুজাহিদে মিল্লাত - পায়েন্দাবাদ। হায়! কোথায় সেই হিন্দুস্তানের উড়িষ্যার দরবেশ মুজাহিদে মিল্লাত! হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের হজের জীবনী জানিতে হইলে পাঠ করিবেন - হারফে হাক্কানিয়াত। আর তাহার অমর জীবন সম্পর্কে জানিতে হইলে আমার লেখা বাংলায় পাঠ করিবেন - কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

মুজাহিদে মিল্লাত তো চলিয়া গিয়াছেন। এখনো হায়াতে রহিয়াছেন আমার মুর্শিদ সুন্নী জগতের মারকায বেরেলী শরীফের গদ্দীনশী শায়খুল ইসলাম অল মুসলিমীন তাজুশ শরীয়াহ বর্তমানে হিন্দুস্তানের মুফতীয়ে আ'যম আল্লামা আখতার রেজা খান আযহারী সাহেব কিবলা। তাঁহাকেও ওহাবী ইমামদের পশ্চাতে নামাজ না পড়িবার কারণে বন্দী করা হইয়াছিলো। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের কোন সুন্নী আলেম তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া থাকে না। হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া থাকে না।

হয়তো আপনি বলিবেন যে, হাজার হাজার মানুষ তো তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেছে। আমিও বলিতেছি তাহাদের পশ্চাতে হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়িতেছে। কিন্তু যাহারা পড়িতেছে তাহাদের অবস্থা এইরূপ যে, ওহাবী আহলে হাদীস, দেওবন্দী - তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা মজা করিয়া পড়িতেছে। আর ডাক্তার, মাষ্টার ও সাধারণ সুন্নী মানুষ; ইহাদের কাছে নামাজ, রোজার কি গুরুত্ব রহিয়াছে! ইহারা ঈমান আক্বীদাহ সম্পর্কে কতটুকু অবগত! যেখানে হাজার হাজার দেখিতে পাইতেছে সেখানে নিজেদের আলাদা করিয়া রাখিবে কেন? এই প্রকারে হাজার হাজার মানুষ তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া লইতেছে। আপনি নিজের ঈমানকে বাঁচাইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া যাইবেন তখন দেখিবেন আপনার পাশেও হাজার হাজার রহিয়াছে।





অনেকে এই বলিয়া ধোকায় পড়িয়া যাইতেছে যে, কাবা শরীফ হইল ইসলামের মারকায। সুতরাং সেখানকার ইমাম বদ্ আকীদা হইবে কেন! ইহা হইল একটি নাবুঝের মতো কথা। আরে! যে কাবা শরীফের ভিতরে কয়েক শত বাতিল কয়েকশত বৎসর ঢুকিয়া বসিয়া ছিলো, সেই কাবা শরীফের বাহিরে বাতিল ইমাম দাঁড়াইতে পারে না? আমি আপনাকে যাহা বলিবার ছিলো তাহা বলিয়া দিয়াছি। এখন আপনি আপনার ঈমান ও ইবাদতকে কিভাবে হিফাজত করিবেন তাহা আপনার ব্যাপার।

## হজ বিক্রয় করিবেন?

হাজী সাহেব! আপনার হজ বিক্রয় করিবেন? হজ কিভাবে বিক্রয় করিতে হয় তাহা যদি আপনার জানা না থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট থেকে শুনিয়া নিন। দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি। একে অন্যের সহিত সাক্ষাত হইলে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছে - জনাব! আপনার নাম কি? তখন লোকটি বলিয়াছে - হাজী শফীক। হাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছে - আপনার নাম কি? লোকটি উত্তরে বলিয়াছে - নামাজী রফীক। ইহা শুনিয়া হাজী সাহেব বলিয়াছেন - আপনার নাম তো খুবই আশ্চর্য ধরণের। এইরূপ নাম তো শোনা যায় না। তখন রফীক সাহেব বলিয়াছেন - আশ্চর্য কেন? আপনি কয়বার হজ করিয়াছেন? হাজী বলিয়াছেন - এই বৎসরই হজ্ করিয়া আসিয়াছি। রফীক সাহেব - আপনি কেবল একবার হজ্ করিয়া তাহা সবাইকে জানাইয়া বেড়াইতেছেন! আল্ হামদু লিল্লাহ! আমি প্রতিদিন পাঁচ অয়াক্ত নামাজ পড়িয়া থাকি। তবে আমি নামাজী রফীক বলিয়াছি তো দোষ কোথায়? বর্তমানে সত্যিই এই প্রকার হইতেছে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে রিয়াকারী থেকে বাঁচাইয়া রাখেন।

ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান এর পরম পিতাজান রাইসুল মুতাকাল্লিমীন হজরত শাহ নাকী আলী খান আলাইহির রহমাতুল মান্নান নাদান হাজীদের সম্পর্কে দুইটি অতি উপদেশপূর্ণ ঘটনা নকল করিয়াছেন, যাহা শুনিবার মতো এবং উপদেশ গ্রহন করিবার মতো।

(ক) এক গোলাম ও তাহার মনিব হজ করিয়া ফিরিবার সময়ে লবন শেষ হইয়া গিয়াছে। পয়সা নাই যে, লবন ক্রয় করিবে। মনিব তাহার গোলামকে



pdf By Syed Mostafa Sakib

পরামর্শ দিয়াছে যে, দোকানে গিয়া বলো - আমি হজ্ করিয়া আসিতেছি। লবন নাই, সামান্য লবন দাও। ইহাতে আজ কোন প্রকারে চলিয়া গিয়াছে। আবার পরদিন আর এক মঞ্জিলে পৌছিয়া লবনের জন্য মনিব গোলামকে বলিতেছে - যাও, কোন দোকানে গিয়া বলো - আমার মনিব হজ করিয়া আসিতেছে। লবন নাই। সামান্য লবন দাও। এই প্রকারে দ্বিতীয় দিন চলিয়াছে। তৃতীয় মঞ্জিলে পৌছিয়া মনিব তাহার গোলামকে লবনের জন্য পাঠাইবার ইচ্ছা করিলে হুঁশিয়ার গোলাম উত্তর দিয়াছে, পরশু সামান্য লবনের জন্য আমার হজ্ বিক্রয় করিয়াছি। কাল বিক্রয় করিয়াছি আপনার হজ্। আজ কাহার হজ্ বিক্রয় করিয়া লবন আনিবো?

হাজী সাহেব! কিভাবে হজ বিক্রয় হইয়া যায় বুঝিতে পারিতেছেন তো? সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! হজ্ করিয়া আসিলে হাজী সাহেব আর হাজী সাহেব। হাজী বিবি আর হাজী বিবি। ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত আব্বা, আম্মা বলা ভুলিয়া যাইয়া থাকে। তোমার আব্বা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে ছেলেমেয়েরা বলিয়া থাকে - হাজী সাহেব সম্ভবতঃ নামাজ পড়িতে গিয়াছেন। আবার স্বয়ং হাজী সাহেবও বলিয়া থাকেন - আমি হাজী মানুষ মিথ্যা কথা বলিবো?

(খ) জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস হজরত সুফিয়ান সাওরী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার এক বিশেষ ভক্তের বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাড়িওয়ালা ভক্ত তাহার খাদেমকে বলিয়াছে, সেই পাত্রগুলিতে খানা দাও যেগুলি আমি দ্বিতীয়বারের হজ থেকে আনিয়াছি। ইহা শ্রবন করিয়া হজরত সুফিয়ান সাওরী বলিয়াছেন - তুমি এক কথায় জীবনের দুইটি হজ্কে বর্বাদ করিয়া দিলে! ঘটনা দুইটি আল্লামা নাকী আলী খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার লেখা - 'আহসানুল বিয়া লি আদারিদ্ দুয়া' এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

হায়! কি উপদেশপূর্ণ ঘটনা শুনাইলেন। আজ হাজী সাহেবদের অবস্থা কি! অনেকেই 'হাজী' বলিয়া বোর্ড পর্যন্ত লাগাইয়া দিতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। পাঁচটি টাকা দান করিলে লেখাইয়া থাকে - হাজী অমুক। হাজী সাহেবগন! নিশ্চয় হজরত সুফিয়ান সাওরীর মতো একজন মুহাদ্দিসের কথা তো শুনিলেন যে, অনোর্থক নিজের হজের কথা প্রকাশ করায় দুইটি হজ্ বর্বাদ। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন - যাহারা নিজেদের হজকে সামনে রাখিয়া দুনিয়া হাসেল করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে তাহাদের হজের অবস্থা কি হইবে! তবে যাহারা হাজী সাহেবের





হজের কথা জ্ঞাত হইয়া স্বেচ্ছায় হাজী বলিয়া থাকে তাহা হইল স্বতন্ত্র কথা। তবুও মনে মনে শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচিবার জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদিতে হইবে - খোদা গো ! আমাকে হজের গৌরব থেকে বাঁচাইয়া রাখো। আল্লাহ! আমার হজ্কে আমার জন্য আখিরাতের সম্বল করিয়া রাখো।

আমার সুন্নী হাজীগন! এখন আপনাদের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। যদি গোনাহ্গার গোলাম ছামদানীর খিদমাত কবূল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার কথা সামান্য স্মরন রাখিয়া রব্বুল আ'লামীনের দরবারে ৎ রহমা তুল্লিল আ'লামীনের দরগাহে দরবার করিয়া দিবেন - ইয়া আল্লাহ! ভুল ভ্রান্তি যাহা কিছু তাহার জীবনে হইয়া গিয়াছে তাহা ক্ষমা করিয়া দিও। আর ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোনাহ্গার গোলাম ছামদানীকে কিয়ামতের দিনে উম্মাত বলিয়া মানিয়া নিও।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا لِاَنَّكَ اَنْتَ الْغَفَّارُ وَاسْتُرْعُيُوْبَنَا لِاَنَّكَ اَنْتَ السَّتَّارُ
يَاكَرِيْمُ يَارَحِيْمُ يَا خَلِيْمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَارْضَ عَنْ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۵
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆

# সমাপ্ত

আজ ৬ই জানুয়ারী ২০১২, হিজরী ১১ই সফর ১৪৩৩, বাংলা ২১ পৌষ ১৪১৮ শুক্রবার দিবাগত রাত এগারোটা পাঁচ মিনিট।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

## লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম এর অনুবাদ
(২) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৩) জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
(৪) কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(৫) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহআলাইহিস সালাম
(৬) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৮) দুয়ায় মোস্তফা (৯) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১০) 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(১১) সেই মহানায়ক কে? (১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১৩) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খন্ড)
(১৫) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খন্ড)
(১৬) 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) মাসায়েলে কুরবানী (১৮) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন কলম (২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২২) 'সুন্নী কলম' পত্রিকা তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়াত (২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে (২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মক্কা ও মদিনার মুসাফির

Rs. 75.00